Boighar.com

বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

ত্রাতা

কাজী মায়মুর হোসেন

বইঘর সেবা প্রকাশনা

বইঘর

বইঘর

Boighar.com

বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

ত্রাতা

কাজী মায়মুর হোসেন

বন্ধুকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে মহা-পরাক্রমশালী শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল রক বেনন ও হিরাম ব্যাগলে। কিন্তু ওরা মাত্র দু'জন, শত্রুরা সংখ্যায় অনেক। কীভাবে কী করবে ওরা?...অপহৃতা তরুণীকে দস্যু-দলের কবল থেকে উদ্ধার করলেই সমস্যা মিটবে না; দুস্তর, দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে পৌঁছে দিতে হবে তাকে নিরাপদ আশ্রয়ে। কিন্তু ধরা পড়ে গেল রক বেনন। নিজেই বাঁচবে না, তো মেয়েটিকে উদ্ধার করবে কীভাবে? ...অনেক আগে মারা গেছে মানুষটা। স্বপ্ন-পূরণ হয়নি তার। পায়নি ন্যায় বিচার। হতভাগ্য রানশারের কঙ্কালের পাশে দাঁড়িয়ে শপথ করল রক বেনন, অপরাধীকে খুঁজে বের করবে ও। শেষ পর্যন্ত অন্ধকার রানশ হাউসের উঠানে খুনি ও তার সহযোগী গানম্যানদের মুখোমুখি হলো রক বেনন।...তারপর? আসুন, দুর্ধর্ষ টেক্সাস রেঞ্জার রক বেননের সঙ্গে আমরাও হাজির হই বুনো পশ্চিমের সেই সংঘাতময়, অশান্ত ঘটনাপ্রবাহে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রূম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

বইঘর

ওয়েস্টার্ন

ত্রাতা

কাজী মায়মুর হোসেন

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

ISBN 984-16-8287 7

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব লেখকের

প্রথম প্রকাশ ২০০৭

প্রচ্ছদ বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন. ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
মোবাইল ০১১-৯০-৪৯০০৩০
জি পি ও বক্স: ৮৫০
E-mail:sebaprok@citechco.net
Website. www.Boi-Mela.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল ০১৭১৮-১৯০২০৩

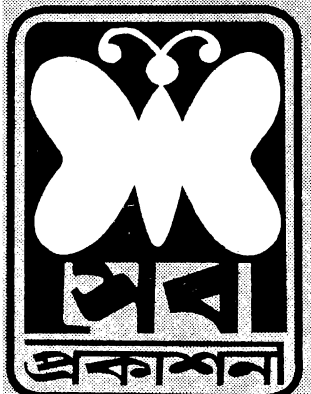

তেত্রিশ টাকা

TRAATA
Western Stories
By Qazi Maimur Husain

BOIGHAR.COM
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
EXCLUSIVE
বই
SCAN
EDIT
ঘর
Visit Us at boighar.com
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

সূচি

ভূমিকা	৫
রেঞ্জার	৭
শপথ	৪৮
ত্রাতা	৮২
কয়োট-ট্রেইল	১২৪

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক, আক্রোশ, ভয়াল শটগান, ধোঁকাবাজ, লুটপাট, অ্যাপাচি চীফ, অন্বেষা, সেই এরফান, হার্ডি স্লোন, ভূমিদস্যু। **খোন্দকার আলী আশরাফ:** কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী। **রওশন জামিল:** ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারী, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু। **শওকত হোসেন:** প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা। **গ্রিম রিজভী তৌহিদ:** শেষ মার। **আলীমুজ্জামান:** মরুসৈনিক। **রকিব হাসান:** তৃণভূমি, নির্জনবাস। **হিফজুর রহমান:** শিকারী। **জাহিদ হাসান:** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু। **আসাদুজ্জামান:** দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজ:** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর। **বজলুর রহমান:** বাজি। **খসরু চৌধুরী:** ভুল।

আদনান শরীফ: পশ্চিম যাত্রা। **এ.টি.এম. শামসুদ্দীন:** শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীন:** স্যান্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ:** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেন:** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা, কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু।

কাজী মায়মুর হোসেন: সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, সীমান্তে সাবধান, দস্যু বেনন, সীমানা, দোষী, বিরান প্রান্তর, প্রতিজ্ঞা, কূটচাল, ক্যালিবার .৪৫, স্বপ্নের খামার, শেষ জংশন, শয়তানের আখড়া, বারুদ, তস্কর, সীমান্তে বিরোধ, নিঠুর আলাস্কা, কয়েদী, সমন-১, সমন-২, খুনে ক্যানিয়ন, মৃত্যু উপত্যকা, বন্দুকবাজ, লুণ্ঠন, উত্তপ্ত কারাগার, খলনায়ক, পরবাসী, অধিকার, শক্তপাল্লা, শিকড়। **ইফতেখার আমিন:** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা, দখলদার। **গোলাম মাওলা নঈম:** রোধ, দুঃসাহস, শোধ, মীমাংসা, সেয়ানে সেয়ানে, দুর্ভোগ, ত্রাস, পেছনে শত্রু, সামনে বিপদ, মাশুল, লালসা, হরণ, পতন, শর্ত, অপঘাত, উত্তরসুরি, খুনে শহর, তালাশ, মুখোশ, চালবাজ, দম্ভ, ঘাতক, ঘায়েল, আসামী, অহঙ্কার, দূরের পাহাড়-১, দূরের পাহাড়-২, নরকে, শকুন, দাপট, বিপত্তি, রক্ষা, ছোবল, খেসারত, শাস্তি। **টিপু কিবরিয়া:** অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ:** ভবঘুরে, আউট-ল, রক্তপিশাচ, প্রতিঘাত, খুনের দায়, যমদূত। **শেখ আবদুল হাকিম:** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ার:** আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘুঘু, স্বর্ণলালসা, সংঘর্ষ, লিপ্সা, অপমান, অপচেষ্টা, দাঙ্গা। **আবু মাহদী:** পাঞ্চার গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস। **সুস্ময় আচার্য:** অপবাদ। **সায়েম সোলায়মান:** সঙ্কট, অবরুদ্ধ শহর, পরিবর্তন

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া, কোনওভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

ওয়েস্টার্ন

ত্রাতা

কাজী মায়মুর হোসেন

SCAN & EDITED BY:

BOIGHAR

WEBSITE:

WWW.BOIGHAR.COM

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar-বইঘর

We Always Encourage Buying The Original Book.

ভূমিকা

উত্তর-আমেরিকার গৃহযুদ্ধে উত্তরের রাজ্যগুলোর কাছে পরাস্ত হয় দক্ষিণের রাজ্যগুলো, জন্ম নেয় ইউনাইটেড স্টেট্‌স্ অভ আমেরিকা। যুদ্ধে হেরে যাবার ফলে মারাত্মক অবনতি ঘটে পরাজিত কনফেডারেশনের পক্ষাবলম্বী টেক্সাসের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির। চারপাশে শুরু হয় রক্তক্ষয়ী ফিউড, চুরি-ডাকাতি-খুন। সীমান্তে বারবার হামলা করতে থাকে কোমাঞ্চি ইন্ডিয়ানরা। গৃহযুদ্ধ পরবর্তী সে-সময়ের অশান্ত টেক্সাসে শান্তি রক্ষা করতে নতুন করে আবার গড়ে তোলা হয় গৃহযুদ্ধে ধ্বংস হয়ে যাওয়া এই বাহিনী।

রেঞ্জাররা দলবদ্ধ ভাবে, কিংবা একাকী লড়াই করত শত্রুভাবাপন্ন ইন্ডিয়ান, ডাকাত, ব্যাঙ্ক-ডাকাত, রাসলার, ঘোড়া-চোর, কিডন্যাপার ও আইনবিরোধী ভয়ঙ্কর সব আউট-লদের সঙ্গে। রেঞ্জারদের কোনও ইউনিফর্ম ছিল না, রেঞ্জার হবার শর্তও ছিল খুব সামান্য—প্রার্থীকে বয়সে হতে হবে যুবক, হতে হবে সাহসী, এবং থাকতে হবে নিজের ঘোড়া, রাইফেল ও দুটো সিক্সগান, ব্যস।

হাতে গোনা যে-ক'জন ল-ম্যান ছিল, বেশিরভাগ সময় তারাই যোগ দিত রেঞ্জার বাহিনীতে। আইন রক্ষা করতে গিয়ে নিজেদের

বিচার-বিবেচনা প্রয়োগ করতে হতো রেঞ্জারদের। প্রয়োজনে অস্ত্রের জোর খাটাত তারা। আইন প্রয়োগ করতে গিয়ে নিতে হতো জীবনের ঝুঁকি। কখনও কখনও পরিস্থিতি এমন হতো যে, হয় খুন করো, নয়তো খুন হয়ে যাও।

রেঞ্জার বাহিনী দুটো অংশে বিভক্ত ছিল। একটা অংশ ছিল ফ্রন্টিয়ার ব্যাটেলিয়ন। ফ্রন্টিয়ার ব্যাটেলিয়নের রেঞ্জাররা মেজর জন বি. জোন্স-এর নেতৃত্বে পরিচালিত হতো। অন্য অংশটিকে বলা হতো স্পেশাল ফোর্স। এটি পরিচালিত হতো ক্যাপ্টেন এল. এইচ. ম্যাকনেলির নেতৃত্বে। পরের অংশটি ছিল মাত্র তিরিশ জনের বাহিনী। সংগঠিত হবার পর অল্প কয়েক বছরের মধ্যে রেঞ্জারদের এই অংশ দ্রুত সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বিখ্যাত হয়ে ওঠে। আইনবিহীন বিশাল এক অঞ্চলে শান্তি বজায় রেখেছিল তারা।

এই বইয়ে যে গল্পগুলো আছে, সেগুলোর নায়ক রক বেনন, রেঞ্জার্স স্পেশাল ফোর্স-এর অন্যতম একজন অনারারি সদস্য।

রেঞ্জার

নিষ্কম্প হাতে ধরা সিক্সগানের নলটার দিকে তাকিয়ে থাকল নির্ভীক রক বেনন। ওর চেহারায় অনুভূতির কোনও ছাপ নেই, তবে মনটা বারবার বলছে: ড্র করো, ঝুঁকিটা নাও।

অস্ত্রে দক্ষতার কারণেই আসলে এতোদিন পশ্চিমে টিকে আছে রক বেনন, ও ভাল করেই জানে, যে-লোকটা ওর দিকে সিক্সগান তাক করেছে, তার উদ্যত অস্ত্রের বিরুদ্ধে ড্র করতে যাওয়া বোকামি হবে। লোকটা বেশ লম্বা, নোংরা চুলগুলো মেটে-ধূসর, কাঁধ দুটো গোল মতো; সরু, নিষ্ঠুর চেহারাটা দেখলে মনে হয় বেশ কিছুদিন সে সূর্যের আলোয় বের হয়নি।

'কী ব্যাপার, দোস্ত?' নরম গলায় জিজ্ঞেস করল বেনন। 'খুব অস্থির মনে হচ্ছে তোমাকে?'

বেননকে আপাদমস্তক দেখল লোকটা। যাকে দেখছে তার চেহারাটা লোকটার পছন্দ হয়েছে বলে মনে হলো না। সিক্সগান সরাল না সে। জিজ্ঞেস করল, 'কে তুমি? কোথায় যাওয়া হচ্ছে এদিক দিয়ে?'

'আমি?' হাসি-হাসি চেহারা করল বেনন। 'আমি প্রায়-নিঃস্ব এক কাউবয়, চাকরি হারিয়ে কাজ খুঁজছি। নামটা সিম রোনাল্ড।'

ভ্রূ কুঁচকে উঠল লোকটার। 'চাকরি খুঁজছ? তা হলে

পাহাড়ের ওপর এই জঙ্গলের ভেতর কী? ট্রেইল তো নীচে দিয়ে গেছে।'

কাঁধ ঝাঁকাল বেনন। 'মাঝে মাঝে ট্রেইলে চলাটা স্বাস্থ্যকর না। তোমার তো বোঝা উচিত, তুমি যেরকম অতিরিক্ত সতর্ক হয়ে আছো।' লোকটার ভ্রূর কুঞ্চন বাড়তে দেখল ও। 'মনে হচ্ছিল এদিক দিয়ে এগোলে কারও সঙ্গে দেখা হবে না,' আবার শুরু করল ও, 'আর নীচের ট্রেইলে কে বা কারা আসছে সেটা দেখারও সুযোগ পাব। চাইনি আমি দেখার আগে কেউ আমাকে দেখুক।'

'তার মানে আইনের কাছ থেকে পালাচ্ছ?' খানিকটা নরম হলো অস্ত্রধারী লোকটার দৃষ্টি। চেহারা দেখে মনে হলো, সামান্য হলেও কৌতূহল বোধ করছে।

'এটা কাউকে করার মতো একটা ভাল প্রশ্ন হলো না,' গম্ভীর চেহারা করে বলল বেনন, 'তবে তুমি যেহেতু আমাকে অস্ত্রের মুখে রেখেছ, কাজেই বলতেই হচ্ছে, প্রশ্নটা করার আপাত অধিকার জন্মেছে তোমার। অস্ত্রটা যদি তোমার হাতে না থাকত, তা হলে হয়তো এরকম প্রশ্ন করতে দ্বিধা হতো তোমার।'

লোকটার চেহারায় রাগের ছাপ পড়ল। 'তো?' ত্যাড়া সুরে জিজ্ঞেস করল সে। 'অস্ত্র কার হাতে?' সামান্য কাত হলো তার হাতের সিক্সগান।

ড্র করতে তৈরি হয়ে গেল বেনন। স্থির করে ফেলেছে, মরতে যদি হয়, তো এটাকে অন্তত সঙ্গে নিয়ে মরবে ও। হোলস্টারের মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে শিথিল ভাবে ঝুলছে ওর ডানহাত।

'আরে দাঁড়াও, জেস,' বেননের খানিকটা সামনে একটা জুনিপারের ঝোপে নড়াচড়া শুরু হলো। বেরিয়ে এলো লোকটা।

এ সত্যিকারের বিপজ্জনক লোক–নিজেকে সতর্ক করল

Boighar

বেনন–অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার চেয়ে অনেক অনেক বেশি বিপজ্জনক। এটাও বুঝতে পারল, যাকে খুঁজতে এখানে এতোদূরে এসেছে ও, এ-ই সে-লোক।

নতুন লোকটা আকারে বিশাল। বড়সড় মাথাটা বসে আছে মোটা গর্দানের উপর। কাঁধ দুটো প্রকাণ্ড। মহিষের শক্তি ধরে ওই কাঁধ। শরীরের তুলনায় হাত-পাগুলো খাটো লোকটার। চার কোনা বাক্সের মতো চৌকো চেহারাটা রোদে পোড়া, বাদামি। চোখের মণিগুলো ম্লান, ঘোলাটে, প্রায় সাদা। বেননের চিনতে দেরি হয়নি, এই লোকই দস্যুনেতা টেক ট্যাক্সন।

'তুমি আসায় খুশি হয়েছি আমি,' মৃদু হেসে নীরবতা ভাঙল বেনন, 'এই সাত-সকালে খুন হয়ে যেতে, বা কাউকে খুন করতে খারাপ লাগত আমার।'

শীতল, শান্ত চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বেননকে জরিপ করল টেক ট্যাক্সন। 'খুন যদি কেউ হতো, তা হলে তুমিই হতে,' মন্তব্যের ঢঙে বলল সে।

'হয়তো,' বেননের গলায় আপত্তির সুরটা স্পষ্ট। 'তবে পরিস্থিতি দেখে যে-রকম ঘটবে বলে মনে হয়, পরিণতি সবসময় সে-রকম না-ও হতে পারে। ও হয়তো আমাকে খুন করত, কিন্তু মরার আগে আমি ওকে ঠিকই খুন করতে পারতাম।'

'তা হলে বলতে হয় অস্ত্রে তোমার হাত খুবই চালু, আর অতো চালুহাত লাখে দশটাও মেলে না,' বলল ট্যাক্সন, সতর্ক হয়ে উঠেছে সে, হাত চলে গেছে তার সিক্সগানের কাছে। 'তার পরও তুমি ওকে শেষ করতে পারতে কি না সন্দেহ আছে তাতে।' বেননের ঘোড়াটা দেখল সে, তারপর তার দৃষ্টি আবার স্থির হলো আরোহীর ওপরে। 'তুমি বলেছ তোমার নাম সিম রোনাল্ড। আমি কয়েকজনের নাম জানি, যাদের হাত অস্ত্রে সত্যি চালু, তাদের

বইঘর.কম

মধ্যে তোমার নাম কখনও শুনেছি বলে মনে পড়ছে না।'

এখনই বড়শিতে মাছ গাঁথতে হবে, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল বেনন। সেক্ষেত্রে একটু ত্যাড়া-ত্যাড়া কথা বললে ফলাফল ভাল হবার সম্ভাবনা বেশি। বেনন বলল, 'এমন হতে পারে না যে আমি এখানে নতুন? সবার নাম তুমি শুনেছ, এমন না-ও হতে পারে।'

টেক ট্যাক্সনের গলা শুনে মনে হলো নিজের সঙ্গে কথা বলছে। 'তুমি বিলি দ্য কিড নও, কারণ তুমি বেশি লম্বা। তা ছাড়া তোমার ওপরের পাটির সামনের দাঁত দুটোও খরগোশের মতো বড় বড় আর সমান না। জন ওয়েসলি হার্ডিনের তুলনায় তুমি বেশি চিকন, লম্বাও। আর্পদের কেউ হতে পারো না তুমি, কারণ চুলের রং মেলে না। তবে তুমি কে সেটা আমি ঠিকই জানব। হয়তো খানিকটা সময় লাগবে।' সঙ্গীর দিকে ফিরল টেক ট্যাক্সন। 'অস্ত্র সরাও, জেস। ওর সঙ্গে কথা আছে আমার।' বেননের দিকে তাকিয়ে মাথা কাত করে ইশারা করল সে। 'ক্যাম্পে এসো, নাম তোমার যা-ই হোক।'

আউট-ল দু'জনকে অনুসরণ করল বেনন। গাছের মাঝ দিয়ে খানিকটা গিয়ে স্পীডির পিঠ থেকে নেমে দেখল ক্যাম্পের আগুন ঘিরে বসে আছে তিনজন লোক। হাড় জিরজিরে স্ট্যালিয়নের পিঠ থেকে স্যাডল নামাতে নামাতে আড়চোখে লক্ষ করল ও লোকগুলোকে। মনে মনে বিচার করে দেখল রেঞ্জারদের ওয়ান্টেড লিস্টের বর্ণনার সঙ্গে কারও চেহারা মেলে কি না।

ওই চিকন লোকটা, যার কপালে ছুরির কাটা দাগ, ও রব ম্যাসন, স্যান অ্যান্টনে তাকে খোঁজা হচ্ছে পিছন থেকে গুলি করে খুনের অভিযোগে। উভালডেতেও খোঁজা হচ্ছে ব্যাঙ্ক-ডাকাতির অপরাধে। অন্য দু'জন বিল স্লেয়ার ও হিড কারপল, পেকোস কাউন্টির কুখ্যাত রাসলার ও ঘোড়াচোর। রব ম্যাসন, বিল

Boighar

স্লেয়ার, হিড কারপল বা জেসকে বাদ দিলেও ওর জন্য আসল বিপদ হয়ে দেখা দিতে পারে জন মর্ডাক ও টেক ট্যাক্সন।

পরিস্থিতি ওর পক্ষে নেই।

সরাসরি কারও দিকে তাকাল না বেনন। সেটা ঠিক হবে না। মেয়েটা যদি এখানে থেকে থাকে, তা হলে আগে হোক পরে হোক, তাকে ও ঠিকই দেখতে পাবে। অতিরিক্ত কৌতূহল দেখালে সন্দেহ জাগবে লোকগুলোর মনে। তা ছাড়া, ওর জানার কথা নয় যে শুধু এরা ক'জনই এখানে নেই, এদের সঙ্গে কোনও মেয়েও আছে। অবশ্য মেয়েটা যদি এই ক্যাম্পে আদৌ থেকে থাকে।

ঘোড়ার সাজ খুলে আগুনের ধারে বসে কফির মগ হাতে নিতেই সামনে বসা টেক ট্যাক্সন জিজ্ঞেস করল, 'যাচ্ছিলে কোথায়?'

কালো কফির ধূমায়িত মগে চুমুক দিল বেনন। 'ডেভিস মাউন্টেন যাব ভেবেছিলাম। হয়তো স্টকটনেও যেতে পারি। ওখানে যদি পরিবেশ অনুকূল মনে না হয় তা হলে এগিয়ে যাব, চলে যাব ওক ক্রিক ক্যানিয়নে। শীতে আশ্রয় নেবার মতো একটা জায়গা খুঁজছি আসলে আমি।'

'তুমি জেস ইভান্স নও,' মন্তব্য করল টেক ট্যাক্সন। 'তবে ওর সঙ্গে খানিকটা মিল আছে তোমার।'

কফিতে আবার চুমুক দিল বেনন, অস্বস্তি বোধ করল। টেক ট্যাক্সন বড় বেশি চেনে ফাস্টগানদের, খবর রাখে তাদের কার চেহারা-সুরত কীরকম। লোকটা এভাবে কৌতূহলী মনোভাব ধরে রাখলে একসময় না একসময় ওর আসল পরিচয় ঠিকই জেনে যাবে। এখন পর্যন্ত টেক ট্যাক্সন আইনের লোক বলতে শুধু আর্পদের নাম নিয়েছে, কিন্তু এরপর যদি রেঞ্জারদের হিসেবের

বইঘর.কম

মধ্যে নেয়, তা হলে আগে হোক পরে হোক, আন্দাজ করে ফেলবে ও আসলে কে। খুব বেশিদিন হয়নি গভর্নরের বিশেষ অনুরোধে অস্থায়ী রেঞ্জার-এর দায়িত্ব নিয়েছে ও, কিন্তু ইতিমধ্যেই বেশ ছড়িয়ে পড়েছে ওর নাম।

'ব্যাপারটা কী?' বিরক্তির ভঙ্গি নিল বেনন। 'আমার সম্বন্ধে এতো কৌতূহল কীসের তোমাদের? বুঝতে পারছি আমার নাম আগে শোনোনি তোমরা কেউ, তাতে কী হয়েছে? ঠিক আছে, আমার আসল নামই বলছি। আমি আসলে জেমস মর্টন।'

বড় বেশি ঝুঁকি নেয়া হয়ে গেল, বুঝতে পারছে বেনন। এমনও হবার সম্ভাবনা আছে যে, এদের কেউ জেমস মর্টনকে ব্যক্তিগত ভাবে চেনে, বা সামনাসামনি দেখেছে।

মিসৌরি রিভার কাউন্টির কুখ্যাত গানম্যান, খুনি জেমস মর্টন; কিং ফিশার্স আউটফিটের সঙ্গে জুটেছে সে কিছুদিন হলো। ন্যাচেযে এক জুয়াড়ীকে খুন করে মাত্র কিছুদিন হলো টেক্সাসে এসেছে লোকটা। উত্তর ও দক্ষিণ ডাকোটায় কাউবয় ছিল, বাফেলো শিকারের কাজও করত আউট-ল ঘোষিত হবার আগে। ডেডউড রানে একটা স্টেজ-ডাকাতির পর থেকে আউট-ল হয়ে যায় সে। ইয়াঙ্কটনের এক শেরিফকে খুন করার পরে তার মাথার উপর জীবিত বা মৃত পুরস্কার ধরা হয় দু'হাজার ডলার।

টেক ট্যাক্সনকে দেখে মনে হলো বেননের কথা শুনে বিরাট একটা দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পেয়েছে সে। পাতলা ঠোঁটে চালিয়াতি হাসি ফুটে উঠল তার। 'এজন্যেই তো তোমাকে কোথাও খাপে খাপে বসাতে পারছিলাম না। ...তো, মর্টন, এতো জায়গা ছেড়ে এখানে, এই দোজখে এসে হাজির হয়েছ কী মনে করে?'

'শীতকালটা লুকিয়ে থাকার মতো একটা জায়গা খুঁজছি আসলে,' বেননের চেহারা দেখে মনে হলো ভীষণ গোপন কথা

Boighar

বলছে বিশ্বস্ত কাউকে। 'ধাওয়া খেয়ে পালাতে পালাতে বিরক্ত হয়ে গিয়েছি একেবারে। এক জায়গায় আরামে থেকে কিছুদিন বিশ্রাম নেবার ইচ্ছে।'

'তোমার নাম শুনেছি,' প্রথমবারের মতো মুখ খুলল টেক ট্যাক্সনের ডানহাত, জন মর্ডাক। 'লারেডোতে কী একটা গোলমালে যেন জড়িয়ে পড়েছিলে না তুমি?'

'বলতে পারো,' তাচ্ছিল্য ঝরল বেননের গলা থেকে, যেন গানফাইটে তিনজনকে একইসঙ্গে খুন করাটা কোনও ব্যাপারই ছিল না।

বিপজ্জনক একটা পন্থা অবলম্বন করেছে ও মিথ্যে বলে। উপায়ও ছিল না এ ছাড়া। এরা যদি জানে ও আসলে কে, তা হলে সামান্যতম দেরি না করে নির্দ্বিধায় খুন করবে ওকে। প্রত্যেকেই এরা ওয়ান্টেড লিস্টে আছে। এখন আইন আরও জোরেশোরে খুঁজছে এদের। ওকে বাঁচিয়ে রেখে কিছু পাবার নেই এদের কারও। তাতে বরং ঝুঁকি বাড়বে এদের। একটু অজুহাত পেলেও বিনা প্রশ্নে খুন করে ফেলবে লোকগুলো ওকে। এখন ওর প্রথম কাজ হবে বেঁচে থাকা। দ্বিতীয় কাজ, মেয়েটাকে নিয়ে নিরাপদে এখান থেকে সরে পড়া। তৃতীয় কাজ, মেয়েটাকে ওর চাচার কাছে পৌঁছে দেয়া। প্রত্যেকটা কাজই খালি পায়ে বিস্তৃত, উত্তপ্ত মরুভূমি পাড়ি দেবার মতো কঠিন।

*

ঘটনার শুরু তিন সপ্তাহ আগে। দক্ষিণ ক্যানাডিয়ানের নির্জন এলাকায় একটা রানশে শেষ-বিকেলে হানা দিয়েছিল পাঁচজন বেপরোয়া আউট-ল। প্রৌঢ় রানশার হিশাম দরজায় টোকার শব্দ শুনে খুলে দেয় দরজা। ওখানেই গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে মারা পড়ে সে একবারও সতর্ক করা হয়নি তাকে, বাঁচবার সুযোগ দেয়া

বইঘর.কম

হয়নি কোনও।

বুড়ো অসলার গুলির আওয়াজে করাল থেকে বেরিয়ে এসেছিল, দরজার কাছেই বুকে গুলি খেয়ে মারা যায় সে-ও। এরপর অতিথি মেয়েটাকে পাকড়াও করে পাঁচ আউট-ল। বাড়িটায় মূল্যবান যা কিছু ছিল ডাকাতি করে তারা, ভাল জাতের ঘোড়াগুলো নিতেও ভোলেনি, এরপর রওনা হয়ে যায় পশ্চিমে, টেক্সাস থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য।

রেঞ্জার স্পেশাল ফোর্স-এর চিফ ক্যাপ্টেন এল. এইচ. ম্যাকনেলি বিশেষ কারণবশত বেননকে কাজটা দেন। ওর সঙ্গে মিটিঙে তিনি বলেছিলেন, 'এই কাজে এমন লোক দরকার, যে আউট-লদের ব্যবহৃত সব ক'টা ট্রেইল চেনে। কাজটা একজনের। দলবল নিয়ে কিছু করতে গেলে খুন হয়ে যাবে মেয়েটা। সাক্ষী কমাতেই কাজটা করবে শয়তানগুলো। অথচ হাতে সময় নেই বেশি, বিচারের চূড়ান্ত রায় হয়ে যাবার আগেই উদ্ধার করতে হবে মেয়েটাকে।

'শীঘ্রি বিচার শেষে রায় দেয়া হবে মিড ট্যাক্সনের মামলায়। যে-মেয়েটাকে টেক ট্যাক্সন কিডন্যাপ করেছে, সেই রায়না বাকলের আপন চাচা ওই মামলার বিচারক, জাজ জর্জ বাকলে। রায়না বাকলের ভবঘুরে বাবা বাফেলো শিকার নিয়ে ব্যস্ত থাকায় সেই ছোটবেলা থেকে মা-মরা মেয়েটাকে নিজের কাছে রেখে মানুষ করেছেন উনি। টেক ট্যাক্সন জাজ বাকলেকে খবর পাঠিয়েছে, যদি বিচারের রায়ে তার ছোট ভাইয়ের শাস্তি হয়, তা হলে খুন করা হবে মেয়েটাকে। নীতিবান মানুষ হলেও এতে দোটানায় পড়ে গেছেন জাজ বাকলে। কী করবেন বুঝে পাচ্ছেন না। আমার পরামর্শ চেয়েছেন। আমি তোমার কথা বলেছি, বেনন। জোর দিয়ে বলেছি, যেহেতু তোমাকে পাঠাচ্ছি, কাজেই

Boighar

নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন উনি, ঠিকই সুস্থ অবস্থায় ফেরত পাবেন ভাতিজীকে। দেখো, বেনন, আমার সম্মানটা রেখো।'

*

জুনিপারের মাঝ দিয়ে বয়ে চলেছে হু-হু শীতল হাওয়া, করুণ বিলাপের সুর তুলছে। শুনলে মনে হয় হাহাকার করে কাঁদছে কোনও নেকড়ে।

'বোধ হয় বৃষ্টি হবে,' বলল টেক ট্যাক্সন। 'তাতে আমাদের কষ্ট বাড়বে আরও।' বেননের দিকে তাকাল সে। 'মর্টন, ওক ক্রিক কত দূরে?'

'বেশি দূর হবে না,' বলল বেনন। 'থাকার মতো ভাল একটা গোপন জায়গা চিনি আমি ওখানে। এক পুরোনো বন্ধুর কাছে শুনেছিলাম, ওদিকে তার পরিচিত এক লোকের একটা রানশ আছে।'

রব ম্যাসন খাবার বাড়তে শুরু করায় উঠে দাঁড়াল জন মর্ডাক, পা বাড়াল জঙ্গলের সবুজ গাছের সারির দিকে। জঙ্গলের ভিতর থেকে ফিরে এলো একটু পর। এখন তার খানিকটা সামনে হাঁটছে একটা মেয়ে। বাদামি চুল মেয়েটার, দেখতে খুব সুন্দরী নয়, কিন্তু দেহবল্লরী দেখবার মতো। চোখে রাগ নিয়ে বেননের দিকে একবার তাকাল সে, তারপর নিস্পৃহ চেহারায় চোখ সরিয়ে নিল।

জন মর্ডাক ও মেয়েটা আগুনের কাছে চলে আসার পর বেননকে দেখাল টেক ট্যাক্সন। 'আমাদের বন্ধু। একসঙ্গে পশ্চিমে যাচ্ছি আমরা।'

বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখাল না বেনন মেয়েটির প্রতি। শান্ত গলায় শুধু বলল, 'আজকাল অনেকেই পাড়ি জমাচ্ছে পশ্চিমে।'

খাবারের পালাটা নীরবেই কাটল। দিনটাও কেটে গেল নির্বিঘ্নে।

বইঘর.কম

পরদিন সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রওনা হলো ওরা। এরমধ্যে রায়না বাকলের সঙ্গে একবারও কথা বলবার সুযোগ হলো না বেননের। ইশারা ইঙ্গিতেও বোঝানোর সুযোগ মিলল না যে, মেয়েটার কারণেই এতো ঝুঁকি নিয়ে এখানে, এতোদূরে এসেছে ও। একটা ব্যাপার টের পেল বেনন, মেয়েটার তেজ আছে। ভোরে নাস্তার সময় একবার আনমনে রায়না বাকলের কাঁধে একটা হাত রেখেছিল জেস পারভিস, প্রচণ্ড ধমক খেতে হয়েছে তাকে সেজন্য। শুধু তাই নয়, ঝট্ করে বাসন থেকে ছুরি তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল রায়না বাকলে, নিচু স্বরে বলেছিল, 'তোমার নোংরা হাত আমার গায়ে রাখবে না ভবিষ্যতে আর কখনও। আবার রাখলে কেটে ফেলব ওই হাত।'

আঁৎকে উঠে হাত সরিয়ে নিয়েছিল জেস পারভিস, মুখটা রাগে লাল হয়ে উঠেছিল তার অন্যান্যদের হাসি শুনে। বেননও সবার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আন্তরিক হাসি হেসেছে। এরপর জেস পারভিস সিদ্ধান্ত নেয়, রায়না বাকলেকে এক হাত নেবে সে। এগোচ্ছিল সে, এমন সময় টেক ট্যাক্সন বলে ওঠে, 'বসে পড়ো, জেস! দোষটা তোমার। এখন থেকে নিজের হাত নিজের কাছেই সামলে রেখো।'

জেস পারভিসকে মিইয়ে যেতে দেখে শান্ত ভঙ্গিতে বসে পড়ে রায়না বাকলে, দেখে মনেই হয়নি বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়েছে সে। তবে ছুরিটা তখনই হাতছাড়া করেনি। তারপর যখন মেয়েটা কফির পটের দিকে হাত বাড়াল, তখন বেননের চোখে চোখ পড়েছিল তার। ধীরেসুস্থে চোখ টিপে মুখে একগাদা বিন পুরেছে তখন বেনন। কেউ দেখে ফেলে থাকতে পারে ভেবে চোখটা ভাল মতো ডলে নিয়েছে ঘটনার পরপরই, ভাবটা এমন, যেন চোখে কিছু পড়েছিল।

Boighar

রক বেননের কল্পনাশক্তি অত্যন্ত উর্বর হলেও মনটা বেশিরভাগ সময়েই যৌক্তিক পথে চলে। সেই কিশোর বয়সে এতিম হতে হয়েছে ওকে। সেই থেকে পেটের দায়ে খেটে খেতে হয়েছে, সহ্য করতে হয়েছে সমাজের সম্মানিত অনেক মানুষের নানান অন্যায়-অত্যাচার। নিজেও আউট-ল হয়ে গিয়েছিল ও আসলে সে-কারণেই।

তারপর একদিন ক্যালামিটি নদীর বাঁধ ভেঙে গেল, নিজে মারা পড়বার ঝুঁকি নিয়েও সে-খবর নীচের উপত্যকার বসতিতে পৌঁছে দিল ও। ওর কারণে নিশ্চিত সলীল-সমাধির হাত থেকে বাঁচল কয়েকশো লোক। উপকৃত জনসাধারণ দাবী করল ওর সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করতে হবে, স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবার সুযোগ দিতে হবে ধনীর যম গরীবের বন্ধু মহৎপ্রাণ এই দুঃসাহসী দস্যুকে।

জনতার দাবী শুনে গভর্নর যদি বেননকে ক্ষমা না করতেন, তা হলে আজও পালিয়ে বেড়াতে হতো ওকে।

কিশোর বয়স থেকেই অস্ত্র হাতে অনেক প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করতে হয়েছে ওকে, কিন্তু কেউ বলতে পারবে না, বিনা কারণে কখনও একটা পিঁপড়েও মেরেছে ও।

অস্ত্র ভাল চালাতে জানা, আর ঠিক কখন অস্ত্র ব্যবহার না করলেই নয়, দুটো জ্ঞান সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। দুটো জ্ঞানই আছে বলে আইনের পথে ফিরে এসে প্রায় সবখানে যথেষ্ট কদর পায় রক বেনন।

বেনন স্পষ্ট জানে, এই উদ্ধার অভিযানে সবকিছু ওর বিপক্ষে কাজ করছে। এই মুহূর্তে টেক্সাস থেকে অনেক দূরে আছে ও। যা করবার ওকে একা করতে হবে। চাইলেই যে আইনের লোক ওকে সাহায্য করবে, তা না-ও হতে পারে। উল্টোটাও হতে

বইঘর.কম

পারে। অনেক ল-অফিসারই চায় না টেক্সাসের বাইরে টেক্সাস রেঞ্জাররা মাতবরী করুক।

জেস পারভিস ঘৃণা করে ওকে। তার ঘৃণাটা কোনও যৌক্তিক কারণ ছাড়াই, বুনো, জান্তব একটা অনুভূতি।

উদ্যত অস্ত্রের মুখেও জেস পারভিসকে খুন করতে পারবে বলায় ওর উপর ক্ষেপে আছে অপমানিত লোকটা।

*

ছড়ানো-ছিটানো জুনিপারের ঝাড় পেরিয়ে সবুজ ঘাসে ছাওয়া ঢেউ-খেলানো জমির উপর দিয়ে অনেক দূরের দুর্গম টিলা-রাজ্যের দিকে এখন এগিয়ে চলেছে ওরা। বেননের মনে পড়ল, ওরা যেখান দিয়ে যাচ্ছে, তার উত্তরে পাহাড়ের গায়ে প্রাচীন ইন্ডিয়ান আদিবাসীদের একটা পরিত্যক্ত গ্রাম আছে। পাহাড়ের বেরিয়ে আসা তাকের নীচে বাড়ি-ঘর বানিয়েছিল সেই সব আদিবাসীরা।

জায়গাটা মনে রাখবার মতোই। ওখানে গেলে কেন যেন মনের মধ্যে অস্বস্তির বোধ জেগে ওঠে। মনে হয়, সুদূর অতীত থেকে মৃত্যুর দিকে ডাকছে অতৃপ্ত কোনও আত্মা।

ভাবনার মোড় ঘোরাল বেনন। যদি একবার রায়না বাকলেকে নিয়ে সরে পড়া যায়, তা হলে সত্যিকার বিপদ মাত্র শুরু হবে। টেক্সাস সীমান্ত থেকে অন্তত পাঁচশো মাইল পশ্চিমে আছে এখন ওরা। রায়না বাকলেকে নিয়ে পালাবার পর বিরূপ প্রকৃতির মধ্যে একদল হিংস্র হায়েনার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করতে হবে ওকে। সম্বলঃ দুটো সিক্সগান, একটা উইনচেস্টার রাইফেল। গুলি অবশ্য যথেষ্টই আছে।

বারকয়েক জেস পারভিসকে ঘৃণাভরা চোখে ওর দিকে তাকাতে দেখল বেনন। রব ম্যাসন, বিল স্নেয়ার ও হিড কারপল

Boighar

ওর প্রতি বিশেষ কোনও আগ্রহ দেখাচ্ছে না। তবে জন মর্ডাকের কথা আলাদা। চুপচাপ, অতিরিক্ত স্পর্শকাতর, সতর্ক ধরনের মানুষ সে, কখনও কোনও ঝুঁকি নেয় না। শোনা যায়, লক্ষ্য কখনও ব্যর্থ হয় না তার। অসম্ভব নিষ্ঠুর একটা লোক। যেসব খুন সে করেছে, তার মধ্যে কয়েকটা করেছে অতি সামান্য কারণে। অন্য কেউ হলে হয়তো হেসেই উড়িয়ে দিত হালকা বিরোধগুলো।

প্রত্যেকের ওজন বিচার করে দেখছে বেনন।

জেস পারভিস হয়তো শুরুতে গোলমালটা পাকাবে, কিন্তু শোডাউন হলে আসলে ওর মুখোমুখি হবে জন মর্ডাক ও টেক ট্যাক্সন। ওরাই হবে আসল প্রতিপক্ষ।

ছোট দলটা টিলার মাঝ দিয়ে বারবার বাঁক ঘুরে এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলেছে। বারবার পাইনের বনে ঢুকতে হচ্ছে তাদের, আবার কোথাও বা পাচ্ছে খানিকটা ফাঁকা জমি।

একটা অ্যান্টিলোপ দেখতে পেয়ে অন্যদের দেখাল টেক ট্যাক্সন। রাইফেলটা কাঁধে তুলে ফেলল সে। 'তাজা মাংস,' বলেই গুলি করল।

চমৎকার লক্ষ্যভেদ। দু'পায়ে লাফিয়ে উঠল সুন্দর প্রাণীটা, তারপর পড়ে গেল ধড়াস করে। হৃৎপিণ্ডে ঢুকেছে গুলি, মারা গেছে সঙ্গে সঙ্গে।

হঠাৎ কানের কাছে গুলির প্রচণ্ড আওয়াজে ভীষণ ভয় পেয়েছে বোধহয় রায়না বাকলের ঘোটকী। ছুঁড়ে দেয়া তীরের মতো ছুটতে শুরু করল ওটা প্রাণের ভয়ে। রায়না বাকলেও বোধহয় দিশে হারিয়ে ফেলেছে, রাশ টেনে ধরার বদলে জোরে ওটার পেট আঁকড়ে ধরল সে দু'পা দিয়ে। ফলে আরও দ্রুত ছুটল মেয়ারটা।

অন্যান্যরা প্রতিক্রিয়া দেখানোর আগেই স্পীডির ঘাড়ের পাশে আলতো চাপড় লাগাল বেনন। প্রশিক্ষিত ঘোড়ার বুঝতে দেরি

বইঘর.কম

হলো না প্রভু কী চায়। ঊর্ধ্বশ্বাসে রায়নার মেয়ারের পিছু নিল স্পীডি

মেয়ারটা ঘোড়া হিসেবে চমৎকার, কোনও সন্দেহ নেই, তবে স্পীডির মতো অতোটা দ্রুত ছুটবার সাধ্য নেই ওটার শীঘ্রি দূরত্ব কমে এলো দুটো ঘোড়ার মাঝে। স্পীডি রায়না বাকলের মেয়ারটার পাশে চলে আসতেই এক হাতে মেয়ারটার বিড্রল ধরে ফেলল বেনন। বুঝতে ওর দেরি হলো না, পালাবার একটা সুযোগ পাওয়া গেছে। বেশ খানিকটা এগিয়ে আছে ওরা টেক ট্যাক্সনের দলের চেয়ে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল বেনন, দেখল, জন মর্ডাক ও টেক ট্যাক্সন কাঁধে তুলে এদিকেই তাক করে রেখেছে তাদের রাইফেল।

'পালাবার উপায় নেই,' নিচু গলায় বলল বেনন। 'বিশ ফুট যাবার আগেই হরিণটা যেভাবে মেরেছে, সেভাবে ফেলে দেবে ওরা আমাদের।'

রাগী চোখে বেননকে দেখল রায়না বাকলে। একটু কড়া শোনাল তার প্রতিবাদী কণ্ঠ: 'এই সুযোগটার জন্যেই এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলাম আমি।'

'দশ কদমও এগোতে পারবে না,' ব্রিডলটা আরও শক্ত করে ধরল বেনন। 'ফিরে গিয়ে বলবে ঘোড়াটা সামলাতে পারোনি আগে যেরকম ব্যবহার করছিলে, ঠিক তেমন ব্যবহারই করবে আমার সঙ্গে আমি রেঞ্জার। তোমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে এসেছি।'

রায়না বাকলের চোখে আশার আলো জ্বলে উঠল, তার পরপরই মলিন একটা ভাব দেখা দিল চেহারায় পুরোনো আচরণে ফিরে গেছে। মন্দ অভিনয় করছে না

ব্রিডল ধরে রেখে অপেক্ষা করল বেনন অল্প কিছুক্ষণের

Boighar

মধ্যেই অন্যান্যরা চলে এলো ওদের পাশে।

'ওর কপাল ভাল, ঘোড়াটাকে তুমি থামাতে পেরেছ,' বলল টেক ট্যাক্সন, 'নইলে আছাড় খেয়ে মরত মেয়েটা।' তীক্ষ্ণ চোখে রায়না বাকলেকে দেখল সে। 'কেমন লাগত, যদি কেউ তোমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যেত? দারুণ হতো না? আমাদের মর্টন তা হলে হিরো হয়ে যেত, কি বলো?'

'সত্যিকারের কোনও ভাল পুরুষমানুষ কখনও তোমাদের মতো একদল নীচ চোর-গুণ্ডা-বদমাশের সঙ্গে ঘুরে বেড়াত না,' রাগী গলায় বলল রায়না।

নেতার দিকে তাকাল জেস পারভিস, কর্কশ গলায় বলল, 'আমি যদি তোমার জায়গায় থাকতাম, তা হলে এসব কথা বলার অপরাধে চড়িয়ে মেয়েলোকটার সাদা দাঁতগুলো ফেলে দিত

'কিন্তু দুঃখের কথা হচ্ছে, তুমি আসলে আমি না,' হালকা সুরে বলল টেক ট্যাক্সন 'মেয়েটার তেজ আমার কাছে তো দারুণ লাগছে।'

বেননের কালো চোখ দুটো কিছুই এড়াচ্ছে না। বিশালদেহী দস্যুনেতা মানুষের চরিত্রের পাকা বিচারক। আন্দাজ করল, লোকটা ওকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে। আরেকটা ব্যাপার ওর বিপক্ষে চলে যাচ্ছে, প্রতিটা মাইল পেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে টেক্সাস থেকে আরও দূরে সরে যেতে হচ্ছে ওকে।

এই এলাকা টেক ট্যাক্সনের পরিচিত, নিজস্ব রাজত্ব। এখানে 'অ-মানুষ' হয়েছে সে। এলাকার কোথায় কোন্ ঘাই-ঘাপলা আছে ভাল করে জানে, চেনে কোন্ জায়গার মানুষ কীরকম। টেক্সাস থেকে অনেক সরে এসেছে সে, এখন টেক্সাস রেঞ্জারদের ধাওয়া খাওয়ার ভয় নেই তার ভাল করেই জানে, আইনের লোক তার কবল থেকে মেয়েটাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবার জন্য আসবে না

*

রওনা হবার পর থেকে দুটো দিন পেরিয়ে যাওয়ায় মরণ-ফাঁদে পড়ে গেছে বলে মনে হলো বেননের। প্রতিটা মাইল ওকে নিয়ে যাচ্ছে দুর্গম টিলাটক্কর-পাহাড়ের অভ্যন্তরে, অপরিচিত এলাকায়। যে-কোনও সময় শোঁডাউনে যেতে হতে পারে। পাঁচজনের বিরুদ্ধে! একা। বেননের মনে আশঙ্কা জাগছে, টেক ট্যাক্সন ওর আর মেয়েটার মধ্যকার কথা শুনতে না পেলেও মুখ নাড়ানো বোধহয় দেখেছে।

তবে ট্যাক্সনের আচরণে বিরূপ কোনও ভাব প্রকাশ পায়নি। হাসি-খুশি একটা ভাবই বরং দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যার সময় স্যান ফ্র্যান্সিসকো চুড়ো থেকে তিরিশ মাইল দক্ষিণে ক্যাম্প করা হলো। রাতের খাওয়া শেষ হবার পর হঠাৎ বেননের দিকে তাকাল ট্যাক্সন। 'মর্টন, তুমি, জেস আর কারপল কাছের বসতিটায় যাচ্ছ। চোখ-কান খোলা রাখবে তোমরা, কারও কৌতূহল না জাগিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখবে সন্দেহজনক কোনও আগন্তুক এসেছে কি না ওখানে কয়েকদিনের মধ্যে। রসদও কিনতে হবে আমাদের জন্যে। ...আর ভাল কথা, এক জগ হুইস্কিও নিয়ে এসো আমার জন্যে। বিচারের রায় ঘোষণা করবার আগে পর্যন্ত এখানেই আপাতত থামছি আমরা।'

'বিচারের রায়?' অকৃত্রিম বিস্ময় ঝরল বেননের গলায়। 'কার বিচার? কীসের বিচার?'

ওর মনে হলো, অভিনয়টা যথেষ্ট ভাল হয়েছে। তবে টেক ট্যাক্সনের মতো চতুর লোককে ফাঁকি দেয়া গেছে এটা শতকরা একশো ভাগ নিশ্চিত হতে পারবে না কেউ।

'বলিনি তোমাকে?' ট্যাক্সনের গলাতেও বিস্ময়ের সুর ফুটল, মৃদু মৃদু হাসছে সে। 'মিস বাকলে আমাদের সঙ্গে ছুটি কাটাচ্ছে,

যতদিন না টেক্সাসে একটা বিচারের রায় দেয়া হয়। আমরা চাইছি রায়টা ন্যায্য হোক, তা হলে মিস বাকলে বাড়ি ফিরে যেতে পারবে।' হাসিটা মুছে গেল দস্যুনেতার ঠোঁট থেকে। 'এবার রওনা হয়ে যাও তোমরা। যা দরকার নিয়ে আসতে ভুলো না যেন। আমরা তোমাদের অপেক্ষায় থাকলাম।'

বেননের রোদে পোড়া চেহারা নির্বিকার থাকল। স্পীড়ির কাছে চলে গিয়ে স্যাডল পরাতে শুরু করল ও, চিন্তিত বোধ করছে। ও চলে যাওয়া মানে মেয়েটা এই নরপশুগুলোর মাঝে একা থাকবে অন্তত কয়েকটা ঘণ্টা।

অবশ্য তার মানে এই নয় যে, রায়না বাকলেকে ধর্ষণের চেষ্টা করবে কেউ। সে-ধরনের মতলব কারও থাকলে আরও আগেই মেয়েটার উপর হামলে পড়ত আগ্রহী বদমাশ। ওর ভয়টা অন্যখানে। টেক ট্যাক্সন হয়তো খেপিয়ে তুলবে মেয়েটাকে, তার মুখ থেকে ওর পরিচয় বের করবে কৌশলে। গত কয়েকদিনে লোকটা হয়তো আন্দাজ করে নিয়েছে ও কে। এমনও হতে পারে, সে-কারণেই ওকে পাঠানো হচ্ছে এখন, পথ থেকে চিরতরে সরিয়ে দেবার জন্য। জেস পারভিসকে ওর সঙ্গে পাঠানো হচ্ছে, এটা এমনি এমনি না-ও হতে পারে। তবে এটাও ঠিক, কোনও শহরে গিয়ে কারও সন্দেহ না জাগিয়ে নিরাপদে ফিরে আসবার তুলনায় জেস পারভিস অনেক বেশি রকমের মাথা-গরম লোক। হয়তো সে-কারণেই ট্যাক্সন চেয়েছে, ও জেস পারভিসের সঙ্গে থাকুক।

করবার কিছু নেই আপাতত ওর, চিন্তা করে দেখল বেনন। শুনতে পেল আগুনের ধারে বসে নিচু স্বরে কী যেন নির্দেশ দিচ্ছে ট্যাক্সন। তবে কারপল পাশে চলে আসায় দস্যুনেতা কী বলছে তা শুনবার ইচ্ছেটা গলা টিপে মারতে হলো ওকে।

অন্তর থেকে অনুভব করল ও, মুখোমুখি লড়াইয়ের সময় ক্রমেই কাছিয়ে আসছে। এখন ও নিশ্চিত, ওকে সন্দেহ করছে টেক ট্যাক্সন। এটা তো ঠিক যে, বেনন ট্যাক্সনের দলের কেউ নয়। সাধারণ এক আউট-ল ও, এমন এক লোক, যাকে আইন খুঁজছে বলে পালাচ্ছে সে। গায়ে পড়া ঝামেলাটা ঝেড়ে ফেলতে চাইতেই পারে টেক ট্যাক্সন।

শহরের দিকে রওনা হয়ে বেনন টের পেল, অস্বাভাবিক চুপচাপ হয়ে আছে ওর সঙ্গীরা। নীরবতাটা এমনই যে, এটা-ওটা বলেও কথাবার্তা চালু করতে পারল না ও। জেস পারভিস ওর সঙ্গে গল্প করবে, এটা আশা করেনি বেনন, কিন্তু কারপল সাধারণত বকবক করতে ভালবাসে। আজকে সে-ও মুখ বুজে আছে।

কারপল ওর পাশে ঘোড়া চালাচ্ছে, কিন্তু সর্বক্ষণ দু'হাত পিছিয়ে থাকছে জেস পারভিস। বেনন বুঝতে পারছে, তার দিক থেকে বিপদ এলে বাঁচবার সম্ভাবনা নেই। এটাও টের পাচ্ছে, টেক ট্যাক্সন ওকে সন্দেহ করে থাকুক বা না থাকুক, সিম রোনাল্ড ওরফে জেমস মর্টনকে নিজের দলের সঙ্গে আর চায় না সে।

শহরে ঢুকে ঘোড়ার গতি কমাল ওরা, থামল ফ্রন্টিয়ার হাউসের সামনে। ঘোড়া হিচরেইলে বেঁধে ভেতরে প্রবেশ করল তিনজন।

বারের এপারে ছয়-সাতজন লোক টুলে বসে মদ গিলছে। আরও দশ-বারোজন আছে কয়েক রকমের জুয়ার টেবিলে। কাউন্টারের সামনে থামল বেনন, কারপলের জন্য একটা ড্রিঙ্ক নিল। জেস পারভিস জুয়ার একটা টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে খেলা দেখতে শুরু করেছে।

দু'মিনিট পর জেস পারভিসের চড়া গলা শুনতে পেল বেনন।

Boighar

'অ্যাই, মর্টন, একটু এদিকে আসো দেখি!'

লোকটার কণ্ঠস্বরে জরুরি ভাবটা টের পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে তাকাল বেনন। তবে এগোল না ও। এগোলে সামনে পড়বে জেস পারভিস, কিন্তু পিছনে থাকবে কারপল। পরিস্থিতি যেরকম, তাতে এদের দু'জনের কার কাছ থেকে আগে আক্রমণ আসবে বলা যায় না। ঝুঁকি না নেয়াই ভাল। 'তুমি এদিকে এসো বরং,' গলা চড়াল ও। 'আমি ড্রিঙ্ক নিচ্ছি।'

পারভিস যে-টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে নিচু গলায় কী যেন বলা হলো। উঠে দাঁড়াল একটা লোক, জেস পারভিসের সঙ্গে দৃঢ় পায়ে এগোল বেননের দিকে। পারভিসের চোখের দৃষ্টি খেয়াল করল বেনন। বেননের তীক্ষ্ণ চোখ এড়াল না, চেহারা নির্বিকার রাখার চেষ্টা করলেও নীচ লোকটার চকচকে দৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছে লাখ টাকা জুয়ায় এইমাত্র জিতেছে সে।

তার পাশে যে আসছে, বয়সে সে পঁচিশের বেশি হবে না। কঠোর চেহারা। বেপরোয়া একটা ভাব আছে চাহনিতে। হাঁটবার সময় ইচ্ছে করেই দু'পাশে সামান্য দুলছে যুবক। বয়স আরও খানিকটা বাড়লে ওই দুলুনি বন্ধ হয়ে যাবে। কঠোর লোকদের সচেতন থেকে ভাবভঙ্গিতে বোঝাতে হয় না যে, তাদের সমঝে চলতে হবে–ওটা সবাই এমনিতেই বুঝে নেয়।

বেননের বারো ফুট সামনে থমকে দাঁড়াল দু'জন। যুবক নিচু গলায় বলল, 'আমার নাম জেমস মর্টন।'

বেননের মনে হলো বুকের খাঁচায় বাড়ি খেয়েছে ওর লাফ দেয়া হৃৎপিণ্ডটা। তবে এ-ধরনের কিছু ঘটতে পারে তা খানিকটা আঁচ করেছিল ও আগেই। নির্বিকার চেহারায় কোনও অনুভূতির ছাপ পড়ল না ওর। শান্ত গলায় বলল, 'শুনে খুশি হলাম। পরিচিত হয়ে ভাল লাগছে আরও।'

বইঘর.কম

জেমস মর্টন অস্বস্তিতে ভুগতে শুরু করেছে। হয়তো ভেবেছিল এরকম একটা ঘোষণা নকল জেমস মর্টনকে ভয়ানক চমকে বেসামাল করে দেবে।

বেননের আচরণে জেস পারভিসের চেহারায় বিস্ময়ের ছাপ পড়ল।

চোখ সরু করে বেননকে দেখল মর্টন। 'শুনলাম তুমি আমার নাম ব্যবহার করছ।'

'ঠিক শুনেছ, স্বাভাবিক গলায় বলল বেনন। 'নামটা ব্যবহারের জন্যে বেশ ভাল বলেই মনে হয়েছিল আমার। আমি চাইনি সঙ্গের ছেলেরা আমার আসল পরিচয় জানুক।'

'যে-সে আমার নাম ব্যবহার করবে সেটা আমি পছন্দ করি না,' দু' পা ফাঁক করে দাঁড়াল জেমস মর্টন। 'একদম পছন্দ করি না। কাজেই ব্যাপারটার একটা ইতি ঘটাতে হচ্ছে আমাকে।'

'আমার নাম বেনন, রক বেনন,' শীতল শোনাল দরাজ কণ্ঠটা।

জেস পারভিসের চেহারা দেখে মনে হলো মারাত্মক অসুস্থ বোধ করছে সে। ক্ষণিকের জন্য থমকে গেল জেমস মর্টন। নিজের নাম ফাটাতে পছন্দ করে সে। লোকে তাকে চালুহাত বলে সমঝে চলে, সেটা উপভোগ করে। কিন্তু তার মনে এতো জোর নেই যে, তার চেয়ে দ্রুত কারও মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ড্র করবে। গুলি করতে ভালবাসে সে, গুলি তার দিকে এলে সেটা পছন্দ করার কোনও কারণ নেই তার। অজান্তেই এক পা পিছাল জেমস মর্টন। এবার টের পেল লজ্জাজনক একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তার জন্য। এখন যদি সে পিছিয়ে যায়, তা হলে পশ্চিমে লোকমুখে ঘুরে ঘুরে সেই কাহিনি পৌঁছে যাবে লোকালয় থেকে লোকালয়ে, লোকে হাসবে তার কাপুরুষতার বিবরণ শুনে। তবুও দ্বিধা

Boighar

কাটিয়ে উঠতে পারল না সে। তারপর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, হাসুক লোকে, বেঁচে তো থাকবে সে!

'ড্র করো, পারভিস,' কঠোর শোনাল বেননের কণ্ঠ। 'তুমি তো শোডাউন চাইছিলে। আমি শুধু তোমার চাওয়াটা পূরণ করতে চাইছি।'

চোখের পলকে পারভিস ও মর্টনের পিছনের লোকগুলো সরে গেল নিরাপদ দূরত্বে। বুনো পশুর মতো একটা চিৎকার বেরিয়ে এলো জেস পারভিসের গলা চিরে, হাত নামাল সে সিক্সগানের দিকে। কিন্তু তার আগেই ড্র করেছে বেনন। বিদ্যুৎগতিতে ঝটকা খেল ওর ডানহাত। মাত্র একটা গুলির আওয়াজ হলো। অপেক্ষাকৃত দ্রুত গতির কারপলের বুকে গুলি করেছে বেনন। ওর খানিকটা বাঁ-পাশে দাঁড়ানো ছিল লোকটা।

বুকের মাঝখানে গুলি খেল কারপল, তখনও সে ড্র করছে। অস্ত্রটা বের করতে দু'সেকেন্ড দেরি হলো তার। প্রথম গুলির পর আধ সেকেন্ড পেরোবার আগেই আবারও তাকেই গুলি করল বেনন, এবার হৃৎপিণ্ডে। অস্ত্রটা বের করল কারপল, কিন্তু হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল তার, ধুপ করে কাঠের মেঝেতে পড়ল লাশটা। বেননের ঝড়ো গতির বাম-হাতি ড্র একই সঙ্গে লক্ষ্যভেদ করল, কণ্ঠায় গুলি খেয়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেল জেস পারভিস। তার গলা দিয়ে বেরিয়ে আসা আওয়াজটা শুনে মনে হলো এই মাত্র গরু জবাই করা হয়েছে।

জেমস মর্টনের চেহারাটা মড়ার মতো ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। অস্বাভাবিক দ্রুততায় দু'হাত মাথার উপর তুলল সে। জীবনে এই প্রথম সত্যিকার কোনও চালুহাতের মুখোমুখি হয়েছে সে। এবং লড়াই করার সমস্ত ইচ্ছে তিরোহিত হয়েছে তার অন্তর থেকে। আরেক পা পিছাল সে, চমকটা কাটিয়ে উঠতে পারেনি এখনও।

বইঘর.কম

চোখ সরছে না তার কারপলের মৃতদেহের উপর থেকে ওখানে তাজা রক্ত জমছে মেঝেতে। একবার তাকাল সে জেস পারভিসের দিকে। তড়পাতে তড়পাতে মারা যাচ্ছে লোকটা। আয়ু আছে আর বড়জোর আধমিনিট।

'গানবেল্ট খুলে মেঝেতে ফেলো, মর্টন,' নিষ্কম্প গলায় নির্দেশ দিল বেনন। 'তারপর ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে যাও শহর থেকে। তবে টেক্সাসে যেয়ো না। আমরা চাই না তুমি ওখানে যাও।'

বিনা আপত্তিতে গানবেল্ট খুলে মেঝেতে ফেলল জেমস মর্টন, তারপর প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল ফ্রন্টিয়ার হাউস থেকে।

ঘরের ভিতরে চোখ বুলাল বেনন, তারপর পড়ে থাকা লাশ দুটো দেখাল। 'এরা টেক্সাসের লোক। বুড়ো এক মানুষকে খুন করে একটা মেয়েকে জোর করে কিডন্যাপ করেছিল এরা। এখানে যা হলো, সেটা টেক্সাসের আইন অনুযায়ী ন্যায্যই হয়েছে। ...কারও কোনও আপত্তি?'

বার-কাউন্টারের উপর দু'হাত রেখেছে বারটেন্ডার, যাতে ওগুলো বেনন দেখতে পায়। লোকটা ঢোক গিলে বলল, 'তোমার ব্যাপার তুমি সামলেছ, এতে আমাদের কিছু বলার নেই, মিস্টার। অ্যারিযোনা সম্ভবত এদের ফাঁসিতে ঝোলানোর ঝামেলা থেকে বাঁচল।'

*

ক্যাম্পে ফিরে বেনন দেখল নিভে গেছে আগুনটা। আশপাশে কাউকে দেখতে পেল না। রাতটা এতো ঘুটঘুটে অন্ধকার যে কোনও ট্রেইল বা ট্র্যাক খুঁজে পাওয়া যাবে না। তা ছাড়া, এখন টেক ট্যাক্সন বা জন মর্ডাকের পিছু নেয়ায় ঝুঁকি অত্যন্ত বেশি, সতর্ক থাকবে লোকগুলো। পাইনের বনে ঢুকল বেনন, স্পীডিকে

Boighar

গ্রাউন্ড হিচ করে শুয়ে পড়ল বেডরোল বিছিয়ে। গভীর ঘুম ঘুমাল ও ভোরের সূর্য পুবাকাশে মাথাচাড়া দেবার আগে পর্যন্ত।

ওর ঘুম যখন ভাঙল, তখনও মৃদু বাতাসে শীতল একটা কনকনে ভাব রয়েছে। প্রথমেই বেননের চিন্তায় এলো: ওকে যখন চিরবিদায় জানানো হলো, তখনই টেক ট্যাক্সন-জন মর্ডাক জানত এখান থেকে কোথায় যাবে তারা। বোধহয় ঠিক করেছিল, ওকে মাতাল করে খুন করবে জেস পারভিস বা কারপল। আসল জেমস মর্টনের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াটা সম্ভবত কাকতালীয় ছিল। নিজেরা ঝুঁকি না নিয়ে ওকে পথ থেকে সরানোর চমৎকার একটা সুযোগ পেয়েছিল দুই খুনি।

এখন কথা হচ্ছে, কারপল-পারভিস যদি জেনেই থাকে এখান থেকে মেয়েটাকে নিয়ে কোথায় যাবে ট্যাক্সন, তা হলে সেই গোপন আস্তানা খুব বেশি দূরে হতে পারে না। আর, সেক্ষেত্রে এটাও ধরে নেয়া যায় যে, সেই আস্তানায় ট্যাক্সনের দলের আরও লোক হাজির আছে। সিদ্ধান্তে পৌঁছুল বেনন, যা করবার করতে হবে সময় নষ্ট না করেই।

রওনা দিয়ে ঘোড়ার ছাপগুলো অনুসরণ করা মোটেই কঠিন হলো না ওর জন্য। চিহ্ন গোপন করবার কোনও চেষ্টাই করা হয়নি ট্যাক্সন সম্ভবত নিজের আস্তানার এতো কাছে পৌঁছে গেছে যে, সতর্কতা বজায় রাখবার জন্য সামান্যতম চেষ্টা করেনি। কিন্তু তা নয় ট্র্যাক না লুকানোর কারণটা একটু পরেই বোঝা গেল পরিষ্কার। সামনে পাথরের বিস্তীর্ণ একটা প্রান্তর। সেখান থেকে শেষ হয়ে গেছে সমস্ত ট্র্যাক।

সাবধানে পরিস্থিতি বিবেচনা করল বেনন। নাল পরানো ঘোড়া পাথরের উপর দিয়ে গেলেও আঁচড়ের অতি সামান্য সাদা দাগ রেখে যায় সেই দাগ বেশ কয়েকদিন থাকে, অন্তত পরবর্তী

বৃষ্টির আগে মুছে যায় না সাধারণত। কিন্তু এখানে পাথরের উপর অসংখ্য ঘোড়ার চলাচলের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে।

আরেকটা ব্যাপার, গোপন আস্তানা থাকলে সেখানে নিশ্চয়ই তৃষ্ণা মেটাবার পানির ব্যবস্থা থাকতে হবে।

স্পীডির পিঠে চেপে উঁচু একটা পাহাড়ে উঠল বেনন। ঘোড়া যেখানে আর উঠতে পারবে না, সেখানে নেমে হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে পড়ল চুড়োয়। ওখানে বসে সতর্ক চোখে চারপাশ ভাল ভাবে দেখল।

নিশ্চয়ই কোনও ড্র, গুহা বা ক্যানিয়নে আছে ট্যাক্সনরা। অন্তত ওরকম কোথাও থাকতে চাইবে আউট-লরা। তা যদি না হয়, তা হলে এমন কোথাও থাকবে, যেখান থেকে কেউ আসছে কি না তা আগে থেকেই দেখা যায়। একটা পাথরে পিঠ ঠেকিয়ে বসে নীচের রুক্ষ প্রকৃতির বুকে আগের চেয়ে সাবধানে নজর বুলাল বেনন। তিনটা সম্ভাবনা এলো ওর মাথায়।

ওগুলো নিয়ে ভাবতে শুরু করে খানিক পর এক অশ্বারোহীকে দেখতে পেল ও। একটা বাকস্কিন পোনি চালিয়ে দ্রুত গতিতে শহরের দিক থেকে আসছে লোকটা।

চুড়ো থেকে নেমে এসে স্পীডির পিঠে উঠল বেনন, এমন একটা কোণ ধরে পাহাড় থেকে নামতে শুরু করল, যাতে দূরের ওই অশ্বারোহীর খানিকটা পিছনে পৌঁছুতে পারে ও। আপনমনে বিড়বিড় করে বলল, 'শতকরা নব্বুই ভাগ সম্ভাবনা, ওই লোক টেক ট্যাক্সনের কাছে খবর নিয়ে যাচ্ছে যে, তার চ্যালারা আমার হাতে মারা পড়েছে।'

একটা ড্রয়ের অপেক্ষাকৃত আড়ালে পৌঁছে স্পীডির গতি বাড়াল ও। বুঝতে পারছে, সামনের ওই গোল উঁচু পাথরের বাঁক যদি পার হতে পারে, তা হলে লোকটা ওকে কিছুতেই দেখতে

Boighar

পাবে না।

মাথা গলে দড়ির ফাঁসটা নেমে আসবার এক সেকেন্ড আগে বাতাসে দড়ির শিস কাটার আওয়াজটা শুনতে পেল বেনন। ফাঁসটা এড়াতে চেষ্টা করল ও। কিন্তু তখন অনেক বেশি দেরি হয়ে গেছে!

পাঁজর পর্যন্ত নেমে দু'হাত জড়িয়ে শক্ত হয়ে এঁটে বসল দড়ির ফাঁস। স্পীডিকে থামাতে চেষ্টা করল বেনন। তারপরও টান খেয়ে স্যাডল থেকে ধড়াস করে পড়ল ও শক্ত জমিনে। ওর মনে হলো, সারা শরীরের সবগুলো হাড় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে।

পিঠ থেকে প্রভুর পরিচিত ওজনটা এতো দ্রুত সরে যাওয়ায় থমকে দাঁড়াল স্পীডি, চরকির মতো পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে কী ঘটল দেখতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল কৌতূহলী চোখে। কান দুটো খাড়া হয়ে উঠল স্ট্যালিয়নের।

হ্যাঁচকা টানে ফাঁসটা ঢিলে করেই টান দিয়ে ছেড়ে দেয়া ধনুকের ছিলার মতো লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল বেনন, ওর হাত চলে গেল অস্ত্রের দিকে।

'দাঁড়াও! খবরদার!' জন মর্ডাকের কর্কশ গলার স্বরটা ওর পরিচিত। একটা শটগান হাতে তৈরি হয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে সে। 'ভুলেও অস্ত্রের দিকে হাত বাড়িয়ো না, রক বেনন। ট্যাক্সন তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।'

সিক্সগানের বাঁট দুটোর কাছ থেকে দু'হাত সরিয়ে নিল বেনন। চরম হতাশা চেপে জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে তা হলে চেনো?'

'ট্যাক্সন চিনেছে,' বেননের বুকে শটগান তাক করেই রাখল মর্ডাক। 'গানফাইটারদের ব্যাপারে ওর স্মৃতিশক্তি খুব ভাল। তোমাকে দেখার পর থেকেই তুমি কে সেটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে

বইঘর.কম

ও। তুমি জেমস মর্টন হতে পারো সেটা এক সেকেন্ডের জন্যেও বিশ্বাস করেনি ট্যাক্সন। কালকে রাতে ওর মনে পড়েছে আসলে তুমি কে। মন্ট্যানার বার্ষিক শুটিং প্রতিযোগিতায় তোমাকে সবগুলো পুরস্কার জিতে নিতে দেখেছিল ও।' সতর্ক পায়ে এগিয়ে এলো মর্ডাক, বেননের পিছনে চলে গিয়ে বের করে নিল সিক্সগান দুটো। এবার জিজ্ঞেস করল, 'জেস আর কারপল কই?'

ফ্রন্টিয়ান হাউসে দুই দস্যু কীভাবে মারা গেছে তা সংক্ষেপে বলল বেনন।

'হুঁ। আর জেমস মর্টন? তার কী হলো?'

কাঁধ ঝাঁকাল বেনন। 'ফাঁকা বুলি সর্বস্ব একটা কাপুরুষ ও, মারা পড়তে পারে বুঝে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে গেছে।'

দড়িটা দিয়ে শক্ত করে বেননের হাত পেঁচিয়ে বেঁধে ওকে ঘিরে এক পাক ঘুরল মর্ডাক। ভ্রূ কুঁচকে বেননকে দেখছে। 'তা হলে তুমি একাই জেস আর কারপলকে খতম করে দিয়েছ? মনে হচ্ছে সত্যিই অস্ত্রে হাতটা চালু তোমার! এটা বলতে পারছি না যে জেস মরায় আমি দুঃখ পেয়েছি। মাথা-গরম ঝামেলাবাজ একটা গাধা ছিল ও। তবে ও মরেছে সেটা বোধহয় ট্যাক্সনকে বলা উচিত হবে না আমার। তা হলে ও হয়তো চাইবে তোমার হাতে একটা অস্ত্র তুলে দিতে, যাতে সামনাসামনি লড়াইয়ে হাসতে হাসতে খতম করে দিতে পারে তোমাকে

'টেক ট্যাক্সন এতো ঝুঁকি নেবে?' পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝে ঘামতে শুরু করেছে বেনন, কিন্তু জিজ্ঞেস করল হালকা সুরে।

আরও কুঁচকে গেল জন মর্ডাকের ভ্রূ। চোখ গরম করে দেখল বেননকে। বোঝা গেল নেতার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলায় আঁতে ঘা লেগেছে অনুগত স্যাঙাতের। 'ট্যাক্সনকে তুমি যা-তা গানম্যান মনে করেছ, বেনন? ওকে ছোট করে দেখাটা ছিল অনেকের

Boighar

জীবনের শেষ ভুল। আমি তো বলব হার্ডিন বা ওর মতো গানম্যানদের চেয়ে ট্যাক্সনের হাত অনেক বেশি চালু।'

পাহাড়ের সরু একটা ফাটলের মধ্য দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে বেননকে নিয়ে চলল সে, দড়ি ধরে স্পীডিকে টেনে নিয়ে আসছে।

ফাটলটা শেষ হয়েছে পাহাড়ি একটা ছোট, লম্বাটে, পাহাড়-ঘেরা উপত্যকায়। দু'পাশে জন্মেছে ঘন সবুজ জঙ্গল। উপত্যকার শেষমাথায় পাহাড়ের পায়ের কাছে একটা কেবিন, করাল ও বার্ন দেখল বেনন।

উঠানের পাথুরে জমিনে বুটের গটগট শব্দ শুনে কেবিনের দরজায় এসে দাঁড়াল টেক ট্যাক্সন। তার পাশে ঘুম-ঘুম চোখের এক লোকও আছে। পরনে তার গরুর চামড়ার তৈরি ভেস্ট। ট্যাক্সন মুখ বাঁকা করে হাসল তার বিশ্বস্ত স্যাঙাতের দিকে তাকিয়ে। 'তা হলে ওকে ধরেছ দেখছি! কারপল আর জেসের কী হলো?'

দু'চার কথায় শহরে কী ঘটেছে জানাল মর্ডাক। সর্বক্ষণ একদৃষ্টিতে বেননকে দেখল টেক ট্যাক্সন। ডানহাতের কথা শুনে বলল, 'মনে হচ্ছে ওকে তোমার মেরে ফেলাই উচিত ছিল। তবে ওর সঙ্গে কথা আছে আমার। ওকে কেবিনের ভেতরে নিয়ে এসো।'

হাত পিছমোড়া অবস্থায় বেননকে দরজা দিয়ে ঢুকতে দেখে চোখ দুটো বিস্ফারিত হলো রায়না বাকলের। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসল। তবে কোনও কথা বলল না মেয়েটা।

তার দিকে তাকাল টেক ট্যাক্সন। 'শান্ত হয়ে বসে থাকো, মিস। এই রেঞ্জার হিরো হতে চেয়েছিল, কিন্তু তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে বেচারা সব।' ভেস্টওয়ালার দিকে তাকাল সে। 'তুমি কী

বইঘর.কম

বলো, নেজলিন?'

গরুর চামড়ার ভেস্ট পরা লোকটা বলে উঠল, 'খতম করে দাও ওকে। ওকে খাইয়ে খাবার নষ্ট করার কোনও মানে হয় না।'

'রেঞ্জারদের খুন করাটা বুদ্ধিমানের কাজ না,' মৃদু হাসল ট্যাক্সন। 'অন্য রেঞ্জাররা ব্যাপারটা সহজ ভাবে নেয় না। সারাজীবন ধাওয়া করতে হলেও খুনির পিছু ছাড়ে না ওরা।' তার হাতের ইশারায় একটা চেয়ারে বেননকে বসিয়ে দিল জন মর্ডাক। ওর গানবেল্ট-হোলস্টার রাখল ট্যাক্সনের পাশের ছোট টেবিলের ওপর।

'এদিকে কোনও রেঞ্জার নেই,' আপত্তির সুরে বলল চামড়ার ভেস্ট।

'ঠিক জানো তো তুমি?' তাকে জিজ্ঞেস করল বেনন শান্ত স্বরে। তবে ওর বলবার ভঙ্গিতে টিটকারির ভাবটা চাপা থাকল না।

'বলতে চাইছ তুমি একা আসোনি?' তীক্ষ্ণ চোখে বেননের দিকে তাকাল টেক ট্যাক্সন।

'নিজেই জবাবটা ভেবে নাও, জবাবটা তো সোজা,' নির্বিকার চেহারায় বলল বেনন। 'তুমি যদি টেক্সাসের নামকরা কোনও জাজ হতে, আর তোমার ভাতিজীকে কিডন্যাপ করা হতো, তা হলে কি তাকে উদ্ধার করতে মাত্র একজন রেঞ্জারকে পাঠানো হতো?'

ভেস্ট পরা লোকটা বেরিয়ে গেল কেবিন থেকে।

জন মর্ডাক জিজ্ঞেস করল, 'আরও রেঞ্জার থাকলে তারা তোমার সঙ্গে আসেনি কেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল বেনন। 'সোজা ব্যাপার। আমি এখানে আগে পৌঁছেছি। তোমাদের ট্র্যাক করতে কোনও অসুবিধেই হয়নি

Boighar

আমার। ফ্ল্যাগস্টোনের ওই গানফাইট অন্য রেঞ্জারদেরও মধুলোভী মৌমাছির মতো টেনে আনবে শীঘ্রি। ছড়িয়ে পড়ে খুঁজতে শুরু করবে ওরা। ওদের সাহায্য করবে স্থানীয় ল-ম্যানরা।' ট্যাক্সনের চোখে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকাল ও। 'বোকার মতো কাজ করেছ তুমি, ট্যাক্সন। জাজ বাকলের ব্যাপারে আরেকটু ভাল ভাবে খোঁজ নেয়া দরকার ছিল তোমার। তুমি যদি তাঁর গোটা পরিবারকেও জিম্মি করতে, তারপরেও দোষীর প্রাপ্য শাস্তি দেয়া থেকে তাঁকে বিরত করতে পারতে না। তোমার পুরোটা সময়, সমস্ত কষ্ট পানিতে গেল।' দম নিতে থামল বেনন, তারপর গড়গড় করে বলে চলল, 'আরেকটা ব্যাপার। রায়না বাকলেকে কিডন্যাপ করে সবাইকে চটিয়ে দিয়েছ তুমি। যারা তোমার ভাইয়ের প্রতি খানিকটা সহানুভূতি দেখাত, তারাও এখন বিনা দ্বিধায় ওর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। আমি আর কী বলব, তোমার নিজেরই তো ভালমত জানার কথা, পশ্চিমে এমন আউট-ল খুঁজে পাওয়া কঠিন, যে-লোক কোনও ভাল মেয়ের ব্যাপারে নিজেকে জড়াবে। মেয়েদের গায়ে হাত তুললে তার পরিণতি কী হয় সেটা সবাই ভাল করেই জানে। কিন্তু তুমি ভুল করে বসলে। সবাই এখন হন্যে হয়ে খুঁজবে তোমাকে। কোথাও পালিয়ে বাঁচতে পারবে না তুমি। এমনকী, তুমি কে তা প্রকাশ হয়ে পড়লে আউট-লদের কোনও নিরাপদ আস্তানাতেও এখন আর ঠাঁই হবে না তোমার।'

'চোপ!' চিৎকার করে উঠল ক্রোধান্ধ টেক ট্যাক্সন, রাগে থরথর করে কাঁপছে সে। স্পষ্ট বুঝতে পারছে, রক বেনন মিথ্যে বলছে না। 'একদম চোপ!'

মনে মনে খুশি হলো বেনন। ওর সযত্নে নির্বাচিত কথাগুলো টেক ট্যাক্সনকে একটা ব্যাপারে বোকা বানিয়ে দিয়েছে। লোকটা

বইঘর.কম

এখন বিশ্বাস করছে ও একা আসেনি, একদল রেঞ্জার ধেয়ে আসছে তাকে ধরে ফাঁসিতে ঝোলাতে।

'টেক,' নরম গলায় বলল বেনন, 'এক কাজ করলে এখনও সব কূল রক্ষা হয়। আমাদের ছেড়ে দিতে পারো তুমি, চলে যাবার জন্যে ঘোড়া দিতে পারো। বুঝতেই তো পারছ, তুমি এমন একটা খেলায় নিজেকে জড়িয়েছ, যে-খেলায় কখনোই জিততে পারবে না। তার চেয়ে পাকা জুয়াড়ীর মতো কম ক্ষতিতেই সন্তুষ্ট হও, নিশ্চিত হার জেনেও লোভ করে বাজির অঙ্ক বাড়াবার বদলে শো দিয়ে দাও। হয়তো অল্পতেই রক্ষা পাবে।'

লালচে চোখে বেননকে দেখল টেক ট্যাক্সন। ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, 'আমাকে তুমি পাগল পেয়েছ?'

'পাগল না হলে ভেবে দেখো একবার আমার কথাগুলো,' প্রসঙ্গ থেকে সরল না বেনন। 'কারসাজি করা তাসের পেটিতে বড় অঙ্কের বাজি ধরে লাভটা কী, কারসাজিটা যখন তোমার করা না?'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে টেক ট্যাক্সনের দিকে তাকাল জন মর্ডাক। জবাব দিল না ট্যাক্সন। দ্রুত ভাবতে চেষ্টা করছে সে।

চেয়ারে বসেই ঘরের চারদিকে চোখ বুলাল বেনন। উত্তরের দেয়ালটা জুড়ে আছে বিরাট একটা ফায়ারপ্লেস। ওটার দু'পাশে ঠাঁই পেয়েছে দুটো কাবার্ড। পুব-পশ্চিম, দুই দেয়ালে আছে শোয়ার জন্য বাঙ্কের ব্যবস্থা। মেঝেতে নাভাহো কার্পেট শোভা পাচ্ছে। বাঙ্কগুলোর উপর নাভাহো কম্বল বিছানো দরজার পাশে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে একটা রাইফেল। আরেকটা ঝুলছে ফায়ারপ্লেসের উপরের দেয়ালে।

ফায়ারপ্লেসের কাছে ওর থেকে খানিকটা দূরে একটা বাঙ্কে বসে আছে রায়না বাকলে। মেয়েটার উল্টোদিকের একটা বাঙ্কে হেলান দিয়ে বসেছে জন মর্ডাক। ট্যাক্সন একটা চেয়ার টেনে এমন

জায়গায় বসেছে, যেখান থেকে কেবিনের দরজাটা দেখতে পাবে সে–বিরাটাকৃতির একজন মানুষ, দুশ্চিন্তা যাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। ফাঁকা দৃষ্টিতে দূরে তাকিয়ে আছে সে, তবে কিছু দেখছে বলে মনে হলো না বেননের। লোকটার পাশের ছোট টেবিলটার উপর ওর হোলস্টার, সিক্সগান ও গানবেল্ট রাখা।

শহর থেকে আসা বার্তাবাহক বাইরে কোথাও আছে বিল স্লেয়ার ও নেজলিন নামের সেই ভেস্টওয়ালার সঙ্গে।

বাঙ্ক ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জন মর্ডাক, নীরবতা ভেঙে বলল, 'ফেরার সময় ওই ক্রিকের কাছে একটা হরিণ দেখেছি। কয়েকদিন ধরে ভেনিসন খেতে ইচ্ছে করছে। যাই, অন্ধকার নামার আগেই একবার চেষ্টা করে দেখি ওটাকে মেরে আনতে পারি কি না।'

এ-কথারও কোনও জবাব দিল না টেক ট্যাক্সন। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েছে দস্যু-সর্দার। তার এটা ভাবতে ভাল লাগবার কোনও কারণ নেই যে, আরও রেঞ্জার আসছে। এটাও সে বুঝতে পারছে যে, ভদ্র কোনও মেয়ের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে আসলেই ভুল করেছে সে। আউট-লরাও ভাল মেয়েদের ঘাঁটায় না ভুলেও। রায়না বাকলেকে কিডন্যাপ করে অলিখিত, কিন্তু অলঙ্ঘ্য একটা নিয়ম ভেঙে বসেছে সে। আসলে সেই সময়ে মিডকে বাঁচানোর চিন্তা ছাড়া আর কিছু মাথায় ছিল না তার।

বেননের চোখে চোখ পড়ল রায়না বাকলের। আগুন খোঁচানোর লোহার শিকটা আনমনে নাড়াচাড়া করছিল মেয়েটা। ওটার লাল টকটকে উত্তপ্ত চোখা মাথাটা বেননকে কী মনে করে যেন দেখাল। মেয়েটা কী ভাবছে বুঝতে পারল না বেনন।

স্কার্টের পকেট থেকে রুমালটা বের করে আগুনের ভিতর

বইঘর.কম

ফেলে দিল তরুণী। পোড়া কাপড়ের গন্ধ পেয়ে বিরক্ত হয়ে ফায়ারপ্লেসের দিকে ফিরে তাকাল ট্যাক্সন।

'আমার রুমাল,' মৃদু গলায় বলল রায়না। 'নোংরা হয়ে গিয়েছিল। পরেরবার তোমার লোকরা শহরে গেলে বলে দিয়ো আমার জন্যে যাতে ভাল দেখে কয়েকটা রুমাল কিনে নিয়ে আসে।'

দীর্ঘশ্বাস চাপল টেক ট্যাক্সন, কড়া গলায় বলল, 'মিস, তুমি কি ভাবছ এসব করা আমাদের কর্তব্য? তোমার শখ-আহ্লাদের দিকে খেয়াল রাখতে হবে আমাদের সর্বক্ষণ?'

'আমার দেখভালের ব্যাপারটা তুমিই নিজের ঘাড়ে টেনে এনেছ,' উত্তপ্ত স্বরে বলল রায়না।

রাগী চোখে মেয়েটাকে খানিক দেখল ডাকাত-সর্দার, তারপর আবার দরজা দিয়ে বাইরে তাকাল।

বুকের খাঁচায় ধকধক করছে বেননের হৃৎপিণ্ড। চতুর পরিকল্পনা করেছে রায়না বাকলে। এখন তার পরিকল্পনা বুঝতে পারছে ও। ঘরে কাপড় পুড়বার গন্ধ থাকলে এমনও হতে পারে যে, দড়ি পুড়বার গন্ধটা আলাদা করে চিনতে পারবে না টেক ট্যাক্সন। শিকটা তুলে নিল রায়না, খানিকটা বাড়িয়ে ধরে ওটার তপ্ত ডগা দিয়ে বেননের হাত বেঁধে রাখা দড়ি পোড়াতে শুরু করল।

পোড়া কাপড়ের গন্ধের সঙ্গে পোড়া দড়ির গন্ধও যোগ দিল। তবে গভীর চিন্তায় ডুবে আছে টেক ট্যাক্সন, ব্যাপারটা এখনও খেয়াল করেনি সে। দড়ি ছেঁড়ার জন্য, দু'হাত দু'দিকে ছড়াতে চেষ্টা করল বেনন ব্যস্ত হয়ে।

হঠাৎ নড়েচড়ে বসে রায়নার দিকে তাকাল ট্যাক্সন। কিন্তু তার আগেই শিকটা ফায়ারপ্লেসের কাছে সরিয়ে নিয়ে যেতে

Boighar

পেরেছে রায়না। 'লণ্ঠন জ্বালো,' নির্দেশের সুরে মেয়েটাকে বলল ট্যাক্সন। 'ঘরের ভেতরটা আঁধার হয়ে আসছে।'

উঠে দাঁড়িয়ে মাত্র লণ্ঠন জ্বেলেছে রায়না বাকলে, এমন সময় দরজায় এসে দাঁড়াল বিল স্নেয়ার। নাক কুঁচকে এদিক-ওদিক তাকাল সে, সন্দেহের সুরে বলল, 'দড়ি পোড়ার গন্ধ পাচ্ছি মনে হয়! কী হচ্ছে এখানে?'

'দড়ি পোড়ার গন্ধ?' হঠাৎ যেন সচেতন হয়ে উঠল টেক ট্যাক্সন। 'দড়ি?'

ঠিক সেই মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়িয়েই হাতের জ্বলন্ত লণ্ঠনটা বিল স্নেয়ারকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল রায়না। মুখ বাঁচাতে একহাতে ঝটকা মারল স্নেয়ার। তার হাতে লেগে ফেটে গেল লণ্ঠনটার কাঁচ। তেল পড়ল স্নেয়ারের সারাশরীরে, পরক্ষণে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল তার পরনের কাপড়ে। হাউমাউ করে উঠে পিছু হটল লোকটা, লাফ দিয়ে পড়ল উঠানে, গড়াগড়ি করে আগুন নেভাতে চেষ্টা করল।

লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল বেনন, দড়ি কতোটা পুড়েছে জানে না ও, তবে কিছু যদি করতে হয়, তা হলে এখনই তার উপযুক্ত সময়। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে দড়ির বাঁধন ছিঁড়তে চেষ্টা করল ও। টেক ট্যাক্সনও ওর দিকে ফিরল, ওর হাত বেঁধে রাখা দড়িও ছিঁড়ে গেল পট করে।

জোর এক লাথিতে চেয়ারটা ট্যাক্সনের দিকে ঠেলল বেনন। চেয়ারটা লাগল দস্যু-সর্দারের হাঁটুতে। তাল হারিয়ে দড়াম করে পড়ে গেল সে মেঝেতে। দরজার পাশে রাখা রাইফেলটা হাতে পাবার জন্য দ্রুত এগোতে চেষ্টা করল বেনন, কিন্তু ওর এক পায়ের গোড়ালি শক্ত করে আঁকড়ে ধরল ট্যাক্সন। ভারসাম্য রাখতে না পেরে একটা বাঙ্কের ওপর কাত হয়ে পড়ল বেনন।

বইঘর.কম

ওকে লক্ষ্য করে মেঝে থেকেই ঝাঁপ দিল ট্যাক্সন। তলায় পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে গড়িয়ে সরে যেতে পারল বেনন, দ্রুত উঠে দাঁড়াল।

দেহের গড়নটা ভারী হলেও টেক ট্যাক্সনও অত্যন্ত দ্রুত। উঠে দাঁড়ানোর ফাঁকে হাত ঘুরিয়ে ডানহাতি একটা ঘুসি বসিয়ে দিল সে বেননের চোয়ালে। পিছিয়ে কাবার্ডের গায়ে গিয়ে ধাক্কা খেল বেনন। এবার ওর দিকে ধেয়ে গেল ট্যাক্সন। এবং ভুল করল। নির্দিষ্ট একটা মুহূর্ত অপেক্ষা করল বেনন, তারপর পা তুলে লোকটার পেটে বসিয়ে দিল প্রচণ্ড একটা লাথি। কাতরে উঠে কেবিনের কোনায় গিয়ে পড়ল আউট-ল।

দু'জন একই সঙ্গে উঠে দাঁড়াল ওরা, সময় নষ্ট না করে ট্যাক্সনের পেটের মাঝখানে দু'হাতে দুটো ঘুসি মারল বেনন, তারপর প্রায় কোনও বিরতি না দিয়েই এবার ডানহাতে একটা হুক করল কানের উপর।

বাইরে চিৎকার করছে কে যেন। দরজার পাশ থেকে রাইফেলটা তুলে নিল রায়না, কাকে যেন তাক করেই গুলি করে দিল। গুলিটা লক্ষ্যে লেগেছে। আহত লোকটা একইসঙ্গে ব্যথা এবং বিস্ময় মেশানো বিকট একটা আর্তনাদ ছাড়ল। দশ সেকেন্ড পেরোবার আগেই আবার গুলি করল রায়না। এবার কোনও চিৎকার শোনা গেল না।

এদিকে দু'হাতের একের পর পর ঘুসিতে টেক ট্যাক্সনকে পিছিয়ে যেতে বাধ্য করছে বেনন। হঠাৎ চিবুকে পিছলে যাওয়া একটা ঘুসির আঘাতে টলমল করে উঠল ও। অবশ্য ওর বামহাতি ঘুসি ট্যাক্সনের ডান চোখের নীচে বেশ খানিকটা মাংস ফাটিয়ে দিল।

বুনো মোষের মতো গর্জন ছেড়ে ধেয়ে এলো ক্রোধান্ধ

ট্যাক্সন। আবার চেয়ারটা ট্যাক্সনের আসবার পথে ঠেলে দিল বেনন। ওটাতে পা বেধে হুড়মুড় করে মেঝেতে পড়ে গেল ডাকাত-সর্দার। তবে দমে যাবার পাত্র নয় সে, পড়েই আবার উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল। বেননের হাঁটুর গুঁতোয় নাকের হাড় ভেঙে বসে গেল তার। আরেকবার আছাড় খেল টেক ট্যাক্সন, এবার নড়ল না। অজ্ঞান।

ঝটপট উরুর উপরে গানবেল্ট জড়াল বেনন, দ্রুত হাতে বাকলস লাগিয়ে নিল, তারপর এক লাফে চলে গেল দরজার পাশে, নিচু স্বরে রায়নাকে জিজ্ঞেস করল, 'ওরা কোথায়?'

'বিল স্লেয়ার বার্নে, ভালরকমের পোড়া পুড়েছে ও,' জবাব দিল রায়না। 'নেজলিন রাইফেল হাতে বাইরে কোথাও আছে। রব ম্যাসনকে হয় আমি আহত করতে পেরেছি, নইলে ভয় পেয়ে দূরে সরে আছে। তবে জন মর্ডাক ফিরে এসেছিল, আমার গুলিতে ওর মাথাটা চুরমার হয়ে গেছে।'

বাইরে বেশ অন্ধকার নেমেছে, স্পষ্ট দেখা যায় না রায়না বাকলের চেহারা, তারপরও মেয়েটাকে ভালমত দেখতে অবাক চোখে তাকাল বিস্মিত বেনন, পরক্ষণেই দুঃসাহসী মেয়েটার হাত ধরে দ্রুত বের হলো দরজার একপাশ দিয়ে।

ছুটে বাড়ির কোনা ঘুরল দু'জন। আর মাত্র কয়েক ফুট দূরে করাল। ওখানে ঘোড়া আছে। 'তুমি ছুটে করালে ঢুকে পড়বে,' ফিসফিস করে বলল বেনন, 'আমি তোমাকে কাভার দিচ্ছি।'

পোল করালের দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল মেয়েটা। তাকে বার্নের জানালা কিংবা দরজা থেকে গুলি করা যাবে না এখন। তারপরেও বার্নের জানালা ও দরজা দিয়ে দুটো গুলি ভিতরে পাঠিয়ে দিল বেনন। চটপট খালি চেম্বারে আবার গুলি ভরে নেবার ফাঁকে শুনতে পেল, কেবিনের ভিতর টেক ট্যাক্সন নড়াচড়া শুরু করেছে।

বইঘর.কম

আর দেরি করলে পিঠে গুলি খেতে হতে পারে, কাজেই নিজেও এবার করালের দিকে ছুট দিল ও।

স্পীডি রওনা দেবার জন্য তৈরি হয়েই আছে। দ্রুত হাতে ওর পিঠে স্যাডল চাপাল বেনন, মেয়ারটার পিঠে রায়নাকে স্যাডল চাপাতে সাহায্য করল। বার্ন থেকে গুলি করল কে যেন, কিন্তু সেই গুলি ওদের ধারেকাছেও এলো না। হোঁচট খেয়ে আবার মেঝেতে আছড়ে পড়েছে টেক ট্যাক্সন, সেই জোরাল আওয়াজ শুনতে পেল ওরা।

গালাগাল দিচ্ছে লোকটা হেঁড়ে গলায়। তার মানে ভালই আছে, হাতে সময় পাবে না ওরা বেশিক্ষণ।

মহা ব্যস্ততায় কেটে গেল সাতটা মিনিট। করালের পিছনের দরজা দিয়ে ঘোড়া নিয়ে বের হওয়ার সময় ওরা দেখল, ভেস্ট পরা লোকটা কেবিনের দিকে ছুট দিয়েছে তীরবেগে। তাকে চার-পাঁচ পা এগোতে দিল বেনন, যাতে ফাঁকায় পায়, তারপর গুলি করে ফেলে দিল। বোঝা গেল না লোকটা মারা গেছে কি না।

'আমাদের ঘুরে এগোতে হবে,' স্যাডলে উঠে ফিসফিস করল রায়না।

'না, সোজা পাহাড়ের ওপর থেকে নেমে উপত্যকার উল্টোদিকে বেরিয়ে যাব আমরা,' আপত্তি করল বেনন।

ঘনঘন মাথা নাড়ল মেয়েটা। 'মর্ডাককে আমি বলতে শুনেছি, কাজটা অসম্ভব। চেষ্টা করলে মরতে হবে!'

'ওরা ভাবে কাজটা সম্ভব না,' রায়নার ঘোড়ার রাশ ধরে বনের ভিতর ঢুকে পড়ল বেনন। সেই পাহাড়ের উপর বসে চারপাশ দেখার সময়ে ওর বারবার মনে হয়েছে, এই এলাকার কী যেন ওর পরিচিত ঠেকছে। তখন বুঝতে পারেনি, কারণ তখন ও এদিক থেকে জায়গাটা দেখবার সুযোগ পায়নি। এগোনোর গতি

Boighar

বাড়াল ও।

এবড়োখেবড়ো পাথরখণ্ডের মাঝ দিয়ে পথ করে নিয়ে পাহাড়ের কাঁধে একটা তাকের উপর উঠে এলো ওরা, চলে এলো তাকের শেষ মাথায়। এখান থেকে সরু একটা কার্নিশ নেমে গেছে নীচে। পাশেই মুখ ব্যাদান করে আছে নিকষ কালো অন্তহীন খাদ।

'ঘোড়াটাকে নিজের মতো এগোতে দিয়ে পায়ে হেঁটে সাবধানে নামতে হবে তোমাকে,' মেয়েটাকে বলল বেনন। 'আমি সামনে সামনে যাচ্ছি। একবার নীচে নেমে যাওয়া কার্নিশে পা রাখলেই বোধহয় স্পীডির মনে পড়বে কোথায় কী আছে। চার বছর আগে এখানে এসেছিলাম আমরা।'

'স্পীডি কে?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল রায়না।

'আমার ঘোড়া।' স্ট্যালিয়নটাকে সামনে বাড়াল বেনন। ওটার পিছনে সাবধানে নামছে ও সরু, ঢালু কার্নিশ বেয়ে। বারকয়েক নাক ঝেড়ে আপত্তি জানাল স্পীডি, তারপর সত্যিকারের সাহসী ঘোড়ার মতো মনিবের আগে আগে এগোল। একপাশের পাহাড়ি পাথুরে দেয়ালে এক হাতে রেখে বেননকে অনুসরণ করল রায়না।

ওরা আন্দাজ অর্ধেকটা পথ নেমেছে, এমন সময় উপর থেকে একটা গলা শুনতে পেল। হোঁচট খেয়েছে কে যেন। গাল দেবার ফাঁকে বলল, 'গেল কই ওরা?'

'ধরা ওদের পড়তেই হবে,' চাপা গলায় জবাব দিল টেক ট্যাক্সন

*

দুটো দিন নিয়মিত বিশ্রাম নিয়ে পুবে এগোল বেনন ও রায়না। সর্বক্ষণ পিছনের ট্রেইলে নজর রাখল সতর্ক বেনন। ট্র্যাক গোপন করতে সব রকম কৌশলই করল ও। জানে, মার খেয়ে মার হজম

করবার মতো মানুষ নয় টেক ট্যাক্সন।

সপ্তম রাতে পেকোসের কাছে ক্যাম্প করল ওরা। সে-রাতেই বিপদটা এলো। সন্ধ্যা নেমেছে খানিক আগে। আগুন জ্বেলেছে দু'জন। রান্নার কাজটা নিজে থেকেই নিয়েছে রায়না বাকের বেনন ব্যস্ত মেয়েটার রাতে থাকবার মতো একটা আশ্রয় বানানোর কাজে। আশ্রয় বলতে কয়েকটা লাঠি মাটিতে পুঁতে দাঁড় করিয়ে ওগুলো থেকে ঝুলিয়ে দেয়া একটা তারপুলিন।

আকাশ চিরে দিয়ে বিদ্যুৎশিখা ঝলসে উঠল হঠাৎই। উপর দিকে একবার তাকাল বেনন, তারপর রায়নাকে বলল, 'ভেতরে ঢুকে পড়ো।'

'বাইরে দাঁড়িয়ে দেখুক বরং কী হয়,' অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এলো নাকে ব্যান্ডেজওয়ালা টেক ট্যাক্সন।

অনেক যত্নে বানানো তারপুলিনের আস্তানা থেকে খানিকটা সরে দাঁড়াল বেনন। বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। ফোঁটাগুলো ক্রমেই আরও বড় হচ্ছে, সেই সঙ্গে বাড়ছে বৃষ্টির বেগ। ভালমত দেখা যাচ্ছে না টেক ট্যাক্সনকে।

'অনেকদূর চলে এসেছ তুমি, ট্যাক্সন,' ক্লান্ত শোনাল বেননের কণ্ঠ। 'ভাল করবে, যদি যা হয়েছে সব ভুলে ফিরে যাও। রায়নাকে আমি নিয়ে এসেছি, ওকে আমি নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দেব। মিড ট্যাক্সনের শাস্তি হবেই, তুমি যা-ই করো না কেন।'

'আমি তোমাকে খুন করব,' একরোখার মতো জেদী স্বরে বলল টেক ট্যাক্সন, 'ঠিক পরেরবার বাজ ডাকার সঙ্গে সঙ্গে।'

তার কথা শেষ হতে না হতেই ঝিলিক দিল বিজলি। পরক্ষণেই গুড়গুড় গুরুগম্ভীর আওয়াজ ছাড়ল মেঘ।

দু'জনই ড্র করতে চেষ্টা করল ওরা। কে আগে ড্র করল বলতে পারবে না বেনন, ওর মনে হলো, সব যেন স্বপ্নের ঘোরে

হচ্ছে। টেক ট্যাক্সনকে ওর দিকে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে আসতে দেখল ও।

একের পর এক গুলি করে ডান হাতের সিক্সগান খালি করে ফেলল বেনন। বামদিকের সিক্সগানটা থেকে কখন গুলি করতে শুরু করেছে, বলতে পারবে না নিজেও।

আবার চমকে উঠল নীলচে-সাদা বিদ্যুৎশিখা। টেক ট্যাক্সন এখন আর বড়জোর ওর পনেরো ফুট দূরে। এখনও হেঁটে আসছে লোকটা। শেষ গুলিটা করল বেনন ওর অস্ত্র থেকে। এবার রিলোড করতে হবে ওকে, কিন্তু সেই সময় পাওয়া যাবে না কখনও।

কিন্তু আস্তে করে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল কেন টেক ট্যাক্সন? অতি ধীরে উপুড় হয়ে সবুজ ঘাসে মুখ গুঁজল আউট-ল।

অবাক হয়ে খানিকক্ষণ পড়ে থাকা দেহটার দিকে তাকিয়ে থাকল বেনন, তারপর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। এবার বুঝতে পারল ডাকাত-সর্দার বুকে সাতটা গুলি খাওয়ার পরও হেঁটে আসছিল। নিশ্চিত হতে চাইছিল, তার গুলি যেন না ফস্কায়।

ধপ করে বসে পড়ল বেনন, বুঝতে পারল না দুনিয়া বনবন করে ঘুরছে, না ওর মাথা। সবকিছু কেমন ঝাপসা লাগছে কেন? কাত হয়ে পড়ে গেল ও মাটিতে। ওর চোখের সামনে অন্ধকার হয়ে গেল সবকিছু।

আবার যখন ও চোখ মেলল, মাথা ঘোরাটা তখনও আছে। খুব দুর্বল লাগল ওর। জানালা দিয়ে দিনের আলো আসছে। সেদিকে তাকিয়ে ভাবতে চেষ্টা করল, কী হয়েছিল।

'জ্ঞান ফিরেছে ওর,' অপরিচিত একটা গলা শুনতে পেল বেনন। মাথা কাত করে দেখল ডাক্তারের পোশাক পরা এক বয়স্ক

বইঘর.কম

লোক দাঁড়িয়ে আছেন গভর্নরের পাশে।

'কেমন লাগছে, বেনন?' বিছানার কিনারায় এসে দাঁড়ালেন গভর্নর।

'ভাল,' নিজের কানেই গলার স্বর দুর্বল শোনাল বেননের। 'কী হয়েছে আমার?'

'তোমার সঙ্গে ডুয়েলে টেক ট্যাক্সন মারা গেছে, সাতটা গুলি খেয়েছিল ও। তবে তুমিও তিনটে গুলি খেয়েছ,' বললেন গভর্নর। 'একটা কাঁধের নীচে, একটা পেটে, আরেকটা উরুতে। নয় দিন পর জ্ঞান ফিরল তোমার।'

'যাক বাবা, ওর জ্ঞান ফিরেছে,' ব্যাগলের পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেল বেনন। ঘাড় কাত করে তাকাল ও। বিছানার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে পুরু, কাঁচা-পাকা গোঁফ নাচিয়ে স্বস্তির হাসি হাসছে হিরাম ব্যাগলে। 'আমি তো মনে করেছিলাম দুঃসংবাদ পেয়ে এতোদূর এসে কোনও লাভই হলো না, হাসপাতাল থেকে কমে গিয়ে দোজখে পাপীর সংখ্যা বাড়ছে আরেকটা। মনে করেছিলাম এরকম একটা বন্ধু না থাকলে বেঁচে থেকে আর লাভ কী, আমিও কোনও এক ছুতোয়...' থেমে গেল ব্যাগলে, গলাটা ধরে এসেছে ওর।

ওর চোখেও কৃতজ্ঞতার জল চলে আসছে বুঝতে পেরে চট্ করে প্রসঙ্গ পাল্টাল বেনন, গভর্নরকে জিজ্ঞেস করল, 'সার, মিস বাকলে এখন নিরাপদ তো?'

'হ্যাঁ, ধন্যবাদ তোমাকে,' মৃদু হাসলেন গভর্নর। 'ও ধন্যবাদ জানিয়েছে তোমাকে। সেই সঙ্গে যখন খুশি বেড়াতে যাবার দাওয়াত দিয়েছে। তুমি ওকে দুঃখ করে বলেছিলে, অনেকদিন বাসায় রান্না করা খাবার খাও না। ও কথা দিয়েছে, রাঁধবে তোমার জন্যে যতদিন তুমি ওদের বাড়িতে অতিথি থাকবে।'

Boighar

একবার ব্যাগলে আরেকবার বেননকে দেখলেন তিনি। তাঁর জানা আছে, দু'জন ওরা কতোখানি ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ঘুরে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়িয়ে বললেন, 'ডাক্তার বলেছেন তোমার বিপদ কেটে গেছে, বেনন, ইচ্ছে হলে প্রাণ খুলে ব্যাগলের সঙ্গে গল্প জুড়তে পারো এখন।'

ডাক্তার ও গভর্নর চলে যেতেই বিছানার পাশে চেয়ার টেনে বসল ব্যাগলে। আগামী কয়েকদিন নিজের সমস্ত দুঃখের কথা বেননকে প্রাণ খুলে বলার একটা সুযোগ যখন পাওয়াই গেছে, তো সেটা নষ্ট করবার কোনও মানে হয় না।

আপাতত হতাশ হতে হলো ওকে। গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছে বেনন।

শপথ

মাঝারী গতিতে ছুটছে স্ট্যালিয়নটা। ওটার ক্ষুরের আঘাতে উড়ছে ধুলোর ছোট ছোট কুণ্ডলী। স্যাডলে নড়েচড়ে বসল রক বেনন। লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে ও, ক্লান্তিতে যেন ভেঙে আসছে শরীর। অনেক দূর থেকে সবুজ জায়গাটা দেখেছে ও, গাছের আড়ালে বাড়ি-ঘরও চোখে পড়েছে। ওরকম সবুজ যেখানে থাকে, সেখানে পানি থাকতে বাধ্য। আর বাড়ি-ঘর-পানি যেখানে আছে, সেখানে মানুষও আছে। আছে গরম খাবার, সেই সঙ্গে গরম খবর।

কিন্তু ঘাস-জমিতে কোনও গরু-বাছুর চরছে না। করালের বেড়ার ওপাশ থেকে উঁকি দিচ্ছে না কোনও ঘোড়া। বার্নের চারপাশের রোদে পোড়া জমিতে কোথাও কোনও নড়াচড়া নেই।

বার্নের উঠানে স্ট্যালিয়নটাকে থামিয়ে কর্কশ গলাটা ছাড়ল বেনন। 'আছো কেউ?'

নীরবতা শুধু জবাব দিল ওর জিজ্ঞাসাকে। থমথমে নীরবতা নীরবেই বলে দিল, অনেক আগেই পরিত্যক্ত হয়েছে এই বসতি। সতর্কতার সঙ্গে জায়গা বেছে তৈরি করা বাড়ি-ঘর ধূসর হয়ে গেছে রুক্ষ আবহাওয়ার নিয়ত অত্যাচারে। বার্নের দরজার কালো ফাঁক দিয়ে দেখা গেল ভিতরের শূন্যতা।

Boighar

বসত করবার মতো এত চমৎকার কোনও জায়গা জনবসতিহীন অবস্থায় পড়ে আছে; স্বাভাবিক হতে পারে না এটা। বাড়ি-ঘরের সামনের দিকে প্রশান্তিময় ছায়া দিচ্ছে বিরাট কটনউড গাছ, বার্নের দরজার পাশে একটা গোলাপের ঝাড়। করুণ অবস্থা ওটার, বাতাস, ধুলো ও নীরস মাটির সঙ্গে সার্বক্ষণিক লড়াইয়ে হার মেনেছে, তারপরেও যেন পাঞ্জা লড়ছে মৃত্যুর সঙ্গে।

'কেউ থাকুক আর না-ই থাকুক, আজকের মতো এখানেই থামব আমি,' স্যাডল থেকে নেমে চ্যাপস ও শার্ট থেকে মিহি ধুলো ঝেড়ে নিজের মনে বলল বেনন। ওর কালো চোখ আবারও ঘুরে এলো রানশ হাউস ও বার্নের দিক থেকে। পশ্চিমে একাকী পথ চলতে অভ্যস্ত বলে পরিবেশের অস্বাভাবিকতাটা খুব বেশি চোখে লাগছে ওর। স্পষ্ট বুঝতে পারছে, গোলমাল আছে এখানে।

পায়ে পায়ে এগিয়ে ওয়াটার হোল-এর টলটলে পরিষ্কার পানিতে মুখ ডুবিয়ে দিল ওর তৃষ্ণার্ত স্ট্যালিয়ন।

'কেউ একজন এখানে বাস করবে বলে খেটেছিল অনেক,' বলল বেনন। 'পরিকল্পিত ভাবে লাগানো হয়েছে ওই কটনউডগুলো। ওই গোলাপের ঝাড়টাও।'

লম্বা একটা উপত্যকার উপরের দিকে ছোট্ট এই রানশ। উপত্যকা ক্রমশ চওড়া হতে হতে মিলিয়ে গেছে বিস্তৃত রেঞ্জ-এ। তারও অনেক পরে, আবছা ভাবে দেখা যায় রেঞ্জের শেষ–মিশেছে আকাশ-ছোঁয়া লালচে পর্বতশ্রেণীর গায়ে।

বাড়ি, বার্ন ও করালের অবস্থানটা বলে দিচ্ছে ওগুলোর মালিক ভাল করেই জানত ঠিক কীরকম আবাস চায় সে। এখানে যে বসত করেছিল, সম্ভবত স্যাডলে বা ওয়্যাগনের সিট-এ বসে বহুদিন ভেবেছে সে, নিজের জন্য কেমন রানশ তার দরকার।

রানশটা দেখে বোঝা যায়, শুধু গরু লালন-পালনের উদ্দেশ্য ছিল না রানশারের, নিজের জন্য চিরস্থায়ী একটা নীড় ও চেয়েছিল সে।

'বাজি ধরলে জিতে যেতাম,' বিড়বিড় করে বলল বেনন। ভাবছে, এখানে যে ছিল, সে একা ছিল না, সঙ্গে তার স্ত্রীও ছিল।

কিন্তু তারপরেও, এত কাজ শেষে সব ফেলে চলে গেল কেন লোকটা? চারপাশের অযত্ন বলে দিচ্ছে, অনেকদিন হলো মানুষ থাকে না এখানে।

বার্নের পাশের দেয়ালের গায়ে ও করালের পানির চৌবাচ্চার তলায় জমা হয়েছে টাম্বলউইডের স্তূপ। বহুদিন নির্জন পড়ে আছে এই রানশ।

বেননের দেহের ওজন বইতে গিয়ে ক্যাঁচ-কোঁচ আওয়াজ করল রানশ হাউসের কাঠের সিঁড়ি। জং-ধরা কব্জা খসে একপাশে কাত হয়ে আছে দরজাটা। টান পড়তেই ককানোর আওয়াজ করে নড়ল আড়ষ্ট ভাবে। দরজাটা খুলে চৌকাঠের ওপাশে পা দিয়েই স্থির হয়ে গেল বেনন।

পুরুষমানুষের একটা কঙ্কাল পড়ে আছে মেঝেতে। চিড় ধরা চামড়ার বহু পুরোনো গানবেল্ট এখনও কঙ্কালের কোমরে জড়ানো।

বুঝতে দেরি হলো না বেননের, লোকটা কষ্ট করে এখানে বসতি করেছিল ঠিকই, কিন্তু থিতু হয়ে উপভোগ করতে পারেনি জীবনটা।

ঘরে ঢুকে চারপাশে তাকাল বেনন চিন্তিত চোখে। এখানেও লোকটার সুচিন্তিত পরিকল্পনার ছাপ চোখে পড়ল ওর। যোগ্য লোক ছিল রানশার, নিজের এবং নিজের স্ত্রীর জন্য জীবনটা সহজ করতে ভেবেচিন্তে তৈরি করেছিল রানশ হাউস।

দক্ষ হাতে তৈরি দেয়ালের তাকগুলো এখন মাকড়সার জাল ও ধুলোয় ভরা। চমৎকার ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলেনি বহুদিন। পাথরের তৈরি ওয়াশবেসিন থেকে পানি বের করে দেয়ার জন্য একটা প্লাগ আছে। সবকিছু বলছে, প্রয়োজন ছাড়া খামোকা কোনও কাজ করত না রানশার।

পাশে দাঁড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে কঙ্কালটা দেখল বেনন। পাঁজরের হাড়ের ভিতর একটা চ্যাপ্টা বুলেট দেখতে পেয়ে বের করে নিল ওটা। হাড়ের সঙ্গে সংঘর্ষে চেপ্টে গেছে বুলেট। রানশারের মৃত্যুর কারণ আন্দাজ করতে পারল ও। হৃৎপিণ্ড ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল বোধহয় রানশারের।

করোটির দিকে তাকাল আবার। বিড়বিড় করে বলল, 'খুন যে করেছে, সে নিশ্চিত হতে চেয়েছিল, মারা গেছ তুমি। নইলে কুঠার দিয়ে আঘাত করত না।'

করোটি মাঝখান থেকে ফাটা। কাছেই পড়ে আছে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত জং-ধরা কুঠার। রানশারকে গুলি করা হয়েছে আগে, তারপর রানশারের মৃত্যু নিশ্চিত করতে কুঠার দিয়ে খুলিতে কোপ দিয়েছে খুনি।

সামান্য দূরে পড়ে আছে একটা সিক্সগান। সম্ভবত মৃত রানশারের। .৪৪ ক্যালিবারের সিক্সগান। খুনি ব্যবহার করেছে একটা .৪১।

পাশের ঘরে দরজা-খোলা একটা ক্লসিট দেখতে পেল বেনন। ভিতরে মহিলাদের দু'একটা কাপড় ঝুলছে এখনও। ক্লসিটের দিকে মনোযোগ দিল ও। কিছু জিনিস অগোছাল ভাবে পড়ে আছে ক্লসিটের এখানে ওখানে, কিছু পড়ে আছে মেঝেতে। বিড়বিড় করে বলল গম্ভীর বেনন, 'যে তোমাকে খুন করেছে, সে তোমার স্ত্রীকে ধরে নিয়ে গেছে বোধহয়। যাবার আগে তাড়াহুড়ো করে

বইঘর.কম

তোমার তৈরি ক্লযিট থেকে যা পেরেছে, নিয়েছে। দেখে অন্তত তা-ই মনে হচ্ছে।'

ক্লযিটের আরেক কোনায় ঝুলছে পুরুষমানুষের কাপড়চোপড়। কালো একটা ফ্রক-কোট, কয়েকটা প্যান্ট। ওগুলো রানশারের সেরা কাপড়, বোধহয় রোববারে প্রার্থনায় বসবার সময় পরত। কোটের ভিতরের পকেটে একটা চিঠি পেল বেনন। প্রাপকের নাম লেখা আছে: জন এস. মার্টিন, এস্ক., এল পাসো, টেক্সাস।

চিঠিটার ভাঁজ খুলে পড়ল বেনন।

প্রিয় জন,

বেশ কিছুদিন পর আরেকবার কলম তুলে নিলাম তোমাকে চিঠি লিখতে। জেনে খুব ভাল লাগছে যে, শেষ পর্যন্ত নিজেদের জন্য বাড়ি খুঁজে পেয়েছ তুমি আর মারিয়া। আমি তো জানি, কতদিন ধরে তুমি কোথাও স্থায়ী হতে চাইছিলে! ওখানে বেড়ে উঠতে নিশ্চয়ই ভাল লাগবে পিচ্চি কার্লার। ব্যবসার কাজ সারছি আমি গালভেস্টনে, তবে রিচমন্ডে ফিরবার আগে পশ্চিমে আসব তোমার সঙ্গে দেখা করতে।

তোমার বন্ধু,

মাইক রেইমন।

চিঠিটা ভাঁজ করে সাবধানে শার্টের বুক পকেটে পুরে রাখল বেনন। দক্ষ হাতে রানশ হাউসটা তল্লাসী শুরু করল এবার নিয়ম ধরে।

কাপড়গুলো ছাড়া মহিলা বা বাচ্চার উপস্থিতির আর কোনও চিহ্ন চোখে পড়ল না ওর। যদি মেরে ফেলা হয়ে থাকে তাদের,

Boighar

লাশগুলো সরানো হয়েছে অন্য কোনওখানে। তবে ক্লুযিটের দিকে আরেকবার তাকিয়ে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেল বেনন, খুন করা হয়নি, তাড়াহুড়ো করে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে রানশারের স্ত্রী ও কন্যাকে।

ভালমত খুঁজতে গিয়ে পুরোনো একটা রাইটিং ডেস্ক-এর ড্রয়ার ভাঙতে হলো বেননকে। ভিতরে ঝাপসা একটা ছবি পেল ও। শক্তপোক্ত এক সুদর্শন যুবক ও অপূর্ব সুন্দরী এক তরুণীর যুগল ছবি। পিছনে ছোট্ট নোট, ও তাদের বিয়ের তারিখ লেখা।

জন এস. মার্টিন এবং মারিয়া মার্টিন। তারিখটা বিশ বছর আগের। ড্রয়ারে আরও আছে হাতে তৈরি একটা বর্ষপঞ্জিকা। প্রতি বছরের প্রতিটি দিন দাগ কেটে রাখা হয়েছিল ওটাতে। তারপর ষোলো বছর আগের সেপ্টেম্বর মাস থেকে আর কোনও দাগ নেই।

কঙ্কালটার পাশে এসে দাঁড়াল বেনন, ওর মনে হলো মৃত রানশারের আত্মা যেন উপস্থিত ওর সামনে। গম্ভীর স্বরে বলল বেনন, 'খুব সুন্দরী বউ পেয়েছিলে তুমি, জন। মিষ্টি একটা কচি মেয়েও ছিল তোমার। নিশ্চয়ই বুকভরা আশা নিয়ে রানশ করেছিলে, ভেবেছিলে ভবিষ্যতে অনেক উন্নতি করবে। কিন্তু তারপর কেউ এসে তোমার স্বপ্নসৌধ চুরমার করে দিয়েছিল। ষোলোটা বছর পেরিয়ে গেছে, ন্যায় বিচার পাওনি তুমি। একজন রেঞ্জার হিসেবে তোমাকে আমি কথা দিচ্ছি, জন, সেই খুনি পশুটাকে খুঁজে বের করব আমি, জানব তোমার পরিবারের ভাগ্যে কী ঘটেছে।'

নির্জন, রুক্ষ অঞ্চল এই বুনো পশ্চিম। গরম, শীত, খরা ও অতিবৃষ্টি কঠোর মানুষগুলোর জীবনে বিরাট প্রভাব ফেলে। টিকে থাকা এখানে কঠিন। এই উপত্যকায় সাহসে বুক বেঁধে

বইঘর.কম

সপরিবারে নীড় বেঁধেছিল জন এস মার্টিন, একজন কর্মক্ষম পরিশ্রমী পুরুষমানুষ যা চাইতে পারে, তার প্রায় সবই পেয়েছিল সে এখানে–তারপর কোনও এক হৃদয়হীন নিষ্ঠুর খুনির কারণে সবই হারিয়েছে সে।

'অনেক গরু-ঘোড়া ছিল না তোমার,' আবারও বলল বেনন। 'আমার ধারণা, যে তোমাকে খুন করেছে, অন্যায় এই কাজটা সে করেছে তোমার স্ত্রীকে পাওয়ার জন্যে।' নিস্তব্ধতা যেন সায় দিল বেননের কথা। আবার বলল ও, 'তুমি দেখতে ভাল ছিলে, জন। চমৎকার একটা বাড়ি বানিয়েছিলে স্ত্রী-সন্তানকে নিয়ে বাস করবে বলে। কাজেই ধরে নিচ্ছি, স্বেচ্ছায় চলে যায়নি তোমার স্ত্রী।'

রানশ হাউস থেকে বেরিয়ে চারপাশ ঘুরে দেখল বেনন। বার্নে পাওয়া তক্তা দিয়ে চলনসই একটা কফিন তৈরি করল, তারপর রানশারের কঙ্কালটা কম্বলে মুড়িয়ে কবর দিল কফিনে পুরে। বার্নের পিছনে কবরটার মাথার কাছে একটা চওড়া তক্তা গেঁথে তাতে লিখে দিল রানশারের নাম, পরিণতি ও মৃত্যুর সন-তারিখ।

*

জরুরি কাজগুলো সেরে আবারও জন এস. মার্টিনের রানশ এলাকায় ফিরে এসে প্রায় একমাস তদন্তের কাজে লেগে থাকল রক বেনন। ফিরবার পর এবার চমক অপেক্ষা করছিল ওর জন্য। ও ভেবেছিল মার্টিনের রানশটা নির্জন কোনও বিরান উপত্যকায়, কিন্তু এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করতে গিয়ে আবিষ্কার করল, রানশটা লোকজনের চলবার পথে না পড়লেও, ছোট্ট একটা বসতি থেকে মাইল দশেক দূরে।

ক্লার্ক'স্ স্টপ নাম বসতিটার। একটা স্টেজ-স্টেশন, একটা জেনারেল স্টোর, একটা সেলুন ও হোটেল ছাড়াও কয়েকটা ছোটখাটো ব্যবসা রয়েছে বসতিতে। আপাতত এখানেই আস্তানা

গেড়েছে ও।

স্টেজ স্টেশন চালায় ক্লার্ক গেবল নামের এক বয়স্ক লোক। শহরের গোড়াপত্তনও সে-ই করেছে। একা বুড়ো মানুষ, বেননকে আগ্রহী শ্রোতা পেয়ে প্রায়ই গল্প করে। দু'জনের খাতির জমে উঠতে দু'দিনের বেশি লাগেনি।

সেদিন বেননের সঙ্গে গল্প করবার ফাঁকে বরাবরের মতোই ধুলোর মধ্যে তামাকের কষ মেশানো থুতু ফেলল সে। ওই ধুলোর লম্বাটে রেখাটাই তার ভাষায়: 'ক্লার্ক'স্ টাউনের সদর রাস্তা।'

চেয়ারটা পিছনে কাত করে দোলানোর ফাঁকে শুনছে রক বেনন। প্রচুর কথা বলে ক্লার্ক গেবল, এবং এত কথা বলবার পরেও বেঁচে আছে সে—পশ্চিমে এটা বিরল। কাকে কী বলতে হবে সেটা জানে লোকটা, প্রথমদিন কথা শুনতে শুরু করে একটু পরে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল বেনন। এটাও ওর অজানা নেই, নিজে কথা না বলে শুনে গেলে অনেক দ্রুত জানা যায় বহু কিছু।

দুপুরের রোদে উত্তপ্ত হয়ে আছে ক্লার্কস স্টপ। ঝিমুনি চলে আসতে চায়। বলে চলেছে ক্লার্ক গেবল: 'ইয়েপ! চল্লিশ বছরের বেশি হলো এখানে এসেছি আমি। ছাউনিওয়ালা একটা ওয়্যাগনে করে এসেছিলাম। ওই পাহাড় আর এদিকের আশপাশের এমন কোনও জায়গা নেই, যেখানে ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়তে হয়নি আমাকে। আর তোমাদের মতো কচি খোকারা ভাবো এদিকে এখনও আইন নেই! আমি যখন আসি, তখন যদি থাকতে, তা হলে বুঝতে! এমনকী বিশটা বছর আগে হলেও টের পেতে হাড়ে হাড়ে! আর এখন? এখন এলাকাটা শেষ হয়ে গেছে। একেবারে পচে গেছে, বুঝলে? পঞ্চাশ-ষাট মাইল পরপর এখন রানশ!' বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়ল ক্লার্ক গেবল। 'ভাবা যায়? ট্রেইলে নামো, একা থাকার জো নেই, দেখা হয়ে যাবে কারও না কারও সঙ্গে!'

'পনেরো-বিশ বছর আগে তো তা হলে দারুণ একটা জায়গা ছিল এটা,' মন্তব্যের ঢঙে বলল বেনন। 'খোলামেলা একটা উন্মুক্ত এলাকা ছিল নিশ্চয়ই এদিকটা তখন? আর ট্রেইলগুলো ছিল নির্জন।'

'যা ভাবছ, তার চেয়ে বেশি নির্জন ছিল তখনও,' আবার তামাকের কষ ফেলল ক্লার্ক গেবল। এবার কষ গিয়ে পড়ল একটা গিরগিটির গায়ে। চমকে দৌড়ে পালিয়ে গেল ওটা। 'সে-সময় যারা ছিল, তাদের কেউ কেউ রয়ে গেছে।' আঙুলের গাঁট গুনল বৃদ্ধ। 'টম বেরি, মিড বাস্টিন, উইলি উডকক। আছে ওরা এখনও। ফাতরা চিক সিকামোরও শহর ছেড়ে যায়নি, এখনও এর-ওর কাছ থেকে চেয়েচিন্তে মদ গিলে যাচ্ছে। তবে একটা সময় ছিল, যখন চিক সিকামোর ফাতরা লোক ছিল না। মদের নেশায় শেষ হয়ে যাবার আগে খুব পরিশ্রমী কাউবয়ই ছিল ও।'

চেয়ারের সামনের পায়া দুটো নামিয়ে একটা কাঠি তুলে নিল রক বেনন, হাতের ঝাপ্টায় কলারের ভাঁজ থেকে ক্ষুরধার একটা থ্রোইং নাইফ বের করে কাঠিটা চাঁছতে শুরু করল। 'দুর্দান্ত একটা জায়গা ছিল তা হলে তখন এদিকটা। পানি তো এদিকে নেই বললেই চলে। মেয়েমানুষও নেই। খুব কঠিন আর নীরস ছিল নিশ্চয়ই বেঁচে থাকা?'

'মেয়েমানুষ?' থুতু ফেলল ক্লার্ক গেবল। 'ছিল, মেয়েমানুষ ছিল। এমনকী ফাতরা চিক সিকামোর যখন এদিকে এলো, তখন ওর সঙ্গেও একটা মেয়েমানুষ ছিল। দেখতেও ভাল ছিল ওর মেয়েমানুষটা। তবে তার চেয়ে সুন্দরীও ছিল আরও কয়েকজন। যেমন ওই সেই মারিয়া মার্টিন–ও ছিল সেরাদের সেরা সুন্দরী।'

রক বেননের ছুরিটা কাঠি থেকে লম্বা এক চিলতে ছেলকা চেঁছে তুলল। হতাশ সুরে জিজ্ঞেস করল বেনন, 'গেছে কোথায়

Boighar

সেসব সুন্দরীরা? শহরে আসার পর থেকে একটা সুন্দরী মেয়েও তো চোখে পড়ল না! ...আরে, এখন মনে পড়ল, কোনও মেয়েমানুষই তো দেখিনি!'

কাঠিটা মনোযোগ দিয়ে দেখল বেনন। 'ওইসব সুন্দরীদের নিশ্চয়ই মেয়ে-টেয়েও ছিল? এতদিনে আমার উপযুক্ত হয়ে ওঠার কথা ওদের। কিন্তু নেই কেউ।' বৃদ্ধের দিকে তাকাল ও। 'কেন নেই?'

'একেবারেই কেউ নেই তা-ও নয়, সেসব সুন্দরীদের বাচ্চাদের কেউ কেউ এখনও আছে। কিন্তু এখানে ওরা আসবে কেন, এলে আসে ওরা ওই দোকানে। ওই যে টম বেরি? দারুণ সুন্দরী একটা মেয়ে আছে ওর। যতটুকু যা শুনেছি, শীঘ্রি বাড়ি ফিরে আসছে টম বেরির মেয়ে। সেই ছোটবেলা থেকে মেয়েটার বেশিরভাগ সময় কেটেছে বোর্ডিং স্কুলে। টম বেরি আমাকে বলে রেখেছে, আমি যেন ওর মেয়ের ভাল-মন্দের দিকে একটা চোখ রাখি।'

'আসছে মেয়েটা তা হলে?' নড়েচড়ে বসল বেনন। 'তা হলে বরং আমি আরও কয়েকদিন থেকেই যাই। দেখি, যদি কপালে মিলে যায় সুন্দরী কোনও মেয়ে, তো...

'পাত্তা পাবে না,' ওর আশার গুড়ে বালি দিল বুড়ো গেবল। 'ভবঘুরে কাউবয়দের সুযোগ হবে না ওর ধারেকাছে যাবার। যদিও ওর রানশ দেখলে কথাটা বিশ্বাস করতে বাধবে তোমার, কিন্তু ওই টম বেরির টাকা আছে! রানশটার যা অবস্থা করে রেখেছে, যেন শুয়োরের খোঁয়াড়! ইয়েসসায়ারি, শুয়োরের খোঁয়াড়!' নাক কুঁচকে তামাকের কষ ফেলল গেবল। 'তবে কথা হচ্ছে, ওই মেয়ে ওর আপন মেয়ে না। মেয়েটার দায়িত্ব নিয়েছে ও। আর তার মানে বোধহয়, ওর কথামত চলতে হবে

বইঘর.কম

মেয়েটাকে।' গম্ভীর হয়ে গেল বৃদ্ধের চেহারা। 'আগেও কয়েকটা মেয়ের আইনী দায়িত্ব নিয়েছিল টম বেরি। শুধু এটুকু বলব, আমার কোনও মেয়ে থাকলে তার দায়িত্ব আমি ওর হাতে ছেড়ে দিতাম না। মানুষটা সুবিধার না ও।'

অলস ভঙ্গিতে হাই তুলে উঠে দাঁড়াল রক বেনন, চোখের পলকে আগের জায়গায় অদৃশ্য হলো ওর থ্রোইং নাইফ।

সামনে দাঁড়ানো কঠোর চেহারার লম্বা যুবককে মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করল ক্লার্ক গেবল। যুবকের উরুতে ঝোলানো সিক্সগান দুটোও খেয়াল করল বরাবরের মতো। খুকখুক করে কেশে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'থাকছ এখানে কয়েকদিন?'

'হয়তো,' গানবেল্ট নেড়েচেড়ে ঠিক জায়গায় বসিয়ে নিল বেনন। 'চাকরি পেলে অনেকদিনও থাকতে পারি।'

'শুনেছিলাম স্টিভ কয়েকজন লোক নেবে।'

চওড়া হাসি হাসল বেনন। 'পকেটে এখনও চল্লিশ ডলার আছে, এখনই কাজ করতে রাজি নই।'

হেসে ফেলল ক্লার্ক গেবলও। 'দোষ দিতে পারছি না ছোকরা তোমাকে। তোমার সমান থাকতে আমিও তা-ই করতাম। খরচ করার মতো টাকা থাকলে তো আমি বড়লোক, কাজ করে কোন্ পাগল?'

রাস্তা পার হয়ে লোনলি স্টার সেলুনের দিকে পা বাড়াল বেনন। প্রায় একমাস লেগে গেছে, তবে শেষ পর্যন্ত জরুরি কিছু তথ্য পাচ্ছে ও। রেঞ্জারদের চিফ ওর কথা শুনে প্রথমে রাজি হচ্ছিলেন না। হাজার হোক, ষোলো বছর অনেক দীর্ঘ সময়। পরে যাবার ব্যাপারে বেনন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বুঝে আর আপত্তি করেননি তিনি।

রেঞ্জার সার্ভিসের সহায়তা নিয়ে রিচমন্ড ও গালভেস্টন

Boighar

থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে বেনন। সম্মানী একজন ব্যবসায়ী ছিল মাইক রেইমন। দক্ষিণের মানুষ। তবে নিউ ইয়র্কের প্রভাবশালী মহলের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল ছিল তার। ফলে দক্ষিণের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও গৃহযুদ্ধের পর ব্যবসায় আরও উন্নতি করে।

জন এস. মার্টিন ছিল কনফেডারেট আর্মির মেজর। বিয়ে করে ছেলেবেলার পছন্দের মেয়েটিকে। নতুন করে জীবনটা গড়ে নিতে স্ত্রী সহ চলে আসে পশ্চিমে। এর পর থেকে আর কোনও তথ্য নেই তাদের সম্বন্ধে। অফিশিয়াল রিপোর্টগুলোতে শুধু লেখা রয়েছে: পশ্চিমে নিখোঁজ হয় জন এস. মার্টিন ও তার স্ত্রী-কন্যা।

এরপরে মাইক রেইমনের ব্যাপারে আরও খোঁজ নেয় বেনন। উত্তরাধিকার সূত্রে তুলার ব্যবসা ও জাহাজ ব্যবসায় খুব ভাল অবস্থানে ছিল মাইক রেইমন। ছোটবেলার ঘনিষ্ঠ বন্ধু জন এস. মার্টিনের নিখোঁজ হওয়ার কথা দুঃখ করে বলত সে প্রায়ই। একই সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে গৃহযুদ্ধে পাশাপাশি লড়েছে মাইক রেইমন ও জন এস. মার্টিন।

লোনলি স্টার-এর এগিয়ে থাকা ছাউনির নীচে দাঁড়িয়ে কয়েকদিন আগে পাওয়া চিঠিটা আরেকবার পড়ল বেনন। •

ষোলো বছর আগে এল পাসো ছেড়ে যাবার পর অদৃশ্য হয় মাইক রেইমন। দু'জন ভাই আছে তার। দু'জনই বিরাট বড়লোক। মাইক রেইমনের খোঁজ পাবার জন্য কয়েক হাজার ডলার পুরস্কার ঘোষণা করে তারা, কিন্তু আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি মাইক রেইমনের। তুমি যদি কিছু জানতে পারো, তা হলে সেটা জানতে আগ্রহী রোনাল্ড রেইমন। যদি দরকার পড়ে, তা হলে ভাইকে সনাক্ত করতে পশ্চিমে আসতেও কোনও আপত্তি নেই তার।

*

উপত্যকার সেই রানশের কাছে অযত্নে দেয়া একটা কবর আছে। ওটা চিহ্নিত করেছে কিছু না-লেখা একটা পাথর ওই কবরের ব্যাপারে নিজস্ব মতবাদ গড়ে উঠেছে বেননের মনে, কিন্তু ও বিশ্বাস করে না ওই কবরে মাইক রেইমনের দেহাবশিষ্ট আছে।

বেনন সেলুনে ঢুকতেই মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল চিক সিকামোরের। গত তিন সপ্তাহ ধরে কাউবয় যুবককে দেখছে সে, এরমধ্যে বেশ কয়েকবার তাকে ড্রিঙ্ক কিনে খাইয়েছে যুবক। একটা টেবিলে বসে পড়ল বেনন, মৃদু হেসে হাতের ইশারায় ওর সঙ্গে যোগ দিতে বলল চিক সিকামোরকে।

সামান্য খোঁড়াতে খোঁড়াতে প্রায় ছুটে চলে এলো চিক সিকামোর, বসে পড়ল বেননের উল্টোদিকের চেয়ারে। বিরক্ত চেহারায় নিজের চেয়ার ছেড়ে গদাই লস্করি চালে দুটো গ্লাসে হুইস্কি ঢালল বারটেন্ডার, তারপর বোতলটা সহ পৌঁছে দিল ওদের টেবিলে।

'দুপুরে বিনা পয়সায় যে খাবার দাও, তা-ই দাও দেখি আমাদের,' টেবিলে একটা কয়েন ফেলে বলল বেনন।

বারটেন্ডার তার চেয়ারে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ও, তারপর সিকামোরকে ইশারা করে ঠোঁটে ছোঁয়াল গ্লাস। সিকামোর তরলটুকু গিলে নিতেই আবারও তার গ্লাস ভরে দিল বেনন। এবার বোতলটা সরিয়ে রাখল।

চোখ তুলে তাকাল চিক সিকামোর, দৃষ্টিতে আহত একটা ভাব। 'আরও মদ গেলার আগে শক্ত কিছু খেতে হবে তোমাকে,' বলল বেনন। 'কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

'ধন্যবাদ,' কৃতজ্ঞ সুরে বলল সিকামোর। 'যখন-তখন ড্রিঙ্ক করি বলে কেউ আমাকে পাত্তা দেয় না। আমি ভেবেছিলাম তুমিই

Boighar

তা-ই করছ।'

'জরুরি একটা তথ্য জানা দরকার আমার, চিক,' আন্তরিক স্বরে বলল বেনন। 'আর শহরে বোধহয় তুমিই একমাত্র মানুষ, যার সাহস আছে তথ্যটা আমাকে জানাবার।'

এ-কথায় খানিকটা সচেতন হয়ে উঠল চিক সিকামোর, রক্তলাল চোখে নিষ্পলক তাকাল বেননের চোখে, তারপর চোখ নামিয়ে নিল। বিড়বিড় করে বলল, 'কিছু জানি না আমি। যা জানতাম, সব ভুলে গেছি মাত্রাতিরিক্ত হুইস্কি গিলতে গিলতে।'

'আমার মনে হয় তথ্যটা তুমি জানো, চিক,' নিচু স্বরে বলল বেনন। 'আর আমার ধারণা, তুমি জানো বলেই মদ খেয়ে মাতাল হতে শুরু করেছিলে।'

সিকামোরের গ্লাস খালি হতেই আবারও ভরে দিল বেনন। তবে বুড়ো মানুষটা মদের গ্লাস ছুঁলো না আর।

'চিক, মারিয়া মার্টিনের কী হয়েছিল?'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল চিক সিকামোরের চেহারা, অসুস্থ দেখাল তাকে। আবার যখন বেননের দিকে তাকাল সে, চোখে মাতলামির বিন্দুমাত্র ছাপ থাকল না।

জ্বলজ্বল করে জ্বলছে বেননের কালো চোখ দুটো, দৃষ্টিতে সামান্যতম মায়া-মমতা নেই।

'মারা গেছে,' ফিসফিস করে বলল সিকামোর। 'আর কিছু জিজ্ঞেস কোরো না আমাকে।'

'চিক,' নরম স্বরে বলল বেনন, তাগাদার সুরটা অস্পষ্ট থাকল, 'জন নামের একজন ভাল মানুষ তার সারাজীবনের স্বপ্ন একটা সুখের ঘর গড়েছিল, জীবন-সঙ্গিনীকে নিয়ে সেখানে বাস করতে এসেছিল—সঙ্গে তাদের কচি মেয়েটাও ছিল আমিও ওরকম একটা বাড়ি চাই, চিক। তুমিও চাও। ব্রাজোসের পশ্চিমে

যত পুরুষ আছে, সবাই তারা ওরকম একটা সুখের ঘরের জন্যে করবে না, এমন কিছু নেই। নিজের স্বপ্নটাকে বাস্তবে রূপ দিয়েছিল জন মার্টিন–আর সেজন্যে মরতে হয়েছে তাকে, চিক। আমি জানতে চাই কী কারণে মরতে হলো তাকে।'

'আমাকে খুন করে ফেলবে ও!' ফিসফিস করে ভাঙা স্বরে বলল চিক সিকামোর।

'চিক, এখানে সবাই তোমাকে ফালতু একটা মাতাল ছাড়া আর কিছু মনে করে না। কিন্তু আমি জানি, তা তুমি নও। তোমার অতীত জানি আমি। জানি, টপ হ্যান্ড ছিলে তুমি, ছিলে সেরাদের একজন। ভাল সবক'টা আউটফিটের সঙ্গে স্যাডলে চেপেছ তুমি, তাদেরই একজন হিসেবে সম্মানও পেতে। তুমি যা ছিলে, তেমন যোগ্য হতে একজন পুরুষকে অনেক সাধ্যসাধনা করতে হয়, চিক। ...তারপর কী গোলমাল হয়ে গেল, চিক?'

মাথা নাড়ল চিক সিকামোর, চোখ সরল না তার সামনের মদে ভরা গ্লাসের উপর থেকে।

'চিক, একটু পরে একটা স্টেজ-কোচ আসছে। ওই স্টেজে আসবে মিষ্টি এক তরুণী। মারিয়া মার্টিনের মেয়ে ও, বাড়ি ফিরে আসছে টম বেরির রানশে বাস করতে। টম বেরিকে কখনও দেখেনি ও। বেচারি জানেও না কীসের মধ্যে পড়তে যাচ্ছে। এতগুলো বছর বোর্ডিং স্কুলে কাটিয়েছে ও।'

গ্লাসের দিকে তাকিয়ে থাকল চিক সিকামোর, তারপর টেবিলের কাছ থেকে সামান্য পিছিয়ে গেল। 'তখন আমরা অল্প কয়েকজন ছিলাম। টম বেরির চারপাশে থাকত বেশ কয়েকজন গানম্যান। তারা এমন মানুষ ছিল যে, সামান্য কারণে খুন করতে বাধত না তাদের। আইন ছিল না তখন এখানে। দেশটা তখনও পুরোপুরি বুনো। ক্ষমতা থাকলে যা খুশি করতে পারত যে-কেউ।

Boighar

আর... ক্ষমতা ছিল টম বেরির। ...এখনও আছে। এদিকে ওর কথা এখনও আইন।'

লালচে চোখে বেননের দিকে তাকাল চিক সিকামোর। 'আমি জানতাম কী ঘটছিল। তার পরে কী ঘটবে, সেটাও জানতাম। কিন্তু কিছুই করিনি আমি।'

'কী করতে পারতে তুমি?'

'জানি না। হয়তো কিছুই না। টম বেরির গানম্যানদের তুলনায় অস্ত্রে আমার হাত অনেক খারাপ ছিল। টম বেরিকে চোখে লোভ নিয়ে মারিয়া মার্টিনের দিকে তাকাতে দেখেছিলাম, বুঝতেও পেরেছিলাম লোকটার মনে কী চলছে। রানশের দিকে যাই আমি জন মার্টিনকে সাবধান করতে, কিন্তু দেরি হয়ে গিয়েছিল আমার। সেদিনই চরম আঘাত হানল ওরা।' মাথাটা ধীরে ধীরে দোলাল বুড়ো সিকামোর। 'জানি, এসব বলে দেয়ায় আমাকে খুন করবে টম বেরি, কিন্তু এমনিতেও সময় ফুরিয়ে এসেছে আমার। জন এস. মার্টিনকে খুন করেছিল টম বেরি, খুন করেছিল মারিয়া মার্টিনকে বারবার পাবার লোভে।'

গ্লাসের তরলের দিকে তাকিয়ে থাকল চিক সিকামোর। 'নিজের রানশে ধরে নিয়ে মারিয়া মার্টিনকে আটকে রেখেছিল টম বেরি। কুকুরের মতো সেখানে বাঁচতে হয়েছিল বেচারীকে। মেয়েটাকে বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়ে মারিয়া মার্টিনের ওপর চাপ প্রয়োগ করেছিল টম বেরি, তার কথা মতো না চললে বাচ্চা মেয়েটাকে খুন করাবে সে। পরে টম বেরি বলেছিল, আরেকটা মেয়েমানুষ পুষতে কোনও অসুবিধে নেই তার। বলেছিল, "বড় হোক ও, তারপর আমার হতে হবে ওকেও।" তারপরে প্রথম সুযোগেই পালিয়ে গেল মারিয়া মার্টিন। মহিলার পিছু নিল টম বেরি, খুন করে ফেলল। ভয় পাচ্ছিল আবারও পালাতে পারে

বইঘর.কম

মারিয়া মার্টিন, মুখ খুলতে পারে কারও কাছে।'

রাস্তা থেকে সম্মিলিত কণ্ঠে বুনো চিৎকার ভেসে এলো, সেই সঙ্গে বেশ কয়েকটা ছুটন্ত ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ।

'আসছে টম বেরি,' কাঁপা স্বরে বলল বুড়ো সিকামোর। 'সঙ্গে ওর খুনির দলও আসছে। মিড বাস্টিন, ডেটারিং, লেসি আর ব্র্যাড। টম বেরি যখন মারিয়া মার্টিনকে খুন করল, তখন বাস্টিন আর লেসি ছিল তার সঙ্গে।'

চিৎকার-চেঁচামেচির উপর দিয়ে আরেকটা আওয়াজ কানে এলো বেননের। আসছে স্টেজ-কোচ, আর বেশি দূরে নেই। গলার ভিতরে শুকনো একটা অনুভূতি টের পেল বেনন। দ্রুত চিন্তা করল, কী করবার আছে ওর? আইনত কী করতে পারে ও? খুনটা যখন হয়, আইন ছিল না তখন। কিন্তু এখন আছে। টম বেরি আইনত দত্তক নিয়েছে মেয়েটাকে।

পরিত্যক্ত রানশে পাওয়া চিঠিতে যে বাচ্চা মেয়েটার কথা উল্লেখ আছে, স্টেজ-কোচে আসা মেয়েটা বোধহয় সেই কার্লা। ওর মাকে যে-পরিণতি বরণ করে নিতে হয়েছিল, সেই একই পরিণতি সম্ভবত অপেক্ষা করছে ওর জন্যও। কিন্তু চিক সিকামোরের বলা কথা কয়টা ছাড়া আর কোনও প্রমাণ নেই যে, অতীতে আসলেই ওভাবে ঘটেছিল দুঃখজনক ঘটনাগুলো। বুড়ো সিকামোর যদি কোর্টে দাঁড়িয়ে আবারও সব বলে, তা হলেও তার একার কথার মূল্য কী?

সেলুন থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দার একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়াল বেনন। আউট-ল জীবন থেকে ফিরে এই প্রথমবারের মতো ওর মনে হলো, ও যদি আগের সেই আউট-ল হতো! গায়ে পড়ে টম বেরির সঙ্গে ঝগড়া বাধাতে পারত ও, নির্দ্বিধায় খুন করতে পারত তা হলে পিশাচটাকে।

Boighar

নিজেকে শাসন করল বেনন, এভাবে চিন্তা করলে কাজের কাজ কিছুই হবে না। যা ও ভেবেছে তা-ই হয়তো করত আগের রক বেনন, কিন্তু অস্থায়ী রেঞ্জার রক বেননের পক্ষে কাজটা করা সম্ভব নয়।

ধুলোর মেঘ তুলে অবশেষে থেমে দাঁড়াল স্টেজ-কোচ। দরজা খুলে গেল। বেরিয়ে এলো এক তরুণী।

রূপসী মেয়েটাকে দেখে অজান্তেই শ্বাস আটকে ফেলল বেনন। পরিত্যক্ত রানশে পাওয়া ঝাপসা সেই ছবিতে যে-তরুণীকে দেখেছিল ও, এই মেয়েটি যেন ঠিক সেই একই তরুণীর প্রতিচ্ছবি।

টম বেরির উপর স্থির হলো বেননের চোখ। দানব সদৃশ লোকটার চেহারায় স্পষ্ট দেখতে পেল ও মৃত কাউকে আবার দেখবার ভয়ানক চমক। তারপর চমকটা কাটিয়ে উঠল লোকটা, চেহারায় ফুটে উঠল জয়ী হবার ছাপ। সেই সঙ্গে জান্তব একটা উদগ্র চাহিদা। ঠেলে কয়েকজনকে সরিয়ে সামনে বাড়ল টম বেরি। তার নোংরা চেক শার্টের বুকের বোতামগুলো সব খোলা, দেখা যাচ্ছে অস্বাভাবিক চওড়া রোমশ বুকটা।

'হাওডি, মারিয়া!' কর্কশ স্বরে বলল লোকটা। 'আমি টম বেরি, তোমার অভিভাবক!'

মারিয়া? মারিয়া কেন?

হাসতেই ঝলমল করে উঠল তরুণীর মিষ্টি চেহারা, কিন্তু বেশ কাছে থাকায় মেয়েটির চোখের হতাশা নজর এড়াল না বেননের।

'ভাল লাগছে তোমাকে দেখে,' বলল মেয়েটি। 'অবশ্য দেখে চিনতে পারিনি তোমাকে। চেহারা মনে রাখতে পারব সে-তুলনায় খুব ছোট ছিলাম।'

'ও নিয়ে চিন্তা কোরো না,' গোল ভুঁড়ির উপর চাপানো

বইঘর.কম

বেল্টের নীচে বুড়ো আঙুল দুটো গুঁজল টম বেরি। 'কয়েকদিনেই আমার রানশে মানিয়ে নিতে পারবে তুমি। কথা দিতে পারি, পাগল্ হয়ে যাবে ওখানে গেলে। তোমার পেছনে অনেক টাকা খরচ করতে হয়েছে আমাকে, তবে এখন মনে হচ্ছে, টাকাগুলো পানিতে ফেলিনি।'

'ধন্যবাদ,' অস্বস্তি ভরে বলল তরুণী। একটু পিছনে, পাশে দাঁড়ানো লম্বা সুদর্শন যুবকের দিকে ফিরল এবার। 'মিস্টার বেরি, তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়নি, ও স্টিফেন ইয়েট্স্, আমার ফিঁয়াসে।'

করমর্দন করতে হাত বাড়িয়েও কথাটার অর্থ বুঝে মাঝপথে থমকে গেল টম বেরি। রাগে কালো হয়ে গেল চেহারা। 'তোমার... কী?' জিজ্ঞেস করল প্রায় চিৎকার করে।

এগিয়ে এলো ইয়েট্স্, ভদ্রতার সঙ্গে বলল, 'তোমার বিস্ময়ের কারণটা আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি, মিস্টার বেরি, তবে আমরা চেয়েছি দেরি না করে তোমাকে জানাতে। মিস মার্টিন আর আমি শীঘ্রি বিয়ে করছি।'

'বিয়ে?' ক্রোধে-হতাশায় কুৎসিত দেখাল টম বেরিকে। 'তার আগে দোজখে তোমার সঙ্গে দেখা হবে আমার, ছোকরা! ওকে মানুষ করতে আর লেখাপড়া শেখাতে অযথাই এতো টাকা খরচ করিনি আমি। তুমি চাইলে আর ওকে নিয়ে গেলে, তা হবে না!'

জটলার মাঝখানে চলে এলো বেনন। 'কীজন্যে মেয়েটাকে মানুষ করেছ তা হলে, বেরি?' জিজ্ঞেস করল শান্ত স্বরে।

অধৈর্য ভঙ্গিতে পাশ ফিরল টম বেরি, প্রথমবারের মতো দেখল বেননকে। প্রথমবারের মতো এটাও বুঝতে পারল, কৌতূহলী মানুষের ভিড় জমে গেছে চারপাশে। 'কে তুমি?' বেননের দিকে তাকিয়ে কড়া স্বরে জিজ্ঞেস করল সে।

Boighar

'কৌতূহলী এক দর্শক, বেরি,' বেননের চোখ ঘুরল মিড বাস্টিন, ডেটারিং, লেসি আর ব্র্যাড-এর উপর। 'তোমার দত্তক নেয়া মেয়েটা তার পছন্দের পুরুষ খুঁজে পেয়েছে বলে তোমার এত রেগে যাবার কী আছে ভেবে অবাক লাগছে।' ইয়েটস-এর দিকে হাত তুলল বেনন। 'ওকে দেখে তো ভালমানুষ মনে হচ্ছে। মেয়েরা ওর মতো স্বামীই চায়। এটাও বুঝতে পারছি, সাহস আছে ওর। স্ত্রীর নিরাপত্তা বিধান করতে দ্বিধা করবে না ও।'

অপেক্ষারত বিভ্রান্ত জটলার কথা খেয়াল আছে টম বেরির। সে নিজে ছাড়া তাদের মধ্যে দু'একজন হয়তো জানে, কোন্ নাটকের দৃশ্য দেখছে।

দ্রুত মনস্থির করে নিল টম বেরি, শান্ত স্বরে বলল, 'সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, মারিয়া! কিছুই জানি না... হঠাৎ চমকে দিয়েছ তুমি আমাকে। আর বোকার মত রেগে গিয়েছি আমি।' ইয়েটসের দিকে তাকিয়ে চওড়া হাসল সে। 'আগে ও রানশে গিয়ে নিজেকে গুছিয়ে নিক, তারপর তোমার সঙ্গে আলাপ করা যাবে, কি বলো? তুমি যদি ওকে বিয়ে করবার উপযুক্ত হও, তো আমার চেয়ে খুশি হবে না কেউ আর।' ঘুরে দাঁড়িয়ে কার্লা মার্টিনের সুটকেস তুলে নিতে হাত বাড়াল সে। 'চলো তা হলে, রানশে যাওয়া যাক।'

তরুণীর চোখে এক মুহূর্তের জন্য চোখ পড়ল বেননের। সঙ্গে মৃদু মাথা নাড়ল ও।

ভ্রূ সামান্য কুঁচকে গেল কার্লা মার্টিনের, টম বেরির দিকে ফিরল সে। 'অনেক ধন্যবাদ। তবে আজ রাতটা আমি শহরেই থাকতে চাই। ক্লান্তি লাগছে খুব। তা ছাড়া, দরকারী কিছু কেনাকাটাও করতে হবে।'

দ্বিধায় ভুগল টম বেরি, রাগ সামলে ঠোঁটের কাছে চলে আসা

বইঘর.কম

আপত্তিটা গিলে ফেলল বহু কষ্টে।

ঘুরে দাঁড়াল বেনন সরে যাবার জন্য, আর ঘুরেই দেখল ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে মিড বাস্টিন। 'শহর ছেড়ে চলে যাও,' হিসহিস করে বলল লোকটা। 'কালকে সকালে তোমাকে যেন না দেখি এখানে।'

জবাবের জন্য অপেক্ষা করল না গানম্যান, দৃঢ় পায়ে ঢুকে পড়ল জটলার ভিতর। স্টেজ-কোচের অন্য যাত্রী দু'জনকে নামতে দেখল বেনন। শহুরে মানুষ তারা। বয়স্ক, ধূসর চুল, লম্বা এক লোক, আরেকজন বাক্সের মতো চৌকো চোয়ালওয়ালা কঠোর চেহারার বেঁটে মানুষ।

বেঁটে লোকটা দাঁত দিয়ে সিগার কামড়ে ধরে রেখেছে। হনহন করে বেননের দিকে হেঁটে এলো সে।

'রক বেনন? আমি পিট বন্ড, পিঙ্কারটনের এজেন্ট। রোনাল্ড রেইমন নিয়োগ দিয়েছেন আমাকে। নতুন কোনও খবর আছে কি?'

'তেমন কিছু না, বন্ড,' বলল বেনন। 'যদি খোঁজ নিতে চাও, তো স্টেজ কম্পানির রেকর্ড ঘেঁটে দেখতে পারো। আমার ধারণা এল পাসো থেকে এখানে এসেছিল মাইক রেইমন, তারপর পাহাড়ে নিয়ে গিয়ে খুন করা হয় তাকে। সম্ভবত আমি জানি, খুনটা কে করেছে। ...রেকর্ড ঘেঁটে যদি বের করতে পারো স্টেজে করে মাইক রেইমন এসেছিল কি না, তা হলে তদন্তে সুবিধে হবে তোমার।'

যা ঘটবে, ঘটবে খুব দ্রুত, স্পষ্ট বুঝতে পারল বেনন। টম বেরি কিছুতেই হার মানবে না। তবে যত ক্ষমতাই তার থাকুক, যা-ই করুক, করতে হবে তাকে আইনের এপাশে আছে এমন একটা ভঙ্গি বজায় রেখে। আগে টম বেরির নিজের তৈরি আইন

Boighar

ছাড়া আর কোনও আইন ছিল না এদিকে, কিন্তু এলাকার মানুষ এখন গুছিয়ে উঠেছে, আইনের শাসন মেনে চলছে।

ওর বিপদ হতে পারে, সে-চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দেয়নি বেনন। এমন একটা বিষয়ে নাক গলিয়েছে ও, যেটা নিয়ে কেউ কথা বলুক তা চায় না টম বেরি। ওর টেক্সাস রেঞ্জার পরিচয়টা জানে না সে কিংবা তার গানম্যানরা। এটাও জানে না ওর নাম কী, কিংবা কেন করেছে ওই প্রশ্নটা । কিন্তু প্রশ্নটা তার জন্য একটা বড় হুমকি, সেটা টম বেরি জানে ঠিকই।

স্টিফেন ইয়েটস আছে আরও বেকায়দা অবস্থানে। স্পষ্ট বুঝতে পারছে বেনন, আজ রাত পেরোবার আগেই ইয়েটস বা ওর সঙ্গে গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধাবে টম বেরির কোনও গানম্যান, খুন করতে চেষ্টা করবে প্রতিপক্ষকে... আর তখন, দুয়েকটা লক্ষ্যহীন গুলিতে শেষ করে দেবে ওদের অন্যজনকেও। ব্যাপারটাকে দেখানো হবে দুর্ঘটনা হিসাবে।

টম বেরি ও স্টিফেন ইয়েটসের সঙ্গে দোতলা হোটেলটাতে চলে গেছে মারিয়া মার্টিন। লোনলি স্টারে ঢুকেছে মিড বাস্টিন, ডেটারিং, লেসি আর ব্র্যাড। পিট বন্ড গেছে স্টেজ স্টেশনে, রেইমন হোটেলে। নিজেও হোটেলের দিকে পা বাড়াল বেনন, আর তখনই লক্ষ করল, ওর দিকে তাকিয়ে আছে গানম্যান ব্র্যাড হেলমুট। দু'জনের চোখ মিলিত হতেই এগিয়ে এলো গানম্যান। লোকটার সরু, চির-ক্ষুধার্ত চেহারায় নিষ্ঠুরতার ছাপ স্পষ্ট, চোখ দুটোতে প্রকাশ পাচ্ছে চাপা রাগ।

'অনেকদিন ধরে তোমার মুখোমুখি হতে চাইছি আমি, রক বেনন,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল সে। 'উভালডেতে একবার তোমাকে পেতে গিয়েও একটুর জন্যে পাইনি। ফোর্ট গ্রিফিনেও তা-ই ঘটেছে। শুনেছি অস্ত্রে তোমার হাতটা ভাল।'

বইঘর.কম

'তোমার বন্ধু মিড বাস্টিন সকালের আগে এখান থেকে চলে যেতে বলেছে আমাকে,' ঝামেলা এড়াতে চাইল গম্ভীর বেনন।

পকেট থেকে তামাক-কাগজ বের করে ধীরেসুস্থে সিগারেট রোল করল ব্র্যাড হেলমুট। 'ও জানত না তুমি কে, জানলে কথা বলার কষ্টে যেত না।'

আরও গম্ভীর হয়ে গেল বেননের চেহারা, শান্ত স্বরে বলল, 'একটা উপদেশ দিই, মন দিয়ে শোনো। যতটা ভাবনা-চিন্তা করা দরকার, ততটা তুমি করছ না। স্টিফেন ইয়েটসকে খুন করতে যদি তোমাকে পাঠানো হয়, তো ভুলেও যেয়ো না ওর ধারেকাছে।'

হেল্ডার হাউস হোটেল হিসেবে আহামরি কিছু নয়। দোতলা একটা কাঠের বাড়ি। পুরোনো, সাদামাটা। ঘরের সংখ্যা তিরিশটা, তবে খালিই পড়ে থাকে বেশিরভাগ। হোটেলের লবিটা অবশ্য বেশ বড়। বার কাউন্টার আছে লবিতে, তবে ওখানে বসে ড্রিঙ্ক করে না সাধারণত কেউ। শহরের মদের আসরটা বসে লোনলি স্টার সেলুনে।

শহরের একমাত্র হোটেল বলে এখানেই ঘর নিয়েছে বেনন। দোতলাতে আরও আছে এখন রোনাল্ড রেইমন, পিট বন্ড, স্টিফেন ইয়েটস ও কার্লা মার্টিন। মেয়েটা জানেও না ওর নাম আসলে মারিয়া মার্টিন নয়।

লবিতে ঢুকে টম বেরিকে বসে থাকতে দেখল বেনন। সিঁড়ির দিকে পা বাড়িয়ে খেয়াল করল, লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে টম বেরি। 'খবরদার, ওপরে যাবে না!' রাগী স্বরে নির্দেশ দিল লোকটা।

জীবনে খুব মানুষ দেখেছে রক বেনন, যাদেরকে প্রথমদর্শনে চরম অপছন্দ হয়েছে ওর। তাদের মধ্যে অন্যতম এই টম বেরি।

Boighar

বাধ্য না হলে মানুষ খুন করতে চায় না বেনন, কিন্তু কাউকে যদি খুন করা ন্যায্য কাজ হয়, তা হলে এই লোককে খুন করা খুবই ন্যায্য একটা কাজ হবে।

'বোকার মত কথা বলছ,' নিচু স্বরে বলল বেনন। 'এটা হোটেল। আর এই হোটেলের দোতলায় উঠেছি আমি। আরও কেউ কেউ উঠেছে।' একটু থেমে বলল, 'মাথাটা ঠাণ্ডা করে চিন্তা করো, বেরি, এখন আর এই এলাকা চালাও না তুমি। অনেক প্রশ্নের জবাব দিতে হবে তোমাকে; সময় শেষ হয়ে আসছে তোমার।'

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল ও, তারপর পিছনে টম বেরির নড়াচড়ার শব্দ পেয়ে ঘুরে দাঁড়াল। 'আরেকটু হলেই খুন করে ফেলতে পারতাম তোমাকে। তুমি বরং অপেক্ষা করে পরে এসো।'

সোজা স্টিফেন ইয়েটসের ঘরে চলে এলো বেনন, দরজায় টোকা দিয়ে ঢুকল ঘরে।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে যুবক, কোট খুলে রেখেছে, দেখা যাচ্ছে শোল্ডার হোলস্টার। পশ্চিমে সাধারণত ওই জিনিস ব্যবহার করে না কেউ। বেনন ঢুকতেই ঘুরে তাকাল ইয়েটস, মুখোমুখি দাঁড়াল দু'জন।

'খুশি হয়েছি মেয়েটা সত্যিকারের একজন পুরুষমানুষ খুঁজে পেয়েছে জেনে,' মন্তব্য করল বেনন। 'খাঁটি পুরুষের সাহায্য দরকার পড়বে ওর।'

'চেনো তুমি আমাকে?' ভ্রূ উঁচু করল ইয়েটস।

'চিনি। নিউ অর্লিন্সের রিভারবোট কম্পানি ইলিনয় থেকে একজন স্পেশাল এজেন্ট ভাড়া করেছিল তাদের যাত্রীদের ওপর ডাকাতি ঠেকাতে। পরের চারমাসে তেরোজন চোর-ডাকাতকে

বইঘর.কম

জেলে ভরে সেই অফিসার। তাকে খুন করতে গিয়ে উল্টো খুন হয়ে যায় চারজন আউট-ল। রিভারবোটে ডাকাতি-রাহাজানি একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।' নিজের নামটা জানাল এবার ও।

'রক বেনন? মন্ট্যানার সেই বিখ্যাত...'

ইয়েটসকে কথা বাড়াতে না দিয়ে একটা চেয়ার টেনে বসল বেনন; সংক্ষেপে, কিন্তু কিছুই বাদ না দিয়ে বলে গেল জন এস. মার্টিনের খামারে গিয়ে যা দেখেছে, পরে যা জেনেছে। টম বেরি কার্লার মাকে জোর করে ভোগ শেষে এখন মেয়েটাকেও পেতে চায় শুনে ঘৃণায় দু'চোখের কোণ কুঁচকে গেল স্টিফেন ইয়েটসের।

মাইক রেইমনের হত্যাকাণ্ড, রোনাল্ড রেইমন ও পিট বন্ডের আসবার কারণও ব্যাখ্যা করল বেনন, তারপর বলল, 'চলো, দেখা করা যাক ওদের সঙ্গে।'

দরজা খোলা পেয়ে ঢুকে ওরা দু'জন দেখল, পিট বন্ডকে কী যেন ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছে রোনাল্ড রেইমন।

বেননকে দেখে বন্ড বলল, 'তোমার ধারণা ঠিক, এল পাসো ছাড়ার তিনদিন পরে এখানে পৌঁছান মাইক রেইমন। ক্লার্ক গেবলের স্পষ্ট মনে আছে তাঁকে। জন মার্টিনের রানশটা কোথায় জেনে নিয়ে মিড বাস্টিনের কাছ থেকে একটা ঘোড়া ভাড়া করেছিলেন মাইক রেইমন।'

বন্ড থামতেই রোনাল্ড রেইমন বলল, 'তোমরা আসার আগে বন্ডকে বলছিলাম টম বেরি নামের লোকটার ঘড়ির চেইনে একটা চাইনিয চার্ম দেখেছি আমি। ওটা আমার ভাই মাইককে দিয়েছিলাম আমি ষোলো বছর আগে। আজকে বিকেলে দেখেই চিনতে পেরেছি ওটা।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো বেনন, হল ধরে হেঁটে পৌঁছে গেল কার্লার ঘরের সামনে, টোকা দিল দরজায়। জবাব

Boighar

মিলল না। আগের চেয়ে জোরে এবার নক করল ও। হল-এ বেরিয়ে ওর দিকে তাকাল পিট বন্ড। হঠাৎ ঘরের নীরবতার কারণ বুঝতে পারল বেনন, ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে ফেলল সঙ্গে সঙ্গে।

কেউ নেই ঘরে!

ধক করে উঠল বেননের বুক। চাপা স্বরে ও বলল, 'বন্ড! ইয়েটস! নিয়ে গেছে ওরা কার্লাকে!'

ঝড়ের বেগে হল পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে লবিতে চলে এলো ও। শুনতে পেল রাস্তায় ছুটন্ত ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ। রাস্তায় বেরিয়ে চলে যেতে দেখল ও টম বেরি ও ব্র্যাড হেলমুটকে, তাদের মাঝখানের ঘোড়ায় কার্লাও রয়েছে।

রাস্তার উল্টোপাশের গলিতে দাঁড়িয়ে কাঁধে রাইফেল তুলতে দেখল বেনন গানম্যান লেসিকে।

বিদ্যুৎ খেলে গেল বেননের হাতে। রাইফেলটা কাঁধে ঠেকানোর সঙ্গে সঙ্গে দুই ভ্রূর মাঝখানে গুলি খেল লেসি।

দ্রুত চিন্তা করল বেনন। লিভারি স্টেবল এখান থেকে দুশো গজ দূরে। ওর স্ট্যালিয়নে স্যাডলও চাপানো নেই। কিন্তু হিচিং রেইলে কে যেন বেঁধে রেখেছে চমৎকার একটা কালো ঘোড়া। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে স্লিপ-নট খুলেই ওটার পিঠে চেপে বসল বেনন। ও যখন রাস্তা ধরে ঝড়ের গতিতে ছুটে চলেছে, তখন হোটেল থেকে রাস্তায় বেরিয়ে এলো অন্যরা।

হঠাৎ গোলাগুলির আওয়াজে ভরে উঠল চারপাশ। কানের পাশ দিয়ে বুলেট ছুটে যাবার শিসের শব্দ শুনতে পেল বেনন। সামনে কার্লার কিডন্যাপারদের ওড়ানো ধুলোর মেঘ।

হাতে সময় পেলে টম বেরি কার্লার কী ক্ষতি করে বসবে বলা যায় না। প্রচুর টাকা আর অনুগত একদল গানম্যান তাকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে। বিশটা বছর এদিকের এলাকায়

বইঘর.কম

দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিল সে। মানতে পারছে না তার রাজত্ব করবার দিন ফুরিয়েছে।

মিড বাস্টিন ও ডেটারিং এখনও শহরে রয়ে গেছে। তারা দু'জন হয়তো ইয়েটস, বন্ড আর রেইমনকে খতম করে দিতে পারবে। তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবার মতো কেউ যদি না-ই থাকে, তা হলে হয়তো আগের মতোই দাপিয়ে বেড়াতে পারবে আউট-লগুলো। বিপদের ঝুঁকি নিয়ে মুখ খুলতে সাহস পাবে না কেউ।

টম বেরির রানশে নিশ্চয়ই তার দলের আরও আউট-ল আছে। তাদের নিয়ে নীচ লোকটা কী করে বসবে, কে জানে! শহরের কেউ জানে না টম বেরির বিরুদ্ধে কী অপরাধের প্রমাণ আছে। সমস্ত সাক্ষী যদি মারা পড়ে, তা হলে জানবেও না। তাদের ধারণা, মারিয়া মার্টিন টম বেরির দত্তক নেয়া মেয়ে, কাজেই ও নিয়ে কোনও প্রশ্ন তুলবে না কেউ।

কালো ঘোড়াটার উদ্যমের কোনও অভাব নেই, দৌড়াতেও ভালবাসে। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল ওটা।

বেনন বুঝতে পারল, ওর ঘোড়া যত জোরেই ছুটুক, ধরা যাবে না সামনের পিশাচগুলোকে। ট্রেইল ছেড়ে গোলকধাঁধার মতো ক্যানিয়নে ঢুকে পড়েছে তারা। এদিকে সন্ধ্যার অন্ধকারও ঘনাচ্ছে দ্রুত। পাথুরে জমিতে ট্র্যাক করা সম্ভব হবে না ওর পক্ষে। কিন্তু তারপর পরিচিত কিছু চিহ্ন দেখতে পেল বেনন। প্রথম যখন মার্টিনের রানশে যায় ও, কঙ্কালটা খুঁজে পায়, তখন এদিক দিয়েই গিয়েছিল।

আরেকটা ব্যাপার ওর পক্ষে যাচ্ছে, ভাবল বেনন। জন এস. মার্টিনের রানশ ছাড়া এদিকের আর কোথাও পানির কোনও উৎস নেই। টম বেরি ঘুরপথে ওই রানশে যাবে, সে-সম্ভাবনা অত্যন্ত

Boighar

বেশি। ও নিজে যদি সরাসরি ওখানে যায়, তা হলে আউট-লগুলোর আগেই পৌঁছে যাবে রানশে। ওর ঘোড়াটার পরিশ্রমও হবে অনেক কম।

বেনন যখন রানশের উঠানে পৌঁছুল, গাঢ় অন্ধকার নেমেছে ততক্ষণে। সরাসরি রানশ লক্ষ্য করে ঘোড়া দাবড়েছে বলে নিশ্চিত ভাবে জানে, টম বেরি ও ব্র্যাড হেলমুটের আগেই পৌঁছে গেছে ও।

রানস হাউসটা অন্ধকার। নড়াচড়ার কোনও আওয়াজ নেই কোথাও। কালো ঘোড়াটাকে পানি দিল বেনন, তারপর বেঁধে রাখল খানিকটা দূরে, ঝোপের আড়ালে। ওখানে ঘাস আছে তা দেখেছিল আগেরবার। আবার রানশের উঠানে ফিরে এলো ও, পানির চৌবাচ্চার কাছাকাছি বড় একটা কটনউড গাছের আড়ালে বসল বিশ্রাম নিতে।

কখন ঝিমাতে শুরু করেছে বলতে পারবে না বেনন, অনেকক্ষণ পর চটকা ভেঙে গেল ওর। চৌবাচ্চার পানির ওপাশে একটা লোকের মাথা দেখতে পেল ও। চিনতে পারল হ্যাটের আকৃতিটা। ফিসফিস করে ডাক দিল, 'ইয়েটস!'

নিঃশব্দ পায়ে ওর পাশে চলে এলো স্টিফেন ইয়েটস, চাপা স্বরে বলল, 'বেনন? আসছে ওরা। থেমেছিল বোধহয় কোথাও। আসবার সময় পথে মনে হয় দলের আরও কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হয়েছে ওদের। এদিকে বাস্টিন চলে এসেছে। শহরে গোলাগুলি হয়েছে। গুলি খেয়েছে বাস্টিন। ডেটারিং আর ওর এক সঙ্গী মারা গেছে।'

'পিট বন্ড আর রোনাল্ড রেইমন কোথায়?'

'কাছেই আছে। আমার সঙ্গেই এসেছে। ...যদি লোকগুলো মারিয়ার কোনও ক্ষতি করতে না চায়, তা হলে আমাদের বোধহয়

বইঘর.কম

সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করাই ভাল।'

নিকষ কালো অন্ধকারে অপেক্ষা করা কঠিন। খুটখাট শব্দও পরিষ্কার কানে আসছে। রানশ হাউসের কাছে নড়াচড়ার আওয়াজ ও কথার শব্দ শুনতে পেল ওরা, দু'একটা শব্দের মানে বুঝতে পারল শুধু।

ওদের পাশে চলে এলো পিট বন্ড। বসে পড়ে বলল, 'ওরা মোট সাতজন।'

আস্তে করে মাথা দোলাল বেনন। 'উঠানে আটকে রেখেছে ওরা মেয়েটাকে। হাত বেঁধেছে, তবে পা বাঁধেনি। একটু আগে ওকে ঘোড়াগুলোর পাশ দিয়ে হাঁটতে দেখেছি।' ঘুরে তাকাল ও। 'বন্ড, তুমি আর রেইমন ঘুরপথে গিয়ে ট্রেইলটা কাভার দাও। পালাতে যেন না পারে ওরা।' ইয়েটসের কাঁধ স্পর্শ করল ও এবার। 'কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো তুমি, তারপর চলে যাবে রানশ হাউসের কাছে। পিছনে একটা দরজা আছে। যদি পারো, বাড়িটার ভিতরে ঢুকে অপেক্ষা করবে চুপচাপ।'

'তুমি কী করবে?' জিজ্ঞেস করল ইয়েটস।

'উঠানে যাব,' শান্ত স্বরে বলল বেনন। 'গোলাগুলি শুরু হয়ে যাবার আগেই মেয়েটাকে নিয়ে সরে আসতে চেষ্টা করব।'

'কিন্তু কাজটা আমার!' প্রতিবাদের সুরে বলল ইয়েটস।

'ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে অনেকদিন ছিলাম আমি,' বলল বেনন। 'ওদের মতো করে নিঃশব্দে চলতে শিখেছি তখন। আমি গেলেই ভাল হবে।'

পেট ঘষটে খুব ধীরে ধীরে এগোল বেনন, মুখের একটা পাশ থাকল মাটির খুব কাছাকাছি। নরম মাটি পেরিয়ে উঠানের প্রান্তে পৌঁছে থামল। সাহস পেল না আর এগোতে। দুরমুজ করা শক্ত মাটিতে খসখস আওয়াজ করবে ওর পোশাক। রাতের নিস্তব্ধতায়

Boighar

ওই আওয়াজটুকুও শোনা যাবে পরিষ্কার।

উঠানের একপাশে তরুণী কার্লাকে শুয়ে থাকতে দেখল বেনন। মেয়েটার পাশে পাহারায় আছে একজন। সিগারেট ফুঁকছে লোকটা, অন্ধকারে তার সিগারেটের লাল আগুনটা স্পষ্ট দেখতে পেল ও। বার্নের কোনায় কাঁধ ঠেকিয়ে বসে আছে সিগারেট-খোর প্রহরী, মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক।

খুব সাবধানে নরম মাটি বেছে ধীরে ধীরে বার্নের পাশে চলে এলো বেনন, নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল, তারপর ভূতের মতো চলল প্রহরীর দিকে। একবার ঘাড় ফেরাল প্রহরী। পাথরের মূর্তি বনে গেল বেনন, শ্বাস আটকে অপেক্ষায় থাকল নিথর। লোকটার কনুই নড়তে দেখল ও। হাত তুলল প্রহরী। আরেকটা সিগারেট তৈরি করছে।

কাজটা শেষ করতে পারল না সে, তার আগেই বেননের ইস্পাত-দৃঢ় বাহু পিছন থেকে পেঁচিয়ে ধরল তার গলা। ডানহাতটা লোকটার মাথার তালুতে রাখল বেনন, বামহাতে ডানহাতের কব্জি শক্ত করে ধরে দু'হাতের চাপ বাড়িয়ে মোচড় দিল গায়ের জোরে। অনেক চর্চা করা কৌশল—দ্রুত, নিঃশব্দ, কার্যকর।

ধড়ফড় করে মুক্তি পেতে চাইল আতঙ্কিত প্রহরী। তার নড়াচড়ার আওয়াজে চমকে উঠে বসল তরুণী। হোল্ড ধরে থাকল বেনন, টের পেল, আস্তে আস্তে শিথিল হয়ে গেল লোকটা, জ্ঞান হারাল।

এবার তরুণীর পাশে চলে গেল বেনন, ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে আওয়াজ করতে নিষেধ করল নীরবে, তারপর দ্রুতহাতে কেটে দিল ওর হাতের বাঁধন।

অচেতন প্রহরীর রুমাল আর বেল্ট ব্যবহার করে লোকটাকে

বাঁধল ও। খুব ভাল হলো না বাঁধুনিটা, তবে কাজ চলবে। মাত্র দু'তিন মিনিট সময় দরকার ওর।

পুবের আকাশে এখনই ধূসর একটা অস্পষ্ট রেখা ফুটে উঠেছে। বেননের ধারণায় ছিল না এতটা সময় ধরে অপেক্ষা করেছে ওরা, তরুণীকে উদ্ধার করতে রওনা হবার পর পেরিয়ে গেছে এতখানি সময়।

কার্লাকে নিয়ে সরে পড়তে পা বাড়াল ও, আর তখনই শুনতে পেল আচমকা নড়াচড়া। 'রেইলি? কই যাচ্ছ মেয়েটাকে নিয়ে!' শোয়া থেকে উঠে দাঁড়াল একজন গানম্যান। 'রেইলি?' এবার সে বুঝতে পারল, যাকে উদ্দেশ্য করে বলছে, সে রেইলি নয়। 'অ্যাই, তুমি!' হুঙ্কার দিয়ে উঠল লোকটা।

'দৌড় দাও!' কার্লাকে তাগাদা দিল বেনন, তার আগেই ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে। তারও আগে ওর হাত চলে গেছে হোলস্টারের পাশে।

রাতের অন্ধকার চিরে দিল সিক্সগানের নল থেকে ছিটকে বেরোনো কমলা আগুনের ঝিলিক। আস্তাবল থেকে পাল্টা গুলির আওয়াজ হলো। মাটিতে শুয়ে পড়ে জবাব দিল বেনন, গড়িয়ে সরে যেতে চেষ্টা করল পানির চৌবাচ্চার আড়ালে।

বিপদের প্রথম চমকটা কাটিয়ে উঠেই রানশ হাউসের নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে ঝেড়ে দৌড় দিল টম বেরি। উঠে দাঁড়াল ব্র্যাড হেলমুট, 'তোকে পেয়েছি, শালার বেনন!' বলে চিৎকার দিয়েই গুলি ছুঁড়ল।

এক সেকেন্ড দেরি হয়ে গেল তার। টলমল করে ব্র্যাড হেলমুটকে পিছাতে দেখল বেনন। অস্ত্র তুলতে চেষ্টা করল লোকটা। খোলা মুখ দিয়ে গলগল করে বেরিয়ে এলো তাজা রক্ত। আরেকবার গুলি করল বেনন। ঝটকা খেয়ে ঘুরে চার হাত-

Boighar
ব্রাতা

পায়ে বসে পড়ল ব্র্যাড হেলমুট, তারপর পড়ে গেল মুখ থুবড়ে।

ট্রেইলে অতর্কিতে আক্রমণ করা যাবে না বুঝে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এসময় উঠানে ঢুকল পিট বন্ড ও রোনাল্ড রেইমন।

আচমকা আক্রান্ত হয়ে দুদ্দাড় করে ছুটে অন্ধকারে পালাল টম বেরির সঙ্গী দু'তিনজন আউট-ল।

বার্নের পাশ থেকে রানশ হাউস লক্ষ্য করে ছুটল বেনন। সামনের দরজায় হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতে দেখল ও স্টিফেন ইয়েটসকে। অস্ত্র ছুটে গেল স্পেশাল অফিসারের হাত থেকে। খামচি দিয়ে আবার সিক্সগানটা তুলে নিল ইয়েটস, টম বেরি তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়বার আগেই শরীর গড়িয়ে সরে গেল দরজার কাছ থেকে।

নিখুঁত লক্ষ্যে গুলি করবার ইচ্ছেটা টম বেরির এত প্রবল যে, কোথায় পা ফেলছে সেদিকে খেয়াল দিতে ভুলে গেল সে। রানশ হাউসের সিঁড়ির ধাপে কীসের উপর যেন পা ফেলে হড়কে গেল সঙ্গে সঙ্গে। তাল হারিয়ে পড়ে যেতে গিয়েও কোনওমতে বামহাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল দরজাটা। অর্ধেক ভিতরে থাকল তার দেহ, অর্ধেকটা বাইরে। সামলে নিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে মেঝে থেকে সিক্সগান তুলে নিতে দেরি হলো না তার।

কিন্তু দেরি বেননেরও হয়নি। ওর গুলি সরাসরি বিঁধল টার্গেটে। বুকে গুলি বিঁধতেই এক পা পিছাল দানবের মতো প্রকাণ্ডদেহী লোকটা, বসে পড়ল ধীরে ধীরে। ব্যথায় বিকৃত চেহারায় তাকাল বেননের দিকে, তারপর তার হাত থেকে আস্তে করে পিছলে পড়ে গেল সিক্সগান। অস্ত্রটার উপর পড়ল টম বেরির লাশ।

নীরবতা নামল চারপাশে। পালিয়ে গেছে দু'তিনজন আউটল। ফিরবে না তারা। আর কোনও স্বার্থ নেই তাদের

বইঘর.কম

এখানে।

রানশ হাউসের দরজার সামনে, খুনে শয়তানটার লাশের পাশে থামল বেনন, ঝুঁকে তুলে নিল তার অস্ত্রটা। .৪১ ক্যালিবারের সিক্সগান।

বেননের পাশে চলে এলো স্টিফেন ইয়েটস। 'সহজেই আমাকে খতম করে দিতে পারত লোকটা,' বলল চাপা স্বরে। 'কিন্তু হঠাৎ পড়ে গেল কেন?'

উবু হয়ে সীসার তৈরি একটা চেপ্টে যাওয়া বুলেট তুলল বেনন সিঁড়ির ধাপ থেকে, গম্ভীর চেহারায় বলল, 'জন মার্টিনকে যখন কবর দিতে গেলাম, তখন আমার কাছ থেকে ভুলে পড়ে গিয়েছিল এটা এখানে। বুলেটের উপর পা দিয়ে ফেলেছিল টম বেরি।' গুলিটা দু'আঙুলে ধরে দেখল বেনন। 'টম বেরির অস্ত্র থেকেই বেরিয়েছিল গুলিটা... আজ থেকে ষোলো বছর আগে!'

*

রানশ হাউস থেকে সিকি মাইল দূরে ছোট্ট ক্যাম্পফায়ারের ওপাশে বসা মানুষগুলোর দিকে তাকাল কার্লা। ভোরের আলো ফুটে উঠছে। কফির মগে চুমুক দিচ্ছে পুরুষরা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেননের দিকে তাকাল কার্লা, মৃদু স্বরে বলল, 'স্টিফেনের কাছে শুনেছি তুমি কতটা করেছ, মিস্টার বেনন। বাবা-মা সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না আমি। মিস্টার বেরির বোনের কাছে যখন থাকতে যাই, তখন আমার বয়স ছিল মাত্র তিনবছর।'

'টম বেরি তোমাকে প্রথমে ব্যবহার করছিল মিসেস মার্টিনের ওপর প্রভাব খাটাতে,' বলল বেনন। 'কিন্তু তুমি যখন বড় হলে, আর ওর বোন তোমার ছবি পাঠাল, তখন মাথায় অন্য চিন্তা ভর করল টম বেরির।'

'ওই রানশটা তা হলে সত্যিই আমার বাবার?'

BanglaBook.org

'তোমার মা আর তোমাকে নিয়ে থাকবে বলে ওটা তৈরি করেছিল তোমার বাবা,' বলল বেনন। 'অনেক পরিশ্রমে খুব যত্ন করে তৈরি করেছিল। সুখী মানুষ ছিল সে। পছন্দের মেয়েটিকে পেয়েছিল, বসত গড়েছিল পছন্দের জায়গায়।'

উঠে দাঁড়াল বেনন, হোটেলে ফিরতে হবে ওকে। রেঞ্জার চিফকে একটা চিঠি লিখে জানাতে হবে এদিকের ঘটনা। কার্লার মিষ্টি মুখটা একমুহূর্ত দেখল ও, তারপর বলল, 'বাড়িটা বানানো হয়েছিল দু'জন দু'জনকে ভালবাসে, এমন এক দম্পতির জন্যে।'

'স্টিফেনও তা-ই বলেছে আমাকে,' বলল তরুণী কার্লা। 'না হলে এত যত্ন করে বানাত না বাবা।'

'অবহেলায় ফেলে না রেখে বাড়িটাতে বাস করতে পারে নতুন কোনও দম্পতি,' মৃদু হেসে বলল বেনন। 'এমন দু'জন, যারা ভালবাসে পরস্পরকে।' কার্লা ও স্টিফেন ইয়েটসের উপর আরেকবার ঘুরে এলো ওর দৃষ্টি। ঘোড়ায় চেপে বসল ও, রওনা হবার আগে বলল, 'দেখা হবে শহরে।'

বইঘর.কম

ত্রাতা

কুটিরের দরজার দুই কবাটের ফাঁক দিয়ে নিষ্কম্প হাতে তাক করে রাখা ·৫০ ক্যালিবারের শার্প্‌স্ রাইফেলটাকে উপেক্ষা করবার উপায় নেই কোনও। নির্বোধ ছাড়া আর কেউ উপেক্ষা করবে না ওটাকে।

'ওখানেই দাঁড়াও তোমরা, মিস্টার!'

রাইফেলধারীকে দেখা যাচ্ছে না, তবে গলাটা কচি, কোনও কিশোরের, কিন্তু তার বলা কথাটায় কর্তৃত্বের সুর স্পষ্ট। ট্রিগার টিপতে খুব একটা বেশি বয়স লাগে না। রক বেনন আর হিরাম ব্যাগলে যে এতোদিন ধরে আইনবিহীন নিষ্ঠুর পশ্চিমে টিকে আছে, তার অন্যতম প্রধান কারণই হলো, ওরা জানে ঠিক কোথায় ওদের থামতে হবে।

'জোসেফের কাছে এসেছি আমরা,' নরম সুরে বলল বেনন। ঘোড়া থামিয়ে ফেলেছে ও।

'সে এখানে নেই।' অদৃশ্য কিশোরের গলায় কেমন যেন চাপা রাগ।

'রাইফেলটা নামাও, বাছা,' বলল ব্যাগলে। বেননের পাশে স্যাডলে ঝুঁকে বসে আছে সে এক হাতে রাশ ধরে। 'আমরা এখানে ঝামেলা করতে আসিনি।'

ওর কথার কোনও জবাব দেয়া হলো না। ওদের দিক থেকে সরল না রাইফেলের নল। কালো নলের গোল ফুটোটার দিকে তাকিয়ে ব্যাগলের মনে হলো, এতো কুৎসিত জিনিস জীবনে আর কখনও দেখেনি। বুঝতে পারছে, রাইফেলটার পেছনে যে-ই থাকুক, বয়স তার যতো কমই হোক, একবার সিদ্ধান্ত নিলে সেটা নড়চড় করবার বান্দা নয় সে।

'জোসেফ কোথায়?' জিজ্ঞেস করল বেনন। 'এটাই তো জোসেফ হল্টের খামার?'

'তাকে... নিয়ে গেছে ওরা।'

বেননের মনে হলো, কিশোর ছেলেটার গলাটা কেমন যেন ধরে এসেছিল কথাটা বলতে গিয়ে, যেন কান্না চাপছে।

'কারা নিয়ে গেছে?' আবার প্রশ্ন করল বেনন।

'আইনের লোক এসেছিল। তারা।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল বেননের। ও মুখ খোলার আগেই ব্যাগলে জিজ্ঞেস করল, 'আইনের লোক ওকে ধরে নিয়ে যাবে কেন? কী করেছিল ও?'

'নিউম্যান ট্যাটন অভিযোগ করেছে তার একটা ঘোড়াকে বিষ খাইয়েছে বাবা,' বলল ছেলেটা। 'কক্ষনো অমন কাজ করবে না বাবা।'

'এন টি রানশের নিউম্যান ট্যাটন?' চেহারাটা গম্ভীর হয়ে গেল বেননের। 'রাইফেলটা নামাও, খোকা, আমরা তোমার বাবার শত্রু নই।'

খানিকটা সময় পেরিয়ে গেল, রাইফেল নামানো হলো না। তারপর দ্বিধা কাটিয়ে উঠল ছেলেটা, রাইফেল অদৃশ্য হলো। এবার কুটিরের দরজার কবাট ঠেলে বেরিয়ে এলো চিকন-চাকন, হালকা-পাতলা এক কিশোর। বড়জোর বারো হবে ওর বয়স

বইঘর.কম

সরু কোমরে বেল্ট, তাতে একটা ·৪৫ কোল্ট সিক্সগান গুঁজে রেখেছে। বেমানান লাগছে ওটা দেখতে। বেনন ধারণা করল, অস্ত্রটা ছেলেটার বাবা জোসেফ হল্টের।

ব্যাগলে আর বেনন, দু'জনই একদৃষ্টিতে দেখছে ছেলেটাকে। ওদের অভিজ্ঞতা বলে দিল, বয়স যতো কমই হোক্ না কেন, কাপুরুষ নয় ছেলেটা, দায়িত্ব পালনে পিছপা হবে না এ। আর দায়িত্বশীল হওয়াটা সম্মান পাবার প্রথম শর্ত। বাবার মতোই হয়েছে ছেলেটা। ভাঙবে, কিন্তু মচকাবে না।

আস্তে আস্তে উঠান পেরিয়ে হেঁটে আসছে ছেলেটা, সতর্ক হয়ে আছে, বিশ্বাস করছে না আগন্তুক দু'জনকে। সিক্সগানের বাঁটের পাশে ঝুলছে তার ডানহাতটা। বাইরের গেটের কাছে চলে এলো কিশোর, কিন্তু খুলল না ওটা।

'জোসেফ যে ঘোড়াটাকে বিষ খাওয়ায়নি, সেটা আমি হলফ করে বলতে পারি,' বলল ব্যাগলে। 'ওরকম নীচ লোক হলে কখনও আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হতে পারত না ওর।'

'তোমরা বাবার বন্ধু?' কিশোরের চোখে আশার আলো জ্বলে উঠেও নিভে গেল দপ করে। 'বাবাকে ফাঁসিতে ঝোলাবে ওরা।' কথাটা বলতে গিয়ে ভেঙে গেল ছেলেটার গলা।

'আমরা বেঁচে থাকতে কেউ ওরকম কিছু করতে পারবে না,' নির্দ্বিধায় বলল ব্যাগলে। ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল ও। 'আমরা যখন শেষ আসি, তখন তোমার মা বেঁচে ছিল। ওই বাড়িটা এখন পারভিস ট্যাটনের লাইন ক্যাম্প। ওখান থেকে সরেই এখানে এসে বাড়ি করে তোমার বাবা। তারপর আইনের সঙ্গে একটু বেকায়দা রকম মাখামাখি হওয়ায় আমরা আর এদিকে আসিনি। তুমি তখন এক বছরের ছিলে, রবার্ট। ...আমি হিরাম ব্যাগলে।' বেননকে দেখাল ও। 'ও রক বেনন। আমাদের নাম তোমার

Boighar

বাবার মুখে শুনেছ কখনও?'

ঘনঘন মাথা ঝাঁকাল ছেলেটা। 'অনেকবার শুনেছি, কিন্তু বাবার বলা সব ঘটনা বিশ্বাস করতে পারিনি।'

'যেমন?' কৌতূহল বোধ করায় জিজ্ঞেস করল ব্যাগলে।

'যেমন তোমরা দু'জন একবার নয়জন আউট-লর বিরুদ্ধে গানফাইটে নেমে খতম করে দিয়েছিলে সবাইকে। তারা সবাই ছিল চালুহাত। তোমাদের গায়ে আঁচড়ও লাগেনি।'

'সে তো অনেকদিন আগের কথা,' বলল ব্যাগলে, 'ওরা চালুহাত হলেও প্রত্যেকে একটা সিক্সগান ব্যবহার করতে অভ্যস্ত ছিল। তার মানে নয়টা সিক্সগান। আমাদের দু'জনের দু'হাতে ছিল চারটে। ওরা পরস্পরের কাছ থেকে সামান্য দূরত্বে দাঁড়িয়ে ছিল, আর আমরা দু'জন মাঝখানে পনেরো ফুট দূরত্ব রেখে দাঁড়িয়েছিলাম। কাজেই...'

'এখানে কী ঘটেছিল খুলে বলো তো, রবার্ট,' ব্যাগলেকে থামিয়ে দিয়ে বলল বেনন। কথা বলবার সুযোগ দিলে পুরো ঘটনা আগাপাশতলা বয়ান না করে থামবে না ব্যাগলে। 'কী প্রমাণ আছে জোসেফের বিরুদ্ধে?'

'প্রমাণ? প্রমাণের আসলে কোনও দরকার নেই, ক্ষমতা নিউম্যান ট্যাটনের হাতে,' নিচু গলায় বলল রবার্ট। 'এই এলাকায় যা খুশি করতে পারে সে। আগেও কয়েকবার বাবাকে এখান থেকে তাড়াতে চেয়েছে সে, বলেছে তার রানশের এতো কাছে কোনও জেল-ঘুঘু থাকুক সেটা সে চায় না।' জেল-ঘুঘু কথাটা বলবার সময় বেনন আর ব্যাগলের চেহারার উপর ঘুরল কিশোরের চোখ। ওদের প্রতিক্রিয়াটা কী ধরনের হয় সেটা থেকে আন্দাজ করতে চেষ্টা করল, সত্যি ওরা ওর বাবার বন্ধু কি না। এখনও নিশ্চিত নয় সে। এমনও হতে পারে, ট্যাটনই পাঠিয়েছে

বইঘর.কম

এদের। কিন্তু আগন্তুকদের চেহারায় অনুভূতির কোনও ছাপ খুঁজে পেল না কিশোর। খানিক চুপ করে থাকল। বেনন আর ব্যাগলে কিছু না বলায় আবার শুরু করল: 'তারপর ভালমত রানশের কাজ শুরু করবে বলে পিটার সুয়েযির কাছ থেকে হেরিফোর্ড ষাঁড়টা কিনল বাবা। এতে খেপে একেবারে বোম হয়ে গেল নিউম্যান ট্যাটন। ওটার ওপর অনেকদিন থেকেই চোখ ছিল তার। অনেক টাকা সেধেছিল ওটার জন্য সে মিস্টার সুয়েযিকে, কিন্তু মিস্টার সুয়েযি জানত ষাঁড়টা বাবার পছন্দ, কাজেই ট্যাটনের কাছে বিক্রি না করে অনেক কম দামে বাবার কাছে ওটা বিক্রি করে দিল সে। বিক্রি তাকে করতেই হতো, নতুন বসতি করতে আরও পশ্চিমে চলে গেছে সে।'

'সুয়েযিকে বেশ কয়েকবার ভরাডুবি থেকে বাঁচিয়েছে জোসেফ,' বলল বেনন। 'দাম যা-ই হোক, সুয়েযি যে ট্যাটনের বদলে জোসেফের কাছেই ষাঁড়টা বিক্রি করবে, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।'

'কিন্তু ওই ট্যাটনাটা এর ফলে আরও খেপেছে,' কপাল কুঁচকে বলল ব্যাগলে। ওর মনে পড়ে গেল জোসেফ হল্ট কীরকম পরোপকারী লোক। বছর পনেরো আগে একবার স্যান অ্যান্টনিয়োতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে পিটার সুয়েযি। রানশে একা ছিল ওর স্ত্রী আর বাচ্চা ছেলেটা। সুয়েযি রানশ ছাড়ার দু'দিন পর গুটি বসন্তে আক্রান্ত হয় তারা। জোসেফ হল্ট ছাড়া প্রতিবেশীদের আর কেউ ভয়ঙ্কর ছোঁয়াচে রোগের ভয়ে তাদের সেবা করতে যায়নি। নিজে আক্রান্ত হবার প্রবল আশঙ্কা আছে জেনেও সুয়েযির মৃতপ্রায় স্ত্রী আর বাচ্চা ছেলেটার পাশে থেকে সর্বক্ষণ সেবা করেছিল জোসেফ। সেই সঙ্গে বিশ্রামের সময়টায় রানশের যাবতীয় কাজও করে গেছে। তারপর মাসখানেক ভুগে

Boighar

সেরে উঠল সুয়েযির স্ত্রী আর বাচ্চা। সুয়েযিও ফিরে এলো এর ক'দিন পর। বিদায় নিয়ে নিজের কুটিরে ফিরল হল্ট। কৃতজ্ঞ সুয়েযি টাকা সাধায় হল্ট শুধু মৃদু হেসে বলেছিল, আমি জানি, আমার জায়গায় তুমি হলেও প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য মনে করে এটুকু করতে, কাজেই কোনও প্রশ্নই আসে না টাকা নেয়ার।

পিটার সুয়েযি উপকারীকে ভুলে যাবার মতো লোক নয়।

'নিউম্যান ট্যাটনের কালো মেয়ারটা মারা গেছে,' কিশোর রবার্ট হল্টের কথায় চটকা ভাঙল ব্যাগলের। 'নিউম্যান বাবাকে দায়ী করে বলেছে, বাবাই ওটাকে বিষ খাইয়ে মেরেছে।' বেননের দিকে তাকাল ছেলেটা। 'তুমি জানতে চাইছিলে, কী প্রমাণ আছে। মেয়ারটা আমাদের বেড়ার কাছে মরে পড়ে ছিল। তার আগে ওটার মুখে ফেনা উঠে গিয়েছিল। খুব কষ্ট পেয়ে মরেছে। মরার আগে হাত-পা ছুঁড়েছিল অনেক, মাটিতে ক্ষুরের দাগ দেখে বোঝা যায়।'

'তাতে কী হলো?' ভ্রূ কুঁচকে গেল বেননের। 'এটা তো জোসেফের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ হলো না।'

'হিউজ গিলবার্ট সাক্ষ্য দিয়েছে, বাবা মেয়ারটাকে বিষ দেয়ার সময় নিজের চোখে দেখেছে সে। হিউজ গিলবার্টও আমাদের জমিটা চেয়েছিল, বাবা আগে এসে ক্লেইম ফাইল করায় পায়নি। সেই থেকে বাবার ওপর চটে আছে লোকটা।'

'আচ্ছা!' ঘোড়া থেকে নামল বেনন, রাশ ধরে সামনে বাড়ল। 'তা হলে তো কেস ভাল মতোই সাজিয়েছে! ঠিক আছে, রবার্ট, ঘরে চলো, ভাবতে হবে এ নিয়ে।'

একটু ইতস্তত করে ফটকটা খুলে দিল কিশোর রবার্ট হল্ট।

'এক মগ গরম কফি খেলেই মাথা খুলে যাবে আমার,' বেননের পাশে পা বাড়াল ব্যাগলে।

বইঘর.কম

ফ্যাকাসে হয়ে গেল কিশোর ছেলেটার অনাহারক্লিষ্ট শুকনো চেহারা। 'ঘরে কফি নেই। ...আসলে··· খাবার বলতে নেই-ই কিছু। বাবা না থাকায় শিকার করা সম্ভব হয়নি আমার পক্ষে। কেবিনটা পাহারা দিতে গিয়ে এখানেই রয়ে যেতে হয়েছে। আমি সত্যি দুঃখিত, আতিথেয়তা করতে পারছি না। তবে শহরে গেলে খাবার কিনতে পাবে তোমরা।'

মনে মনে ছেলেটার প্রশংসা করল বেনন আর ব্যাগলে। খাবার কিছু নেই, চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে খায়নি ছেলেটা অন্তত দু'দিন, কিন্তু নিজের অসহায়ত্ব মুখ ফুটে বলতে আত্মসম্মানে বাধছে ওর। এ এমন এক ছেলে, যে কখনও ভিক্ষা চাইবে না, বলবে, *একটা কাজ দিতে পারেন?*

এক টানে স্যাডল-ব্যাগটা নামিয়ে ফেলল বেনন ঘোড়ার পিঠ থেকে। মৃদু হাসল। 'তোমাদের বাড়ির আগুনটা ব্যবহার করতে পারি তো? ভীষণ খিদে লেগেছে আমার। ব্যাগলে আর আমার স্যাডল-ব্যাগে বেশ কয়েকদিন চলে যাবার মতো খাবার আর কফি আছে। এখন রাঁধার সমস্যায় পড়েছি। তা ছাড়া, মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই পেলে খুব উপকার হবে আমাদের।'

ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাল বোদ্ধা ব্যাগলে।

কিশোর রবার্টও বোধহয় বুঝেছে বেনন আর ব্যাগলের মনোভাব, মুখটা লালচে হয়ে গেল ওর।

তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পাল্টাল বেনন, 'ব্যাগলের ঘোড়াটা দেখেছ, রবার্ট? জ্যাক র‍্যাবিটের মতো ছুটতে পারে ওটা। মাইলের পর মাইল পেরিয়েও ক্লান্ত হয় না। তোমাদের তো ঘোড়ার খামার, ভাবছি ওরকম একটা ঘোড়া হয়তো তোমাদের এখানে পেয়েও যেতে পারি। পেলে ন্যায্য দামে খুশি মনে কিনে নেব আমি। ব্যাগলের মতোই কখনও কখনও খুব দ্রুত পথ চলতে হয়

Boighar

আমাকেও।'

রবার্ট হল্ট বুঝতে পারল না কৌশলে ওর হাতে টাকা দেয়ার চিন্তা থেকেই কথাটা বলেছে বেনন। একটু শঙ্কিত দেখাল ছেলেটাকে। জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের কি আইন খুঁজছে?'

মাথা নাড়ল ব্যাগলে। 'না, আইনের এপারে থাকাই লাভজনক আমাদের জন্যে।'

বেনন বলল, 'আউট-ল জীবনটা খুব কঠিন। সর্বক্ষণ তোমাকে ভয়ে ভয়ে থাকতে হবে, এই বুঝি আইনের কেউ চিনে ফেলল, অথবা খুন করার চেষ্টা করল দ্রুত নাম করতে চাওয়া নতুন কোনও গানম্যান।'

কুটিরের কাছে চলে এসেছে ওরা। ঘোড়া দুটোকে ছেড়ে দিল বেনন আর ব্যাগলে। কুটিরের ভিতর সামান্য নড়াচড়ার আভাস চোখে পড়ল বেননের। ঢুকল ও ভিতরে। কেবিনটাকে দু'ভাগ করেছে একটা সস্তা পর্দা। সামান্য দুলছে পর্দাটা। এই মাত্র সরে চলে গেছে কেউ ওপাশে।

'লিন্ডসি কোথায়? বিয়ে হয়ে গেছে না কি ওর?' রবার্টকে জিজ্ঞেস করল ব্যাগলে। 'ওর হয়তো আমাদেরকে মনে আছে।'

চুপ করে থাকল ছেলেটা, এ-ব্যাপারে কথা বলতে চায় না। হতে পারে এই লোক দু'জন ওর বাবার বন্ধু, আবার তা না-ও হতে পারে। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকল সে, দেয়ালে ঠেস দেয়া রাইফেলটার কাছে।

সন্ধ্যা ঘনাচ্ছে। কেবিনের ভিতরটা প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। আনাড়ি হাতে তৈরি খাটো টেবিলের উপর কেরোসিনের লণ্ঠনটা দেখতে পেয়ে ওটা জ্বালল বেনন। এবার বলল, 'লিন্ডসিকে আসতে বলো। নিশ্চয়ই খিদে লেগেছে ওরও?'

কিশোর রবার্টের চেহারায় দ্বিধার ছাপ পড়ল, ইতস্তত করল

বইঘর.কম

সে। দুলে উঠল পর্দাটা। এক সদ্য তরুণী ঢুকল ঘরে, বয়স হবে সতেরো কী আঠারো। কোমল চেহারায় লজ্জার লালিমা। বেনন আর ব্যাগলেকে একপলক দেখে মিষ্টি গলায় বলল, 'যদিও খুব ছোট ছিলাম, তবুও তোমাদের দেখেই চেহারাগুলো পরিচিত মনে হচ্ছিল আমার। অবশ্য মিস্টার বেনন তখন আরও চিকন ছিল, যতদূর মনে পড়ে হালকা গোঁফ উঠেছিল দেখেছিলাম। ...তবে আঙ্কেল ব্যাগলে, আপনি বদলাননি মোটেও।'

পুরু কাঁচা-পাকা গোঁফে তা দিল গম্ভীর ব্যাগলে। 'বদলাব কেন, ভাতিজী, আমার বয়স গত পঁচিশ বছর ধরে এখনও সেই উনিশেই আটকে আছে।'

হেসে ফেলল মেয়েটা। বোনের খানিকটা কাছে সরে এলো রবার্ট। রাইফেলটা এখন ওর থেকে বেশ দূরে। বেনন বলল, 'রবার্ট, প্রথমে ভেবেছিলাম লিন্ডসির বিয়ে হয়ে গেছে, তা-ই নিজে রাঁধব ঠিক করেছিলাম। কিন্তু আমাদের লিন্ডসি যখন এখনও সুন্দর-সুপুরুষ কোনও কাউহ্যান্ডের আদরের বউ হয়নি, তো ও-ই রাঁধুক। আমার রান্না আমি নিজেই মুখে তুলতে পারি না, শুধু বেঁচে থাকার জন্যে খেতে বাধ্য হই। আর ব্যাগলের রান্না মানে তো বিষ। কাজেই চলো, আমরা ঘোড়াগুলোকে ঠিকঠাক মতো রেখে আসি, লিন্ডসি রাতের খাবার তৈরি করুক।'

রেগে গিয়ে চোখ পাকিয়ে বেননের দিকে তাকাল ব্যাগলে নিজের রান্নার বদনাম শুনে। 'রক বেনন! ভুলে যেয়ো না দু'দিন তোমার রান্না খেলে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে দিতে চামড়া ছিলে যায়। কোথাকার চামড়া সেটা আর বললাম না।'

'চলো, বুড়ো শকুন,' ব্যাগলে খেপে উঠে আরও বে-ফাঁস কিছু বলবার আগেই ওর কাঁধে হাত রাখল বেনন। 'রাইফেলগুলো ভেতরে নিয়ে আসতে হবে। নিউম্যান ট্যাটনের মতো প্রভাবশালী

Boighar

খারাপ মানুষ যখন আমাদের শত্রু, তখন কোনও ঝুঁকি নেয়া যায় না।'

'চলো।' বেননের পাশে এগোল ব্যাগলে।

অসম বয়সী দুই বন্ধুর সঙ্গে উঠানে বেরিয়ে এলো রবার্টও, ব্যস্ত হয়ে পড়ল ওরা ঘোড়া দুটোর ঘর্মাক্ত গা দলাইমলাই করতে। স্যাডল খুলে নিয়েছে আগেই। রাইফেল দুটো হাতের কাছেই রাখল সর্বক্ষণ ব্যাগলে আর বেনন।

বেশ কিছুক্ষণ পর ঘোড়া দুটোকে আস্তাবলে রেখে খড় দিল রবার্ট। কেবিনে ফিরল ওরা তিনজন, ততোক্ষণে রাতের আঁধার ঘনিয়েছে।

কেবিনের ভিতরে গরম কড়া কফি আর মাংস ভাজার চমৎকার গন্ধ পেয়ে কতোটা খিদে লেগেছে টের পেল ওরা। পেঁয়াজের সঙ্গে আলুও ভেজেছে লিন্ডসি।

প্রত্যেকের বাসনে খাবার বেড়ে দিল তরুণী লিন্ডসি, তারপর সবার শেষে নিজে নিল।

মুখে এক লোকমা তুলেই আন্তরিক প্রশংসা করল ব্যাগলে। 'ঠিক মায়ের রান্নার হাতটা পেয়েছ তুমি, ভাতিজী। আর খাবার বাড়া দেখে বুঝতে পারলাম, যার বউ হবে তার কপালটা খুব ভাল।'

লাল হয়ে গেল লিন্ডসির চেহারা।

সত্যি খুব সুস্বাদু হয়েছে রান্না, মনে মনে সায় দিল বেনন। কাজের কথায় এলো। 'রবার্ট, লিন্ডসি, শুরু থেকে বলো তো জোসেফকে যারা ধরতে এসেছিল, তারা কী বলেছিল।'

শুরু করল রবার্ট। বেশি কিছু বলবার নেই ওর। যা বলবার আগেই বলে ফেলেছে। দু'মিনিট পুরো হবার আগেই ওর কথা ফুরিয়ে গেল। লিন্ডসিরও নতুন কিছু বলবার নেই। খাওয়ায় মন

বইঘর.কম

দিল সবাই।

বেননের মনে পড়ল, এগারো বছর আগে একবার গ্রেফতার করা হয় জোসেফ হল্টকে। পুরো এক বছর জেল খাটে সে। অন্যায় বিচারের শিকার হয়েছিল জোসেফ। ব্যাগলে আর ওর অন্তত তা-ই ধারণা। তখন গরুর খামার ছিল জোসেফের। একটা বেড়া ছিঁড়ে ফেলেছিল সে। শয়তানি করে বেড়াটা দিয়েছিল পারভিস ট্যাটন, যাতে জোসেফের গরুগুলো পানির কাছে যেতে না পারে। সোজা কথায়, জোসেফকে উৎখাতের জন্যই বেড়াটা দেয় সে। পশ্চিমের জুরিরা সাধারণত এরকম পরিস্থিতিতে জোসেফকে দায়ী করবে না, কিন্তু ওখানে জুরিরা ছিল পারভিস ট্যাটনের পকেটে। উকিল আর জাজ ছিল ট্যাটন পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। টাকা ছিল না বলে উকিল নিয়োগ করতে পারেনি জোসেফ হল্ট, নিজের কেস ও নিজেই লড়েছিল। বেনন কোনও বিচারক নয়, তবে কী ঠিক আর কী বেঠিক সে-সম্বন্ধে নিজস্ব স্থির ধারণা আছে ওর। জোসেফ হল্ট কোনওমতেই দোষী ছিল না। ওরকম পরিস্থিতি সৃষ্টি হলেও ও নিজেও বেড়া ছিঁড়ে ফেলত।

'কেসটা কোর্টে উঠবে কবে?' জিজ্ঞেস করল বেনন। বুঝতে পারছে, এখানে বিচারের যে অভিনয়টা করা হবে, সেটা আসলে হবে শুধুই প্রহসন। নিউম্যান ট্যাটনের অনুগত লোকরা বিচার করবে এখানে, ঠিক যেমন এগারো বছর আগে জোসেফের উপর অন্যায় বিচার চাপিয়ে দিয়েছিল নিউম্যানের বড় ভাই পারভিস ট্যাটনের অনুগত লোকরা। তবে এবার বিচারের ফলাফল হবে ভয়ঙ্কর। ফাঁসিতে ঝুলে মরতে হবে জোসেফকে, যদি না অন্যায় রায়টা ঠেকাতে পারে ও আর ব্যাগলে।

'আগামী পরশুদিন কোর্টে উঠবে কেস,' জানাল রবার্ট।

আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল বেনন। 'আগামীকাল তোমাদের

Boighar

সেরা পোশাক পরবে তোমরা, লিন্ডসি, রবার্ট। বাকবোর্ডে করে শহরে যাবে। যাব আমরাও। আমার ধারণা জোসেফকে ছাড়িয়ে আনতে পারব আমি।'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে বেননের দিকে তাকাল ব্যাগলে।

'কাল সকালে ঘোড়াটা যেখানে মারা গেছে, ওখানে সরেজমিনে তদন্ত করতে যাব আমরা,' বলল বেনন।

রাতে আস্তাবলে খড়ের বিছানায় ঘুমাল ওরা দু' বন্ধু।

পরদিন সূর্য ওঠার আগেই রওনা হলো, রবার্টের বলে দেয়া ক্যানিয়নের ভিতর দিয়ে উপরের দিকে চলেছে ওরা।

মৃত ঘোড়াটাকে খুঁজে বের করতে কোনও অসুবিধেই হলো না। ছোট ছোট ঝোপঝাড় ঘেরা একটা অগভীর জলার পাশে পড়ে আছে ওটা। বেনন আর ব্যাগলে, দু'জনই ঘোড়া থেকে নেমে জায়গাটা ঘুরে দেখতে শুরু করল। পাথরগুলো দেখছে, দেখছে বেশ খানিকটা দূরের ক্যানিয়নের দেয়াল। তবে দু'জনের কেউ জানে না, ঠিক কী খুঁজছে। পনেরো মিনিট পর ওয়াটার হোলটার কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। ডোবার ধারের ভেজা মাটিতে ঘাস আর বিভিন্ন খুদে উদ্ভিদ জন্মেছে।

একটা বিশেষ উদ্ভিদ মাটি থেকে তুলে আনল ব্যাগলে, বেননকে দেখাল। মাথা ঝাঁকাল বেনন গম্ভীর চেহারায়।

গাছটার পাতা দু'ভাগে চেরা। শেকড়ে গোল গোল কিছু ফোলা অংশ আছে। দেখলে মনে হয় শেকড়টাকে অনেকগুলো আঙটি পরানো হয়েছে।

ব্যাগলের কাছ থেকে উদ্ভিদটা নিয়ে বুক পকেটে রেখে দিল বেনন। যা জানার ছিল, জানা হয়ে গেছে ওদের, এবার দেরি না করে ফিরে চলল ওরা।

জোসেফ হল্টের খামারের কাছাকাছি এসে পরপর কয়েকটা

বইঘর.কম

গুলির আওয়াজ শুনতে পেল দু'জন। শার্পসের ভোঁতা গর্জন ভেসে এলো পরক্ষণেই। রাশে দোলা দিয়ে ঘোড়ার গতি বাড়াল বেনন-ব্যাগলে। ব্র্যাঞ্চ ক্যানিয়ন থেকে বেরিয়েই ওরা দেখতে পেল, ছোট্ট কেবিনটাকে ঘিরে ফেলেছে চারজন লোক। আস্তাবল থেকে তীক্ষ্ণ নারীকণ্ঠের ধমক ভেসে এলো। ধক্ করে উঠল বেনন আর ব্যাগলের বুক। তীরের মতো ঘোড়া ছুটিয়ে খামারবাড়ির উঠানে ঢুকল ওরা, বাঁ-হাতে কষে রাশ টেনে একগাদা ধুলো উড়িয়ে থামল। দু'জনেরই ডানহাত মুক্ত, সিক্সগানের বাঁটের কাছে ঝুলছে।

চারজন হামলাকারীর একজন, লম্বা মতো নিষ্ঠুর চেহারার এক লোক—সে-ই সম্ভবত দলনেতা—ঘোড়াটা হাঁটিয়ে এগিয়ে এলো ওদের দিকে। কড়া চোখে দেখছে বেনন আর ব্যাগলেকে। 'সরে পড়ো স্ট্রেঞ্জার্স। এটা ব্যক্তিগত লড়াই।'

'আমরা স্ট্রেঞ্জার নই,' কর্কশ শোনাল ব্যাগলের গলা। 'আমরা রেঞ্জার। অস্থায়ী রেঞ্জার।'

'তোমার কুকুরগুলোকে অস্ত্র খাপে পুরে ফেলতে বলো,' শীতল স্বরে নির্দেশ দিল বেনন, 'নইলে আমার প্রথম গুলিটা তোমার কপালে ঢুকবে।'

তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল লোকটা। 'ইচ্ছে করলে আমি...'

বেননের সিক্সগানটা তার কপালের দিকে তাক করা দেখে থমকে গেল সে হঠাৎ। ওটা কখন বেরিয়ে এসেছে, দেখেনি সে।

নিজের তৈরি বিদঘুটে দোনলা অস্ত্রটা ধীরেসুস্থে বের করল ব্যাগলে বাঁ দিকের হোলস্টার থেকে। ওটা সিক্সগানের গুলি তো ছোঁড়েই, হ্যামারটা নির্দিষ্ট জায়গায় বসিয়ে নিলে শটগানের গুলিও ছোঁড়ে। জিনিসটা দেখতে ভীতিকর, ছোটখাটো একটা কামানের মতো। শটগান শেলের একটা গুলি করে বাকি তিন বন্দুকবাজের

Boighar

দৃষ্টি আকর্ষণ করল ব্যাগলে। এখন ওর ডানহাতেও বেরিয়ে এসেছে সিক্সগান। খোদ নরকের শয়তানের মতো দেখাচ্ছে ব্যাগলেকে। একজন গানম্যানও নিজেদের সিক্সশ্যুটার বের করার সাহস পেল না।

হাতের ইশারায় তাদের আরও কাছে আসতে নির্দেশ দিল বেনন।

আস্তাবল থেকে লিন্ডসির কাতর চিৎকার ভেসে এলো। বেননের দিকে একবার চট্ করে তাকাল ব্যাগলে, বেনন আস্তে করে মাথা দোলাতেই ঘোড়া ছোটাল ও আস্তাবলের দিকে। গতি না কমিয়েই ঢুকে পড়ল ভিতরে।

হোঁৎকা এক লোক লিন্ডসিকে জাপ্টে ধরে মাটিতে ফেলবার চেষ্টা করছে, সেই সঙ্গে কাপড় ছেঁড়ার চেষ্টাও আছে। গালে তার আঁচড়ের লম্বা দাগ। রক্ত বের হচ্ছে অল্প অল্প। প্রাণপণে নিজেকে ছোটাতে চেষ্টা করছে লিন্ডসি ব্যাগলের উপস্থিতিতে লোকটা মত বদলে ছেড়ে দিল লিন্ডসিকে, চট্ করে হাত বাড়াল সিক্সশ্যুটারের দিকে।

গুলি করল না ব্যাগলে, পৌঁছে গেছে ও লোকটার বেশ কাছে। রাশ ছেড়ে হালকা চাপড় মারল ও ঘোড়ার ঘাড়ের পাশে। এই ইঙ্গিত ব্যাগলের ট্রেইনিং পাওয়া ঘোড়াটার অতি পরিচিত। গতিপথ একটু পাল্টে একপাশের কাঁধ দিয়ে প্রচণ্ড গুঁতো মারল ওটা গণ্ডারটার বুকে। ধড়াস করে মাটিতে আছড়ে পড়ল লোকটা। তার আগেই ছুটন্ত ঘোড়া থেকে নেমে পড়েছে ব্যাগলে, কব্জিতে প্রচণ্ড এক লাথি দিয়ে শয়তানটার হাত থেকে সিক্সশ্যুটার খসিয়ে ফেলল ও, পরক্ষণেই বেঢপ অস্ত্রটা সজোরে নামিয়ে আনল বদমাশটার মাথার তালুতে। ঠকাস্ করে জোর একটা আওয়াজ হলো। টুঁ শব্দ না করে জ্ঞান হারাল লোকটা। তার গানবেল্ট খুলে

বইঘর.কম

নিল ব্যাগলে, সিক্সশুটারটা কোমরে গুঁজে লিন্ডসির দিকে তাকাল। 'কিছু হয়নি তো, ভাতিজী?'

'না,' গলা কাঁপছে লিন্ডসির। চোখে অশ্রু চিকচিক করছে অপমানে।

বার্নের দরজায় আওয়াজ পেয়ে ঝট্ করে ঘুরল ব্যাগলে অস্ত্র হাতে।

চারজন লোক, যারা এই একটু আগে কেবিন আক্রমণ করেছিল, তারা ঢুকছে ভিতরে। তাদের পিছনে দু' হাতে দুটো সিক্সগান হাতে বেনন।

'রবার্ট, চলে এসো!' গলা চড়াল বেনন।

দ্রুত হাতে লোকগুলোর অস্ত্রের বোঝা হালকা করল ব্যাগলে, একবারও বেনন আর লোকগুলোর মাঝখানের লাইন অভ ফায়ারে গেল না।

দু' মিনিট পুরো হবার আগেই শার্পস্ রাইফেলটা হাতে কেবিন থেকে বেরিয়ে বার্নে ঢুকল পিচ্চি রবার্ট হল্ট। বোনের কাছে চলে গেল, তারপর ওখান থেকে রাইফেলটা তাক করল লোকগুলোর দিকে।

'মিস্টার!' চারজন বদমাশের একজন আপত্তির সুরে বলল, 'ছেলেটার কাছ থেকে রাইফেলটা নিয়ে নাও। নার্ভাস হয়ে গুলি করে বসতে পারে ও।'

জবাবে বেনন বলল, 'নিজেদের জন্যে প্রার্থনা করো, যাতে ও সত্যি সত্যি গুলি না করে।' লোকগুলোর পিছনে দাঁড়ানো ব্যাগলের দিকে তাকাল ও। 'এদের বেঁধে ফেলো, ব্যাগলে।'

শিস বাজিয়ে ঘোড়াটাকে কাছে ডাকল ব্যাগলে, ওটা এগিয়ে আসতেই স্যাডল-ব্যাগ থেকে দড়ি বের করে কাজে লেগে পড়ল ও। ওদিকে অজ্ঞান গণ্ডারের বুকের ওপর খড় গেঁথে তোলার

Boighar

একটা তীক্ষ্ণ পিচফর্ক বাগিয়ে ধরে রেখেছে লিন্ডসি। ওর চেহারা দেখে মনে হলো, লোকটার বুক এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না। চার গানম্যানকে আচ্ছামতো বেঁধে মোটাসোটা অজ্ঞান লোকটাকেও কষে বাঁধল ব্যাগলে।

'বিরাট ভুল করলে তোমরা,' বেনন প্রথমে যার দিকে অস্ত্র তাক করেছিল, সেই নেতা গোছের লোকটা বলল, 'নিউম্যান ট্যাটন তোমাদের চামড়া ছাড়িয়ে রোদে শুকাতে দেবে।'

ভ্রূ উঁচু হলো বেননের। 'ও, তা হলে তোমরা নিউম্যান ট্যাটনের লোক? বাচ্চা ছেলেমেয়ে দুটোর বাবা বন্দি হতেই এখানে এসে হাজির হয়ে গেছ তোমরা! বলে ফেলো, কারণটা কী?'

'বড় বেশি কৌতূহল দেখাচ্ছ,' ঠোঁট বাঁকা করল গানম্যানদের একজন।

মৃদু হাসল বেনন, এমুহূর্তে অত্যন্ত নিষ্ঠুর দেখাল ওকে। 'কৌতূহল হলে সেটা না মিটিয়ে স্বস্তি পাই না আমি। কেন এসেছ, সেটা আমাকে জানতে হবে। ...তার আগে বলো, আমার চেহারা দেখে কী মনে হচ্ছে তোমাদের?'

ব্যাগলের বলতে ইচ্ছে হলো: তোমাকে বিশ্রী চেহারার একটা ঘোড়ার মতো লাগছে দেখতে, ঘোড়াও সাধারণত এতোটা বিটকেলে হয় না দেখতে! কিন্তু চুপ করে অস্ত্র বাগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ও।

'মনে হচ্ছে খেতে পাও না ঠিক মতো,' টিটকারির সুরে বলল সেই প্রথম লোকটা।

হাসিটা মুছে গেল না বেননের ঠোঁট থেকে। 'তা-ই? একটা কথা ভাবো তো, আমরা এখন আছি লোকালয় থেকে বহুদূরে একটা নির্জন এলাকায়। নিষ্পাপ একটা কচি মেয়েকে অপমান

বইঘর.কম

করছিল তোমাদের সঙ্গের এক লোক। নিশ্চয়ই সায় ছিল তোমাদের। তোমাদের বোধহয় জানা আছে, টেক্সাসের লোক এ-ধরনের কাজকে কীরকম ঘৃণার চোখে দেখে? হয়তো ভেবেছিলে, যা খুশি করে পার পেয়ে যাবে, টের পাবে না কেউ। কিন্তু তারপর আমরা এসে পড়লাম। এবার যা জানতে চাই, তা তো বলবেই, সেই সঙ্গে জেনে রাখো, কয়োটির দল, যদি জেল থেকে লিঞ্চ করে নিয়ে গিয়ে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয়া না হয়, তা হলে বেশ কয়েকটা বছর জেলের রুটি খেতে হবে তোমাদের সবক'টাকে।'

'লিঞ্চিং মব তোমাদের ধরে নিয়ে গিয়ে ঝুলিয়ে দেবে সেটা রেঞ্জার হিসেবে হতে দিতে পারি না আমরা,' মুখ খুলল গম্ভীর ব্যাগলে। 'কিন্তু... কী-ই বা করতে পারি আমরা? হয়তো তখন আমরা দু'জন কোনও একটা সেলুনে গল্প করব মাতাল হয়ে। বেহেড মাতালরা লিঞ্চিং মবকে ঠেকাবে কী করে!'

সরু ঘামের রেখা দেখা দিল গানম্যানদের দলনেতার কপালে। চোখে অনিশ্চয়তা খেলা করছে তার।

'রবার্ট, বাকবোর্ডটা বার্নের দরজার কাছে এনে রাখো,' নির্দেশ দিল বেনন। 'ব্যাগলে, যদিও এঁদের হাত-পা বাঁধা, তবুও নড়লে তুমি গুলি করতে পারো। কেউ তোমাকে দোষ দেবে না।'

বার্নের একপাশে খড়ের গাদা থেকে বেশ দূরে ফাঁকা জায়গায় খড় এনে জড়ো করতে শুরু করল বেনন। স্তূপটা ফুট খানেক উঁচু হবার পর আগুন জ্বালল ওটাতে ম্যাচের কাঠি ধরিয়ে। এবার ঘোড়া রাখবার একটা স্টল থেকে খুঁজে আনল একটা ব্র্যান্ডিং আয়ার্ন। আগুনের উপর রাখল ওটা। নীরবে ওর কর্মকাণ্ড দেখছে চার গানম্যান। বেনন, আগুন আর ধীরে ধীরে তপ্ত হয়ে ওঠা আয়ার্নের ওপর বারবার ঘুরছে তাদের দৃষ্টি। গণ্ডারটা জ্ঞান ফিরে পাচ্ছে, গুঙিয়ে উঠল।

Boighar

গানম্যানদের দলনেতা কর্কশ স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'আয়ার্ন গরম করছ কেন? কী করবে ওটা দিয়ে?'

'কিছু মানুষ কতোখানি দৃঢ়তার পরিচয় দিতে পারে ভেবে আমার খুব বিস্ময় হয়,' সহজ সুরে বলল বেনন। 'কখনও কখনও তো এমনও হয় যে, শুধু পাছা পোড়ালে মুখ খোলে না তারা, কপাল-গাল এসবও পোড়াতে হয়।' শীতল চোখে গানম্যানদের দেখল বেনন। 'চামড়া পোড়ার গন্ধটা বোধহয় তোমাদের পছন্দ না?. আমিও মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়ি ওই গন্ধে। তবে রীতিমতো ভালরকমের অসুস্থ হতে বেশ সময় লাগে আমার।'

'তুমি কি...' ঢোক গিলল এক গানম্যান। 'তুমি নিশ্চয়ই ব্র্যান্ডিং আয়ার্ন দিয়ে...'

'উপায় কী!' অসহায় ভাবে কাঁধ ঝাঁকাল বেনন। 'ধরে নিয়ে গিয়ে কোর্টে চালান দিতে পারতাম, কিন্তু কোর্ট তো আপাতত নিউম্যান ট্যাটনের পকেটে। যতক্ষণ তাকে ধরে জেলে ভরতে না পারছি, ততক্ষণ কোর্টে নিয়ে গেলেও ছাড়া পেয়ে যাবে তোমরা। ...আমরা তো আর সেটা হতে দিতে পারি না।'

'তা হলে কী করবে তোমরা আমাদের নিয়ে?' জিজ্ঞেস করল বেঁটে মতো এক গানম্যান। 'আয়ার্ন গরম করছ কেন?'

'আপাতত তোমাদের মুখ খোলানো ছাড়া আর কিছু করার কথা ভাবছি না,' বলল বেনন। 'প্রমাণ যা আছে তোমাদের বিরুদ্ধে, তাতে ফাঁসি হয়ে যাবে তোমাদের সবার। কিন্তু সেটা পরে হলেও চলবে। আগে নিউম্যান ট্যাটনের ব্যবস্থা করব আমরা। আর ব্র্যান্ডিং আয়ার্ন কেন গরম করছি সেটা একটু পরেই টের পাবে।'

'সাহস হবে না তোমার,' জেদের সঙ্গে বলল লম্বা দলনেতা। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে বেননের শীতল, নিষ্ঠুর, কালো,

বইঘর.কম

অন্তহীন গভীর চোখের দিকে। খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে শিউরে উঠল। 'হয়তো সত্যিই তুমি পোড়াবে আমাদের!'

'যদি তোমরা তার আগেই মুখ না খোলো।' লিন্ডসির দিকে তাকাল বেনন। 'লিন্ডসি, কাগজ আর পেন্সিল নিয়ে এসো তো। ওরা যদি কিছু বলে, তো লিখবে তুমি। তারপর হয় ওরা ওদের স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্যের নীচে সই করবে, নইলে,' কাঁধ ঝাঁকাল বেনন, 'নইলে অনেকদিন ওরা বসতেও পারবে না, চিৎ হয়ে শুতেও পারবে না।'

দরদর করে ঘামতে শুরু করেছে গানম্যানরা। মাটিতে পড়ে থাকা হোঁৎকা লোকটা ঘন ঘন ঢোক গিলছে। মাঝে মাঝেই শিউরে উঠে বুজে ফেলছে চোখ। সে জানে, পোড়ানো শুরু হলে সে-ই হবে প্রথম ভুক্তভোগী।

ব্র্যান্ডিং আয়ার্নটা আগুনের তাপে উত্তপ্ত হয়ে টকটকে লাল রং ধরেছে।

লিন্ডসি কাগজ পেন্সিল নিয়ে ফিরবার পর আয়ার্নটা তুলে নিল বেনন, ধীর পায়ে বন্দিদের দিকে এগোল।

'দাঁড়াও!' ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল বেঁটে গানম্যান। 'মেয়েটার কোনও ক্ষতি করিনি আমি!'

'কিন্তু ওর যদি ক্ষতি হতো, তা হলে তাতে সায় থাকত তোমার,' কড়া শোনাল বেননের কণ্ঠ। 'এতো ভয় পাচ্ছ কেন, আগে মাটিতে পড়ে থাকা ওই লালচে শুয়োরটাকে ব্র্যান্ড করব আমি।'

'না-না!' শরীর মুচড়ে উঠে বসতে চেষ্টা করল লম্পট লোকটা, কিন্তু আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখায় পারল না।

কয়েক পা এগিয়ে থামল বেনন। 'তা হলে তুমি স্বীকার করছ যে, ট্যাটন তোমাদের এখানে পাঠিয়েছে বাচ্চা ছেলেমেয়ে

Boighar

দুটোকে বাড়ি-ছাড়া করতে?'

'করছি!'

'বাড়িটা পুড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিল নিশ্চয়ই সে?'

'দিয়েছিল।'

'নিউম্যান ট্যাটন নিশ্চয়ই বলেছে বাচ্চা ছেলেমেয়ে দুটোর বাপ আর কখনও ফিরবে না?'

'বলেছে।'

'স্বীকার করছ যে তোমরা কাউবয় নও, ভাড়াটে পিস্তলবাজ?'

'করছি।'

তরুণীর দিকে তাকাল বেনন। 'আমার প্রশ্ন আর ওর জবাব ঠিক মতো লিখেছ, লিন্ডসি?'

কাগজ থেকে মুখ তুলল তরুণী। 'লিখেছি।'

'গুড। এবার নীচে লেখো: এটা আমাদের সবার বক্তব্য।' অন্য চার গানম্যানদের দিকে তাকাল বেনন। 'নিজেদের নাম সই করবে তোমরা, না একটু মজা করার সুযোগ দেবে আমাকে?'

'সই করব!' সমস্বরে বলল তিন গানম্যান। তাদের নেতা চুপ করে আছে।

'তোমার কী মনোভাব, লম্বু?' জিজ্ঞেস করল বেনন।

কাঁধ ঝাঁকাল লোকটা। 'আর সবাই সই করলে আমি সই করলেই কী আর না করলেই কী।'

'না করলে অনেক কিছু,' বলল বেনন। 'ওয়ান্টেড পোস্টারে নাম আর ছবি দেখেছি তোমার। জীবিত অথবা মৃত, মাথার ওপর দাম ধরা হয়েছে পাঁচ হাজার ডলার। তুমি ডেমন ডিক। অন্যরা নকল নাম দিলেও তুমি তো আর নকল নাম দিতে পারবে না!' হাসল বেনন। 'তবে নকল নাম সই করেও আসলে কোনও লাভ নেই। এখানে আমরা দু'জন রেঞ্জার ছাড়াও সাক্ষী হিসেবে আছে

বইঘর.কম

বাচ্চা ছেলেমেয়ে দুটো। তোমাদের অপরাধ প্রমাণ করা মোটেই কঠিন হবে না। তবে, আর সবার সঙ্গে তোমার নাম কেসটা পোক্ত করতে খুব কাজে দেবে।'

কথাগুলো শুনে মুখ কালো হয়ে গেল পিস্তলবাজদের।

লিন্ডসির হাত থেকে কাগজ আর পেন্সিল নিল বেনন, দাঁড়াল গানম্যানদের সামনে। ভাব দেখে মনে হলো ভোট চাইছে। হাত বাঁধা অবস্থাতেই একে একে কাগজে সই করল সবক'জন। সময় লাগল বেশ।

'বাকবোর্ড তৈরি,' আস্তাবলের দরজা থেকে জানাল কিশোর রবার্ট।

'ভাল,' ব্যাগলের দিকে তাকাল বেনন, 'ওদের নিয়ে গিয়ে মেসকিট শহরে শেষমাথায় পুরোনো যে অব্যবহৃত বার্নটা আছে, সেখানে গাদা করে ফেলে রাখবে তুমি আজ রাতে। পাহারা দেবে দুপুর পর্যন্ত। তবে আরেকটা কাজও করতে হবে তোমাকে।'

'কী সেটা?'

'হিউজ গিলবার্ট নিউম্যান ট্যাটনের ঘোড়াটা মরার দিন কোথায় ছিল, সে-ব্যাপারে খোঁজ নেবে।'

'আমিও কথাটা ভাবছিলাম,' সায় দিল ব্যাগলে। বন্দিদের দেখাল। 'এগুলোর মুখে কাপড় গুঁজে খোঁজ-খবর নিতে বের হয়ে যাব আমি।'

'তা হলে রওনা হয়ে যাও, বুড়ো খোকা, শহরে পৌঁছুতে পৌঁছুতে বেশ রাত হয়ে যাবে তোমার।'

'আর তুমি?' ব্যাগলের গলায় ঘোর সন্দেহ। ওর ধারণা, সব সময় আসল মজা, আসল উত্তেজনা থেকে ওকে বঞ্চিত করে বেরসিক বেনন। বিপদ, মরণের ভয় আর উত্তেজনাই যদি না থাকল, তা হলে বেঁচে থেকে কী লাভ!

Boighar

'আমিও শহরে যাব, সঙ্গে নিয়ে যাব লিন্ডসি আর রবার্টকে,' বলল বেনন। 'তবে ওরা বা আমি তোমার মতো খড়ের গাদায় শুয়োরের পাল পাহারা দেব না, আমরা ঘুমাব হোটেলের নরম গদির বিছানায়, পরিষ্কার সাদা ধবধবে চাদরে।'

'এজন্যেই বলি তোমার হৃদয় বলতে কিছু নেই,' বিড়বিড় করল ব্যাগলে।

শুনতে পেয়েছে বেনন, সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'হৃদয় বলতে কিছু যদি না-ই থাকত, তা হলে তোমাকে তোমার ওই ভয়ঙ্কর দজ্জাল বউ আর মহা পাজি দুই সৎ ছেলেমেয়ের হাত থেকে ছুটিয়ে নিয়ে আসতাম? পুরো একমাস মহা আরামে ঘোরার বন্দোবস্ত করে দিতাম?'

'সত্যি,' সঙ্গে সঙ্গে মনোভাব পাল্টে যাওয়ায় আন্তরিক স্বরে বলল ব্যাগলে, 'এ-কথা ভেবে দেখে বলিনি কথাটা। আসলে তোমার মতো বন্ধু হয় না।' রীতিমতো বুজে এলো কৃতজ্ঞ ব্যাগলের গলা।

'হিউজ গিলবার্টের ব্যাপারে কোনও খবর জানলে যতো রাতই হোক, হোটেলে আমার সঙ্গে দেখা করে জানাতে ভুলো না।'

'আচ্ছা।'

'এবার চলো, দু'জন মিলে এগুলোকে বাকবোর্ডে তুলি।'

আটার বস্তা যেভাবে দু'জন দু'মাথা ধরে তুলে নিয়ে ধপ করে নামিয়ে রাখে, ঠিক তেমনি করে একে একে পাঁচ পিস্তলবাজকে তুলে বাকবোর্ডের পিছনে নিয়ে ফেলল ওরা। একটু ঠাসাঠাসি হয়ে গেল, কিন্তু কী আর করা!

আয়েস করে একটা সিগারেট ধরাল ব্যাগলে, তারপর উঠে বসল বাকবোর্ডের সিটে, ধীর গতিতে রওনা হয়ে গেল শহরের পথে।

বইঘর.কম

বেননকে জিজ্ঞেস করল রবার্ট, 'সত্যি তুমি ওদের গরম আয়ার্ন দিয়ে পোড়াতে?'

এক মুহূর্ত ভাবল বেনন, তারপর বলল, 'লিন্ডসির সঙ্গে ওরা যে আচরণ করেছে, তাতে কাজটা করতে খুব একটা খারাপ লাগত না আমার।'

রাত তিনটে। মেসকিট শহরের একমাত্র হোটেল, হোটেল নাইট কুইন। দোতলা।

দরজায় টোকার আওয়াজ পেয়ে সিক্সগান হাতে খুব সাবধানে দরজা খুলল বেনন, জেগেই ছিল, এক ফোঁটা ঘুমাতে পারেনি ও।

কবাটের পাশে দাঁড়িয়েছে বেনন।

ভেতরে ঢুকল ব্যাগলে, পিছনে বন্ধ করে দিল দরজাটা। ব্যাগলে একটুও টলছে না দেখে অবাক হয়ে ওকে আপাদমস্তক দেখল বেনন। ...এবং তাতেই ওর চোখে ধরা পড়ল, ব্যাগলের পায়ে মাত্র একটা মোজা।

'পায়ে একটা মোজা কেন?' কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইল ও।

'কারণ বাড়ি থেকে আমি মাত্র তিন জোড়া মোজা নিয়েই বেরিয়েছিলাম,' বলল গম্ভীর ব্যাগলে।

'তো?'

'তো পাঁচটা মোজা গেছে পাঁচ হারামির মুখের ভেতর, যাতে আওয়াজ করতে না পারে। বাকিটা কাজ থেকে বঞ্চিত হবে কেন? সমঅধিকার আছে ওটারও, তা-ই ওটা পরে নিয়েছি।'

বসল ব্যাগলে বেননের বিছানার কিনারায়। তিন মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে গেল ওর বক্তব্য।

'এবার ঘুমাতে পারো তুমি,' বলে দরজার দিকে পা বাড়াল

Boighar

ব্যাগলে। 'আমাকেও একটু ঘুমাতে হবে। নিউ ক্যাসল থেকে ঘুরে এসে খুব ক্লান্তি লাগছে।'

যা জানাটা অত্যন্ত জরুরি ছিল, তা জানা হয়ে গেছে এখন, কাজেই কথা বাড়াল না বেনন, ব্যাগলে বেরিয়ে যেতেই নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল বিছানায়। এবার ঘুমাতে পারল। ঘুমাবার আগে ভেবে রেখেছে, কাল সকালে ওকে সাদা পাউডার জোগাড় করতে হবে।

*

মেসকিট শহরের তিনশো বাহান্ন জন অধিবাসীর বেশিরভাগই নাচ-ঘরের সামনের রাস্তায় হাজির হয়েছে। নাচ-ঘরেই আজ কোর্ট বসছে। তাদের কেউ দেখেনি, কাল রাতে একটা বাকবোর্ড পড়ো বার্নের ভিতরে গিয়ে ঢুকেছে। পাঁচ পিস্তলবাজ লাথি খেয়ে বাকবোর্ড থেকে মেঝেতে পড়লেও সেই মৃদু, ভোঁতা, ধুপধাপ আওয়াজ কারও কানে যাবার কথা নয়।

যারা অস্থায়ী কোর্টরুমে ঢুকবার সুযোগ পেয়েছে, তাদের অনেকেই দরজার কাছে দাঁড়ানো দীর্ঘ, সুঠামদেহী এক যুবকের দিকে কয়েকবার করে তাকিয়েছে। যুবকের উরুতে জোড়া সিক্সগান ঝুলছে। দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে কেমন যেন একটা অলসতা। কিন্তু চোখ দুটোতে তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, মনে হয় যেন কিছুই নজর এড়াচ্ছে না তার।

নিউম্যান ট্যাটন এবং আরও দু'জন বড় রানশারের পৃষ্ঠপোষকতায় বিচারকের পদ পাওয়া চিমসে জাজ ম্যাকিনলে জুনিয়র টেবিলে কাঠের মুগুর ঠুকল। কথাবার্তার গুঞ্জন ছাপিয়ে উঠল তার খ্যানখ্যানে গলা। 'সবাই চুপ! অর্ডার! অর্ডার! কোর্টের কাজ শুরু হচ্ছে।'

রব বনেট বাদী পক্ষের উকিল। সে ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে

বইঘর.কম

শুরু করল, কত বড় অন্যায় করেছে জোসেফ হল্ট। তার কথা শেষ হতেই টেবিলে মুগুর ঠুকে জাজ ম্যাকিনলে প্রায় হুঙ্কার করে উঠল: 'কারও মাথায় যদি লিঞ্চিঙের চিন্তা এসে থাকে, তো ওসব চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও। ফাঁসিতে ঝোলার আগে জোসেফ হল্ট অবশ্যই ন্যায় বিচার পাবে আমার কোর্টে।'

রব বনেটের দিকে ফিরল জাজ ম্যাকিনলে। 'খুলে বলো পুরোটা। সবাই জানুক কত বড় শয়তান লোক ওই জোসেফ হল্ট।'

রব বনেট গলায় আবেগ ঢেলে শুরু করল: 'মহামান্য বিচারক, সম্মানিত জুরিবৃন্দ, উপস্থিত আপামর শান্তিপ্রিয় সাধারণ জনগণ, আপনারা জানেন দাগী আসামী জোসেফ হল্ট কী জঘন্য অপরাধ করেছে। এলাকার সেরা মেয়ার, যেটা কি না আবার ছিল আমাদের সুহৃদ নিউম্যান ট্যাটনের, সেটাকে সে বিষ খাইয়ে মেরেছে। এর আগে আসামী জোসেফ হল্ট এক বছর জেল খাটে বাদী নিউম্যান ট্যাটনের বড় ভাই পারভিস ট্যাটনের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে অন্যায় করতে গিয়ে। জেল থেকে বেরিয়ে সে এই এলাকায় চলে আসে, নিরীহ নিউম্যান ট্যাটনের রানশের পাশের জমিতে ক্লেইম ফাইল করে অপেক্ষায় থাকে। মনে তার জিঘাংসা, কখন ট্যাটনদের ওপর শোধ নেবে। এরই ফলশ্রুতিতে অপূর্ব সুন্দর কালো মেয়ার ঘোটকীটাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে সে।' বড় করে শ্বাস নিয়ে শ্রোতাদের উপর চোখ বেলাল রব বনেট। অপরিচিত যুবকের উপর ক্ষণিকের জন্য আটকে গেল তার চোখ। যুবককে প্রভাবিত মনে হচ্ছে না।

'হিউজ গিলবার্ট?' হাঁক ছাড়ল রব বনেট। 'সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে ওই চেয়ারে বসো।'

এগিয়ে এসে জাজের সামনে একটা চেয়ারে বসল হিউজ

Boighar

গিলবার্ট। পরিপাটি করে চুল আঁচড়ে এসেছে সে। ভেজা চুলগুলো খুলির সঙ্গে সেঁটে আছে। তবে খোঁচা-খোঁচা দাড়িগুলো কামায়নি। লোকটার সরু চোখ দুটো জোসেফ হল্টের উপর স্থির হলো।

'হিউজ গিলবার্ট, কোর্টকে বলো তুমি কী দেখেছ!'

কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল গিলবার্ট। 'দলছুট বাছুরের খোঁজে ওদিকে গিয়েছিলাম আমি, তখন দেখতে পাই নিউম্যান ট্যাটনের মরগান মেয়ারটাকে বিষ খাওয়াচ্ছে জোসেফ হল্ট। নিজের চোখে তার হাতে বিষ দেখেছি আমি। এর দু'মিনিট পরেই মাটিতে পড়ে গেল ঘোড়াটা। মারা গেল কয়েকবার পা ছুঁড়ে।'

কথাগুলো শুনে মৃদু গুঞ্জন উঠল দর্শকদের মাঝে।

তাদের দিকে তাকাল রব বনেট। 'শুনেছ তোমরা? আমার ধারণা, আর কিছু জানার নেই। জাজ, আমি আশা করছি এবার আপনি কেসটা জুরিদের সিদ্ধান্তের জন্যে ছেড়ে দেবেন।'

ভিড়ের মধ্য দিয়ে পথ করে নিয়ে জাজের কাছে এসে দাঁড়াল কঠোর চেহারার সেই অপরিচিত যুবক। মেসকিটের মতো ছোট বসতিতে আগন্তুক প্রায় আসে না বললেই চলে, কাজেই এভাবে বিচারকের টেবিলের সামনে তার হঠাৎ উপস্থিতি জাজ ম্যাকিনলে, রব বনেট আর নিউম্যান ট্যাটনের দৃষ্টি কেড়ে নিল। খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে গেল তারা তিনজনই। বাইরের কেউ আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলাতে পারে, সেটা ভাবতে পারেনি তারা তিনজন। এতোদিন নিজেদের সুবিধে মতো বিচারের রায় প্রভাবিত করে এসেছে তারা, বাধা দিতে আসেনি কেউ। কিন্তু এই লোকটা... কী চায় এ? মৃদু গুঞ্জন শুরু হয়েছে দর্শক শ্রোতাদের মাঝে।

রব বনেট আগে সামলে নিল। 'কে তুমি? আমাদের ব্যাপারে নাক গলানোর অধিকার কে দিল তোমাকে?'

বইঘর.কম

অনাবিল হাসল যুবক। হাসতেই তাকে দেখে মনে হলো এ-লোকের অন্তরে পাপের ছিটেফোঁটাও নেই ভণ্ড বিচারকের দিকে তাকাল সে। 'মহামান্য জাজ, আমি বিবাদী পক্ষের উকিল। আপনি বলেছেন, এখানে ন্যায় বিচার শেষে রায় দেয়া হবে। তা-ই যদি হয়, তা হলে আমাকে কথা বলার সুযোগটাও দিতে হয়। সাক্ষীদের জেরা করব আমি। হয়তো বিবাদীর পক্ষে প্রমাণও উপস্থাপন করব।'

অস্বস্তি নিয়ে নিউম্যান ট্যাটনের দিকে তাকাল চিমসে ম্যাকিনলে। ট্যাটন বলেছে, এমন ভাবে কাজ সারতে হবে, যাতে মনে হয় বিচারের নিরপেক্ষতায় কোনও গলতি ছিল না। কিন্তু এই আগন্তুক লোকটার কথা আর আচরণে মনে হচ্ছে কোর্টের নিয়ম-কানুনে সে অভ্যস্ত। এর চোখ ফাঁকি দেবে কী করে সে? সত্যিকার কোর্টে দু'একবার গেলেও কোর্টের নিয়ম-টিয়ম তো সে মোটেই জানে না। তার চেয়ে এই আগন্তুক বোধহয় কোর্টের ব্যাপারে অনেক বেশি অভিজ্ঞ!

'কী বলার আছে এর!' চেঁচিয়ে উঠল রব বনেট। 'হিউজ গিলবার্ট নিজের চোখে জোসেফ হল্টকে বিষ দিতে দেখেছে।'

আস্তে করে মাথা দোলাল আগন্তুক। 'প্রশ্ন তো এখানেই। ঘোড়াটাকে বিষ দিতে দেখেছে ও?'

'মনে হচ্ছে না তোমার কিছু বলার আছে স্ট্রেঞ্জার,' পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য বলল ম্যাকিনলে। 'কোর্টকে কোর্টের কাজ করতে দাও। তুমি দর্শকদের সারিতে গিয়ে বসো।'

'বসতে পারি,' বিনীত গলায় জানাল আগন্তুক। 'কিন্তু সেক্ষেত্রে এখানে যা ঘটছে, তার পুরো রিপোর্ট পাঠাব আমি টেক্সাসের গভর্নরের কাছে।'

'অ্যাঁ?' ক্ষণিকের জন্য হতবাক হয়ে গেল ম্যাকিনলে। গভর্নর

Boighar
ত্রাতা

এখান থেকে অনেক দূরে আছেন, কিন্তু তাঁর হাত কতটা লম্বা, সেটা সবাই জানে। ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে থাকা ট্যাটনের দিক থেকে চট্ করে আগন্তুকের দিকে দৃষ্টি ফেরাল ম্যাকিনলে। 'কে তুমি?'

'নামটা রক বেনন। অতি সাধারণ এক টেক্সাস রেঞ্জার।'

একজন রেঞ্জার এসেছে শহরে, এটা দর্শক-শ্রোতাদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করল। জাজ ম্যাকিনলের দিকে তাকিয়ে মাথা কাত করে ইঙ্গিত দিল ট্যাটন। রব বনেট তার চেয়ারে বসে অস্বস্তি নিয়ে হিউজ গিলবার্টের দিকে তাকাল। প্রথম থেকেই এই নকল বিচারের নাটক করতে সায় ছিল না তার। কারণটা নীতিবোধ নয়, সতর্কতা। বারবার করে নিউম্যান ট্যাটনকে বলেছে সে, এভাবে লোক ঠকানোর দিন শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু শোনেনি ট্যাটন।

'ঠিক আছে,' ঢোক গিলে বলল ম্যাকিনলে, 'সাক্ষীকে জেরা করতে পারো তুমি।'

হিউজ গিলবার্টের সামনে গিয়ে দাঁড়াল বেনন। চোখ সরু করে ওকে দেখছে লোকটা। দৃষ্টিতে ঝরে পড়ছে নগ্ন আক্রোশ।

'কী ধরনের বিষ ছিল ওটা?' শান্ত সুরে জিজ্ঞেস করল বেনন।

'মানে?'

'বিষটা কী ধরনের ছিল?'

'আমি জানব কী করে! আমি কি ওর পাশে ছিলাম না কি তখন?'

'তা হলে কী করে জানলে যে, ওটা বিষ?'

'বিষ দেখলে চিনব না?'

জবাব না দিয়ে পকেট থেকে কাগজের দুটো পুরিয়া বের করে খুলল বেনন। দুটোতেই সাদা পাউডার আছে। এবার বলল, 'তুমি তো বিষ দেখলেই চিনতে পারো। এখানে এই দুটো কাগজের একটাতে আছে চিনি, আরেকটাতে মারাত্মক বিষ আমাদের বলে

বইঘর.কম

দাও, কোনটা বিষ। তুমি যে বিষ চেনো, সেটা প্রমাণ করতে চিনিটা খেয়ে দেখাও।'

কাগজ দুটোর দিকে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকল হিউজ গিলবার্ট। জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভিজাল। নিউম্যান ট্যাটনের দিকে পিঠ দিয়ে বসে আছে সে, কাজেই বুঝতে পারল না এখন তার কী করা উচিত। চেয়ারে মোচড় খেল সে, প্রাণপণে ভাবতে চেষ্টা করছে কী করবে।

'দেরি কীসের, মিস্টার গিলবার্ট! তুমি তো বিষ দেখলেই চেনো। তোমার কথা আমরা পুরোপুরি বিশ্বাস করছি।'

লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল রব বনেট। 'বলি হচ্ছেটা কী এখানে! তুমি কি সাক্ষীকে বিষ খাঁইয়ে মারতে চাইছ নাকি, রক বেনন?'

'অবশ্যই না,' মৃদু হাসল বেনন। 'সে-সম্ভাবনা একেবারেই নেই। তোমার সাক্ষী তো দুশো গজ দূর থেকে দেখেও বিষ চিনতে পারে!'

'এ-কথা বলিনি আমি!' ঘোঁৎ করে উঠল হিউজ গিলবার্ট। 'তখন দুশো গজ দূরে ছিলাম না আমি।'

আফসোসের সঙ্গে মাথা নাড়ল বেনন। 'তুমি যদি সত্যি ওখানে যেতে, তা হলে দেখতে পেতে যে, দুশো গজের মধ্যে চারপাশে কোনও আড়াল নেই। সত্যি যদি ওখানে উপস্থিত হতে, তা হলে তোমাকে দেখতে পেতই জোসেফ হল্ট।'

'ঠিক!' ভিড়ের মধ্যে থেকে উঁচু গলায় বলে উঠল একজন। 'এই কথাটাই আমিও ভাবছিলাম।'

'অর্ডার!' খ্যানখ্যানে গলাটা ছাড়ল জাজ ম্যাকিনলে।

'এটা কি সত্যি নয় যে তুমি হল্টের জমিটা চেয়েছিলে, গিলবার্ট?' জিজ্ঞেস করল বেনন।

Boighar
এীতা

'মিথ্যে কথা!' টকটকে লাল হয়ে উঠেছে হিউজ গিলবার্টের চেহারা। 'কখনোই ওই জমি চাইনি আমি।'

'তা হলে হল্ট দোষী সাব্যস্ত হলে ওখানে ক্লেইম ফাইল করবে না তুমি, এ-ই তো?'

'আমি... আমি...' উভয় সংকটে পড়ে তোতলাতে শুরু করল গিলবার্ট।

বাতাসে হাতের ঝাপটা মারল বেনন। 'বাদ দাও। তুমি তো বলেছ হল্ট মেয়ারটাকে বিষ দিয়েছে, সেটা দেখেছ, তা-ই না? অন্তত এটা দেখেছ যে, সে ঘোড়াটাকে কিছু একটা দিয়েছে, ঠিক কি না?'

'হ্যাঁ।'

'একা ছিল সে তখন?'

'হ্যাঁ।'

'গিলবার্ট, সেদিনের আগের রাতে কোথায় ছিলে তুমি?'

চুপ করে থাকল হিউজ গিলবার্ট।

'শুক্রবার রাতে কোথায় ছিলে তুমি?' আবার জিজ্ঞেস করল বেনন।

'আমি... ঠিক মনে পড়ছে না।'

'তোমার এ-কথাটা আমি অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করি,' টিটকারির ভঙ্গিতে কথাটা বলে একটু থামল বেনন। সবার উপর ঘুরে এলো ওর শান্ত চোখের দৃষ্টি। 'আমি প্রমাণ করে দিচ্ছি, শুক্রবার রাতে, বা পরদিন যখন ঘোড়াটা মারা গেল, তখন মেসকিট শহর কিংবা হল্টের রানশের ধারেকাছে ছিল না সে। এখন আমি এমন একজন সাক্ষীকে আনতে পারি, যে হলফ করে জানাবে নিউ ক্যাসলের লিভারি স্টেবলে পাঁড় মাতাল হয়ে সেদিন বিকেল পর্যন্ত পড়ে ছিল হিউজ গিলবার্ট।'

বইঘর.কম

পিঠ টানটান করে চেয়ারে বসল গিলবার্ট। তার চেহারায় রক্ত নেই। চোখে তাড়া খাওয়া ইঁদুরের দৃষ্টি।

'কিছু বলার আছে তোমার?' একদৃষ্টিতে নোংরা মনের লোকটাকে দেখছে বেনন।

মাথা নিচু করে নিল হিউজ গিলবার্ট।

জাজের দিকে তাকাল বেনন। 'মহামান্য জাজ, মিথ্যে সাক্ষ্য দেয়ার অপরাধে একে গ্রেফতার করছি আমি।'

কেউ কিছু বলবার আগেই জাজের টেবিলের কাছে চলে এলো ও। পকেট থেকে কী যেন একটা বের করে টেবিলের উপর রাখল। 'মহামান্য জাজ, এটা একটা গাছ। নাম ওয়াটার হেমলক। ঘোড়াটা যেখানে মারা গেছে, সেই ওয়াটার হোলের তীর থেকে এনেছি এটা। আরও অনেক জন্মেছে এ-গাছ ওখানে। কাউবয়রা সবাই জানে, জন্তুজানোয়ার ভুলেও মুখে দেয় না এটা, যদিও গাছটার পাতা আর ফল বিষাক্ত নয়। বিষাক্ত হচ্ছে এটার শেকড়। মাত্র সবুজের দেখা মিলেছে প্রকৃতিতে, কাজেই বাছবিচার করেনি ঘোড়াটা। বসন্তের শুরুতে মাটি যখন নরম, তখন এ জিনিস খেয়েছে ট্যাটনের মেয়ার। খেয়েছে শেকড় সুদ্ধ, কারণ টান পড়তেই শেকড় সহ উঠে এসেছে ছোট ছোট গাছ। এর বিষের প্রথম প্রতিক্রিয়া হলো মুখে ফেনা ওঠা। তারপর খিঁচুনি এবং কষ্টদায়ক মৃত্যু।

'কেউ ট্যাটনের মেয়ারকে বিষ খাওয়ায়নি। সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা বলেছে হিউজ গিলবার্ট। এখনও মৃত ঘোড়াটার পেট চিরলে পাকস্থলিতে ওয়াটার হেমলক পাওয়া যাবে। কাজেই, যদি আমার প্রতিপক্ষ বিজ্ঞ উকিল মিস্টার রব বনেটের আরও কোনও সাক্ষী না থেকে থাকে, তা হলে, জাজ, আপনাকে আমি কেসটা ডিসমিস করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।'

Boighar

ট্যাটন আর রব বনেটের দিকে তাকাল ম্যাকিনলে। পরস্পর ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে তারা।

'আমার আর কিছু বলার নেই,' সামান্য বিরতির পর বলল বনেট। 'আজ বিরাট একটা ভুল হয়ে যাচ্ছিল এখানে, এই কোর্টে।'

তার কথা শেষ হবার পর উঠে দাঁড়াল নিউম্যান ট্যাটন। চমকে যেতে হলো তাকে।

বেনন চড়া গলায় বলে উঠেছে: 'নিউম্যান ট্যাটন, তোমাকে গ্রেফতার করছি আমি।'

রক্তশূন্য হয়ে গেল রানশারের চেহারা। 'বড় বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না তোমার? আমি স্বীকার করছি যে ভুল করে...'

আরও কড়া শোনাল বেননের কণ্ঠ: 'নিউম্যান ট্যাটন, আমার কথা শুনেছ তুমি।'

রাগে টকটকে লাল হয়ে গেল রানশারের চেহারা। 'দেখো, তুমি রেঞ্জার হও আর যা-ই হও, অস্টিনে প্রভাবশালী অনেক বন্ধু আছে আমার। ওদের বলে সহজেই তোমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করাতে পারি আমি।

'চেষ্টা করে দেখতে পারো,' কঠোর শোনাল বেননের গলা। 'চাকরির মায়া করি না আমি তোমাকে আমি প্রতিবেশীর সম্পত্তিতে আগুন দিতে চেষ্টা করা, ষড়যন্ত্র করে তাদের উৎখাতের চেষ্টা করা ছাড়াও আরও বেশ কয়েকটা অভিযোগে গ্রেফতার করছি। তোমার কয়েকজন স্যাঙাতের সই করা স্বীকারোক্তি আছে আমার কাছে।' দ্রুত পায়ে এগোল বেনন, ভালমত বুঝে উঠবার আগেই নিউম্যান ট্যাটন দেখল, তার হাত দুটো টেনে নিয়ে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে দিয়েছে নবাগত রেঞ্জার।

শহরের মার্শালের দিকে তাকাল বেনন। 'হ্যান্ডকাফ ধার

বইঘর.কম

দেয়ায় ধন্যবাদ তোমাকে।'

মুখ খানিকটা হাঁ হয়ে আছে টাউন মার্শালের, কোনও কথা ফুটল না তার মুখে। তারপর বেননের পরবর্তী কথায় সম্বিত ফিরল তার।

'হিউজ গিলবার্টকে নিয়ে আমার সঙ্গে এসো। এ-দুটোকে সেলে ঢোকাতে হবে।'

রিভলভার বের করে গিলবার্টের দিকে তাক করে কোর্ট থেকে তাকে বের হতে ইশারা করল মার্শাল। দশ ফুট পিছনে চলল সে অস্ত্র বাগিয়ে। নিউম্যান ট্যাটনকে নিয়ে তার পাশে পা বাড়াল বেনন। সরে গিয়ে ওদের জন্য পথ তৈরি করে দিল জনতা।

রাস্তায় নেমে হাঁক ছাড়ল বেননঃ 'ব্যাগলে, তোমার বন্দিদের নিয়ে এসো হুলদি!'

রাস্তার শেষ মাথায় পরিত্যক্ত বার্ন। মার্শালের অফিসের কাছে পৌঁছে ওরা দেখতে পেল, হাত বাঁধা অবস্থায় আসছে ট্যাটনের পাঁচ পিস্তলবাজ। তাদের পিছনে দু'হাতে দুটো অস্ত্র নিয়ে ব্যাগলে।

পনেরো মিনিট পর সন্তুষ্ট হয়ে মার্শালের অফিস থেকে বের হলো বেনন-ব্যাগলে। সেলের চাবি বেননের পকেটে।

'এবার একটু গলা ভেজালে হয় না?' খানিক দূরে একটা সেলুন দেখে আমুদে স্বরে জিজ্ঞেস করল ব্যাগলে।

মাথা নাড়ল বেনন। 'আগে এখানে কী ঘটেছে তার একটা রিপোর্ট অস্টিনে রেঞ্জার্স হেডকোয়ার্টারে টেলিগ্রাফ করো, জানাও এখানে কাউন্টি শেরিফকে পাঠানো খুব জরুরি, তারপর চলে এসো, তখন ভাবা যাবে। আমি সেলুনে তোমার অপেক্ষায় রইলাম।'

ছুটল ব্যাগলে হোটেলের দিকে। ওটার পাশেই টেলিগ্রাফ

Boighar

অফিস।

এক মুহূর্ত পিছন থেকে ওকে দেখে সেলুনের দিকে পা বাড়াল বেনন। সেলুনে ঢুকতেই হাতের ইশারায় ওকে ডাকল বারটেন্ডার। গলা নামিয়ে বলল, 'সাবধান! পারভিস ট্যাটন এ-শহরেই আছে! তার সঙ্গে আছে জিমি হার্ট নামের এক গানম্যান। পারভিস একটু আগে আমার এখানে এসেছিল। প্রতিজ্ঞা করেছে সে, তোমাকে খুন না করে শহর ছেড়ে যাবে না। অসম্ভব নীচ মানুষ কিন্তু সে। আর দু'চার পেগ পেটে পড়লে পশু হয়ে যায়। ছোট ভাইটার পরিণতি দেখে মাথা গরম হয়ে গেছে। সঙ্গে একটা শটগান আছে ওর। ভুলেও মনে কোরো না তোমাকে ও সমান সুযোগ দেবে।' একটা গ্লাসে বিয়ার ঢেলে কাউন্টারের উপর রাখল বারটেন্ডার। 'এটা সেলুনের পক্ষ থেকে। জোসেফ হল্টকে আমি পছন্দ করি।'

'তথ্যগুলোর জন্যে ধন্যবাদ,' বলল বেনন। হঠাৎ করে ক্লান্তিবোধ ঘিরে ধরল ওকে। আর কতোদিন এভাবে আত্মরক্ষা করতে হবে ওকে? একদিন হয়তো কেউ একজন··· সেই দিনটা আজও হতে পারে। প্রতিবারই একই সমান ঝুঁকি, জীবন-মরণের মাঝখানে সরু সুতোয় ঝুলে থাকা। একটু এদিক ওদিক হলেই···

সেলুনের ব্যাটউইং ডোর খুলে গেল। কাউন্টারে পাশ ফিরে দাঁড়িয়ে আছে বেনন, জোসেফ হল্টকে ঢুকতে দেখল ও। সোজা ওর সামনে এসে দাঁড়াল হল্ট, সরল দু'চোখ থেকে অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা ঝরছে। 'বেনন, তোমাকে আর ব্যাগলেকে কী বলে যে ধন্যবাদ দেব, সে-ভাষা আমার জানা নেই। শুনলাম পারভিস ট্যাটন গানম্যান নিয়ে তোমার মুখোমুখি হবে, তা-ই আমি এসেছি তোমার পাশে থেকে লড়তে। জিমি হার্ট লোকটা এদিকে নতুন,

বইঘর.কম

তবে শুনেছি খুব চালুহাত। এরই মধ্যে ডুয়েলে সাতজনকে খুন করেছে সে। তাদের ছয়জনই অস্ত্রও ছুঁতে পারেনি। কথাগুলো যার কাছ থেকে জেনেছি, সে মিছে বলার লোক নয়। আর পারভিসও বিদ্যুতের গতিতে ড্র করতে পারে। ওকে আমি নিজে ড্র করতে দেখেছি গত বছরের নিউ ক্যাসল মেলায়, শ্যুটিং প্রতিযোগিতায়। আর সবাই তাক করে গুলি করছিল, কিন্তু পারভিস ড্র করেই পরপর ছয়টা গুলি করে। বুলস আইয়ের আধ ইঞ্চির মধ্যে লেগেছিল ছয়টা গুলিই। প্রথম পুরস্কারটা সে-ই পায়।' একটু থেমে বলল হল্ট, 'তবে জিমি হার্ট শুনেছি তার চেয়েও চালু। ...আমি থাকছি তোমার পাশে।'

'তোমার এসবে জড়ানো উচিত হবে না,' বলল বেনন। 'বাচ্চা আছে তোমার, তাদের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য আছে। পারভিস ট্যাটন যেমন লোক, তাতে তোমার ওপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে রবার্ট আর লিন্ডসিকে সে খুন করে ফেললেও অবাক হবো না আমি। তুমি বরং ওদের পাহারায় থাকো। আমার জন্যে চিন্তা কোরো না, একটু পর ব্যাগলেও চলে আসবে। আমরা দু'জনই পারভিস ট্যাটন আর তার পিস্তলবাজের মুখোমুখি হতে যথেষ্ট। ...আর আমরা যদি ওদের সঙ্গে লড়তে গিয়ে মারাই যাই, তা হলে শহরের মানুষ তো আছেই। অন্যায় নিশ্চয়ই মেনে নেবে না ওরা।'

তিক্ত হাসল হল্ট। 'আমি বোকা নই, বেনন, শিশুও নই। প্রবোধ দিয়ো না আমাকে। শহরের লোক কোর্টে ছিল না? তুমি পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিয়ে নেয়ার আগে তো টুঁ শব্দও করেনি ওরা কেউ।'

'বাচ্চাদের তোমাকে প্রয়োজন, হল্ট,' আন্তরিকতার সঙ্গে বলল বেনন। 'তুমি হয়তো জানো না, আমরা তোমার খামারে

Boighar
ত্রাতা

যাবার আগে না খেয়ে ছিল ওরা। রবার্ট শিকার করতে যেতে পারেনি লিন্ডসিকে একা রেখে। ওর মতো ছেলের জন্যে গর্ব হওয়া উচিত তোমার, ওর আর লিন্ডসির সুন্দর একটা ভবিষ্যৎ গড়ে দেবার জন্যে বিপদ এড়িয়ে চলা উচিত।'

মাথা নাড়ল হল্ট। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই বেনন আবার বলল, 'এটা আমার অনুরোধ, হল্ট, তুমি গানফাইটে নিজেকে জড়াবে না। যদি কথা না শোনো, তা হলে আমি মনে করব আমার আর ব্যাগলের সমস্ত পরিশ্রম পানিতে গেছে।'

অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে চেহারায় বেশ কয়েকটা অনুভূতির ছায়া খেলে গেল জোসেফ হল্টের। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বেননের হাতটা ধরল সে। 'ঠিক আছে, বেনন, আপাতত আমি তোমার কথাই মানছি। কিন্তু এটা জেনে রেখো, তোমাদের যদি খারাপ কিছু ঘটে, তা হলে ঠিকই আমি খোলা পিস্তল হাতে ওদের মুখোমুখি হবো। পারভিস আর জিমি হার্ট যতো চালুহাতই হোক, এটুকু জানি, মরার আগে ওদের অন্তত একটাকে আমি শেষ করতে পারব।'

'তা তুমি পারবে,' সত্যি কথাই বলল বেনন। 'বুঝতে পারছি সেবারের মেলায় শ্যুটিং প্রতিযোগিতায় অংশ নাওনি তুমি। নইলে পারভিসের পক্ষে প্রথম হওয়া হয়তো সম্ভব হতো না।' বিয়ারের গ্লাসটা হল্টের হাতে ধরিয়ে দিল ও। 'এটা গিলে এবার ভাগো এখান থেকে। সোজা হোটেলে যাবে। ওখানেই আছে রবার্ট আর লিন্ডসি।'

ঢকঢক করে বিয়ারটা গলায় ঢালল হল্ট, তারপর আরেকবার বেননের হাতটা ঝাঁকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

অপেক্ষায় থাকল বেনন। দুশ্চিন্তা হচ্ছে ওর ব্যাগলের জন্য। এখনও আসছে না কেন ব্যাগলে?

বইঘর.কম

প্রতীক্ষায় কেটে গেল দীর্ঘ পনেরো মিনিট, তারপর আবার খুলে গেল সুইং ডোর। যেন বাতাসে ভাসতে ভাসতে ভিতরে ঢুকল ব্যাগলে। চেহারাটা খুশি খুশি।

'এবার আমাকে ঠকাতে পারবে না, বেনন। আমাদের খোঁজা হচ্ছে, সে-খবর পেয়ে গেছি আমি। রাস্তা দিয়ে যে এলাম, একটা লোকও চোখে পড়েনি আমার। কিছু একটা ঘটবে সে-অপেক্ষায় আছে সবাই।'

খানিক চুপ করে থেকে বেনন জিজ্ঞেস করল, 'তুমি মরলে তোমার বউ-বাচ্চার কী হবে?'

'কিচ্ছু হবে না,' একগাল হাসল ব্যাগলে, তবে ওর হাসিতে মিশে আছে বিষাদ। 'আমাকে আসলে কোনও প্রয়োজন নেই ওদের। ছোট ছেলেটার হয়তো একটু খারাপ লাগবে আমার হাড় কালি করতে পারবে না ভেবে, এ ছাড়া আর কোনও সমস্যা নেই।'

বেনন জানে, কথাগুলো তিক্ত শোনালেও সত্যি। ব্যাগলে না থাকলে ওর কাজগুলো করাবার জন্য একটা চাকর রাখবে দ্বিতীয়বারের মতো মহিলা। এবং... কিছুদিনের মধ্যে ব্যাগলেকে ভুলে যাবে।

'একটা বিয়ার নাও?' প্রসঙ্গ পাল্টাতে জিজ্ঞেস করল বেনন।

মাথা নাড়ল ব্যাগলে। 'আগের কাজ আগে। আগে পারভিস ট্যাটন আর জিমি হার্টের মোকাবিলা করব, তারপর অন্যকিছু।'

বেনন বিয়ার নিল একটা। ধীরে ধীরে চুমুক দিয়ে ভাবল, ঝুঁকি নিতে চাইবে না পারভিস ট্যাটন। তা হলে কী করতে পারে সে? সেলুনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে সড়কটা ধরে একটু সামনে গেলেই দু'পাশে চলে গেছে দুটো গলি। ওগুলোর কোনও একটায় লুকিয়ে থাকবে সে, জিমি হার্টকে রাখবে সামনের রাস্তায়? যাতে

Boighar

হার্টকে মোকাবিলা করতে এগোয় ও, গলিটা যাতে পার হতে হয় ওকে? আর ঠিক তখনই পাশ থেকে অতর্কিতে গুলি করবে পারভিস?

কী ঘটবে ব্যাগলে যদি সেলুনের পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে চলে যায় গলিগুলোর একটায়? সম্ভবত সরাসরি সামনে পারভিসকে পাবে ও তা হলে। কিন্তু পারভিসের সঙ্গে দ্রুততায় পারবে ব্যাগলে? সন্দেহ নেই, অস্ত্রে ব্যাগলের হাত খুবই ভাল। তবুও...

কোনও সিদ্ধান্ত নিতে হলো না বেননকে। দূর থেকে একটা কর্কশ গলা ভেসে এলো। 'আমি রাস্তায় তোমার অপেক্ষা করছি, রক বেনন! সাহস থাকে তো বেরিয়ে এসো সেলুন থেকে!'

'তুমি সেলুনের পেছন দিয়ে গলিতে বের হবে,' দ্রুত ব্যাগলেকে নির্দেশ দিল বেনন। 'সাবধান! আমার ধারণা ওখানে ওঁৎ পেতে আছে পারভিস ট্যাটন।'

মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল ব্যাগলে, কাউন্টারের পাশ দিয়ে পিছনের দরজার দিকে পা বাড়াল। এক মুহূর্ত ওকে দেখে সুইং ডোর ঠেলে বের হলো বেনন। ওর হাত দুটো উরুর পাশে ঝুলছে।

ফুটপাথে নামতেই গলির ওপাশে বেশ খানিকটা দূরে হালকা-পাতলা লোকটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ও। চেহারাটা শকুনের মতো লোকটার, নাকটা বাঁকা। সরু চোখ দুটো নাকের দু'পাশে খুব কাছাকাছি বসানো। দু'পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে সে। ঠোঁটে তাচ্ছিল্যের হাসি।

তার খানিকটা বাঁ পাশে রাস্তার ধারে একটা ওয়্যাগন দাঁড়ানো। ওটার চাকায় গ্রিজ দিচ্ছে এক লোক। এদিকেই মুখ করে বসেছে সে। ...সময় পেল না লোকটা গ্রিজ দেবার?

বইঘর.কম

ব্যাপারটা অস্বাভাবিক নয়?

দু'জনের একজনও পারভিস ট্যাটন হতে পারে না। নিউম্যান ট্যাটনের সঙ্গে চেহারায় কোনও মিল নেই তাদের। শরীরের গড়নও একেবারেই আলাদা। এদের একজন জিমি হার্ট।

কিন্তু কোন্‌জন?

ফুটপাথ থেকে নেমে রাস্তা ধরে ধীর পায়ে এগোল বেনন। শটগানের বিকট শব্দে অন্তরাত্মা নড়ে গেল ওর। বারটেন্ডার বলেছিল পারভিস ট্যাটনের কাছে একটা শটগান আছে। তা হলে কি ব্যাগলেকে গুলি করেছে সে? ব্যাগলে কি...'

প্রতিপক্ষের সঙ্গে ওর দূরত্ব বড়জোর আর তিরিশ ফুট। গলি দুটো আর পাঁচ ফুট দূরেও হবে না। ড্র করল সামনে দাঁড়ানো হালকা-পাতলা নিষ্ঠুর চেহারার লোকটা। তার পরে হাত নড়ল ওয়্যাগনের কাছে বসে থাকা মাঝারি আকৃতির গ্রিযওয়ালার। কিন্তু তার হাতেই আগে উঠে এলো সিক্সশুটার।

মুহূর্তে বেনন বুঝে ফেলল কে জিমি হার্ট। চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই দু' উরুতে থাবা মেরেছে ওর দু'হাত। সূর্যের আলোয় প্রতিপক্ষদের অস্ত্রের নল চিকচিক করছে। ধোঁয়া বের হলো ওয়্যাগনের পাশে বসা জিমি হার্টের সিক্সশুটার থেকে। উরুতে যেন আগুন ধরে গেল বেননের। খানিকটা ঘুরে গেল ও শক্তিশালী বুলেটের ধাক্কায়। কিন্তু তার আগেই ওর দু'হাতের অস্ত্র দুটো আগুন ওগরাতে শুরু করেছে। দু'সেকেন্ডেরও কম সময়ে চারটে গুলি করল ও।

একটাও লক্ষ্যে আঘাত করেনি!

বগলের কাছে শার্টে হ্যাঁচকা টান অনুভব করল বেনন। একটুর জন্য গুলিটা ওর বুকে লাগেনি। স্থির হয়ে দাঁড়াল ও, যদিও জানে, প্রতিপক্ষদের বিরাট সুযোগ করে দিচ্ছে। দেরি না

Boighar

করে ডানহাতের সিক্সগান থেকে সাবধানে দুটো গুলি করল ও। ওর প্রথম গুলিটা লাগল জিমি হার্টের খুলিতে। গোটা মাথা বিস্ফোরিত হলো তার। হলদে মগজ ছড়িয়ে পড়ল রাস্তায়। কাত হয়ে পড়ে গেল জিমি হার্ট। বেননের দ্বিতীয় গুলিতে এক হাতে পেট চেপে বসে পড়ল শকুনের মতো চেহারার লোকটা। সেই অবস্থাতেই অস্ত্রটা তাক করতে চেষ্টা করল সে। কোনও ঝুঁকি না নিয়ে সরাসরি তার হৃৎপিণ্ডে গুলি করল বেনন। আর তখনই চোখের কোণে নড়াচড়া দেখে চমকে উঠতে হলো ওকে। টের পায়নি, অজান্তেই সামনে বেড়েছে ও, চলে এসেছে গলি দুটোর মুখে। স্পষ্ট বুঝল, এখন আর পাশ ফিরে গুলি করবার সুযোগ ও পাবে না কিছুতেই। তবুও ঘুরে দাঁড়াল, আবছা আকৃতিটার দিকে সিক্সগান তাক করতে শুরু করল। তারপর স্বস্তির বিরাট একটা শ্বাস ফেলল ব্যাগলের গলা শুনে।

'বেনন! আহত হয়েছ তুমি!'

পায়ের দিকে তাকাল বেনন। জিন্সের প্যান্ট চিরে দিয়ে উরুর খানিকটা মাংস খাবলে তুলে বেরিয়ে গেছে জিমি হার্টের প্রথম বুলেট। আঘাতটা মারাত্মক কিছু নয়।

'পারভিস?' ফ্যাঁসফেঁসে শোনাল ওর কণ্ঠ। 'পারভিসের কী হলো?'

'সেলুন থেকে বেরিয়েই দেখি গলির মুখের কাছে বন্দুক হাতে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে,' বলল ব্যাগলে। 'নিঃশব্দে এগোলাম আমি। পনেরো ফুটের মধ্যে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তার মতলবটা কী। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। কিন্তু ঘুরল উল্টোদিক দিয়ে, ডানদিকে না ঘুরে বামদিকে ঘুরল আমার মুখোমুখি হতে। হয়তো ভেবেছিল তাড়াতাড়ি ঘুরতে পারবে। এটা ভাবেনি যে বন্দুকের নল ঘষা খাবে বামদিকের বাড়ির

বইঘর.কম

দেয়ালে। তাতে করে খানিকটা ধীর হয়ে গেল সে। তবুও আমার বাকশট যখন তার বুকে লাগল, ততক্ষণে কাঁধে তুলে ফেলেছিল সে নলকাটা বন্দুকের কুঁদো।'

'চলো তো দেখি লাশের কী অবস্থা।' গলির মধ্যে পা বাড়াল বেনন। খানিকটা যেতেই দেখতে পেল বীভৎস দৃশ্যটা। কাছ থেকে বন্দুকের গুলি খেয়ে মাঝখান থেকে প্রায় দু'টুকরো হয়ে গেছে লোকটার দেহ। শুষ্ক বালি রক্ত শুষে নিয়েছে দ্রুত, শুধু লালচে দাগ অবশিষ্ট আছে।

গোলাগুলির আওয়াজ থেমে যাওয়ায় রাস্তায় লোকজন বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে।

উরুতে টনটনে ব্যথা অনুভব করল বেনন। প্রথমে যা ভেবেছিল, তার চেয়ে বেশি মাংস কেটে নিয়ে গেছে বুলেট। ব্যাগলের কাঁধে দেহের খানিকটা ভর দিল ও। বলল, 'আমাকে হোটেলে পৌঁছে দাও। আর··· এবার তুমিও ইচ্ছে করলে হোটেলের নরম বিছানায় ঘুমাতে পারো, আমার আপত্তি নেই, যতোক্ষণ হোটেলের বিলটা আমি দিচ্ছি।'

একগাল হাসল ব্যাগলে। 'বোতলের পয়সাটাও তোমাকেই দিতে হবে; ধেড়ে ঘোড়া! তোমাকে বলিনি, মেসকিটে আসার পথে স্যান লুইতে আমরা যখন থামলাম, আর তুমি তাড়াতাড়ি ঘুমাতে গেলে, সে-রাতে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে পড়ে ছিলাম রাস্তার ধারে। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি আমার টাকা-পয়সাও নেই, বউয়ের চোখ পাকানো ছবিটাও নেই! সেলুনে ঢুকলাম নালিশ জানাতে, বারটেন্ডার সব শুনে বলল, আবার যদি তাদের সেলুনে ঢুকি, তা হলে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে আমার মাথা ভাঙবে সে। আমি না কি তিন বোতল টেকিলা খেয়ে দামটা একটু পরে দিচ্ছি বলে বেরিয়ে গিয়েছিলাম, সারারাত

ফিরিনি!'

দীর্ঘশ্বাস চাপল বেনন। অতিরিক্ত শাসনে যারা থাকে, স্বাধীনতা পেলে মাথা ঠিক রাখতে পারে না তারা। এ-কারণেই হয়তো বিবাহিতরাই বিপথে যায় বেশি! আপন মনে মাথা দোলাল বেনন, হয়তো এটাই ভাল হয়েছে যে ও ভালবাসার মানুষকে পায়নি। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো ওর বুক চিরে। একাই হয়তো পথ চলতে হবে। হয়তো এটাই ওর নিয়তি।

বইঘর.কম

কয়োট-ট্রেইল

মাত্র একটা মুহূর্ত আগে স্যাডলে বসে ঝিমাচ্ছিল একটানা দীর্ঘ পথচলায় ক্লান্ত রক বেনন, কিন্তু পুরোপুরি সতর্ক হয়ে উঠল ও স্ট্যালিয়নটার শক্তিশালী মাংসপেশীগুলো আড়ষ্ট হয়ে যেতেই।

চোখের উপর স্টেটসন হ্যাটের কানা টেনে আনল ও, পশ্চিমে বেঁচে থাকতে হলে যে প্রখর দৃষ্টির প্রয়োজন হয়, প্রয়োগ ঘটাল তার। পায়ের সঙ্গে স্ট্যালিয়নের স্পর্শ ওকে বলে দিয়েছে, সাবধান, রক বেনন! নীরব সতর্কবাণীটা যদি বৃথাও যেত, স্ট্যালিয়নের সামনে বাড়ানো কান আর ফুলে ফুলে ওঠা নাকের পাটা হুঁশিয়ার করত ওকে।

সামনে যা-ই থাকুক, সেটা পছন্দ হয়নি স্ট্যালিয়নের।

খুব ধীরে ধুলো-ভরা ট্রেইল ধরে সামনের গাছগুলোর দিকে ঘোড়াটাকে বাড়াল বেনন, সেই সঙ্গে সিক্সগানের বাঁটের উপর থেকে সরিয়ে দিল চামড়ার ফিতে। ওর কঠোর, কিছুটা রুক্ষ চেহারায় লক্ষ্যণীয় কোনও পরিবর্তন এলো না, তবে চোখ দুটো হয়ে গেল শান্ত, শীতল।

যে-পথে ও এসেছে, সে-পথটা পাথুরে একটা উঁচু রিজের গা ঘেঁষে গেছে। রিজের এখানে-ওখানে ছড়ানো ছিটিয়ে জন্মেছে কিছু গাছ। রিজের মাথা থেকে কোনও একসময় ধস নেমেছিল

Boighar ব্রতী

পাহাড়ি ঢালে পড়ে আছে বড় বড় বোল্ডার। একপাশে মাটি সরস বলে ঘন হয়ে জন্মেছে অনেকগুলো গাছ।

শক্তিশালী স্ট্যালিয়ন রাজকীয় ভঙ্গিতে ঢুকে পড়ল প্রকৃতির তৈরি সবুজ বাগিচার ভিতরে।

দেরি না করে ঘোড়া থামিয়ে ফেলল বেনন, কিছুটা দূরে চিৎপাত হয়ে পড়ে থাকা দেহটা দেখে সামান্য বিস্ফারিত হলো ওর চোখ দুটো।

নামল না ও ঘোড়া থেকে, চারপাশে ঘুরে এলো ওর দৃষ্টি।

পরখ করে না দেখেও বলে দেয়া যায়, মারা গেছে ট্রেইলে পড়ে থাকা লোকটা। যেখানে গুলি লেগেছে, সেখানে গুলি লাগবার পর বাঁচে না কেউ। তা ছাড়া, চিত হয়ে পড়ে থাকা লাশের খোলা চোখ দুটো নিষ্পলক তাকিয়ে আছে দুপুর তিনটের প্রখর সূর্যটার দিকে।

মৃতের নিজের ঘোড়া ছাড়া অন্য কোনও ঘোড়ার ট্র্যাক নেই আশপাশে। মনিব উঠবে সে-অপেক্ষায় পাশে দাঁড়িয়ে আছে এখনও প্রভুভক্ত প্রাণীটা।

লাশের বুকের বিরাট গর্তটা দেখে বোঝা যাচ্ছে, গুলিটা করা হয়েছিল পিছন থেকে, পিঠ দিয়ে ঢুকে বুক ভেদ করে বেরিয়ে গেছে বুলেট।

স্যাডলে পাশ ফিরে বাম পাশে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল বেনন ওর চোখ স্থির হলো পঞ্চাশ গজ দূরে, রিজের ধারে ঝোপঝাড়ে গা-লুকানো বড় একটা বোল্ডারের উপর।

টার্গেট মিস করবার কোনও সম্ভাবনা রাখেনি গুপ্তঘাতক, ঝুঁকি নেয়নি বিন্দুমাত্র। ঝুঁকি নেবার কথাও নয় আততায়ীর, লাশের চেহারা দেখে লোকটাকে সাধু-সন্ত মনে হচ্ছে না অন্তত। মানুষটা সে দেখতে খারাপ ছিল তা নয়, কিন্তু কঠোর জীবন-যাপনে

বইঘর.কম

অভ্যস্ততার ছাপ পড়ে গিয়েছিল চেহারায়–এমন একজন মানুষ, ট্রেইলে যে চলেছে বহুদিন, রোদে পুড়েছে, ভিজেছে বৃষ্টিতে। উরুতে দুটো সিক্সগান ঝোলাত মানুষটা। খুব কম লোকই জোড়া সিক্সগান ব্যবহার করে।

হাঁটার গতিতে স্ট্যালিয়নটাকে সামনে বাড়াল বেনন, সতর্ক থাকল, যেন মুছে না যায় কোনও ট্র্যাক। লাশের পায়ের স্পার দুটোর স্ট্র্যাপ বাটন থেকে ঝুলন্ত চেইন লূপ নজর কাড়ল ওর। মৃতের পরিশ্রান্ত ঘোড়াটা আবার দেখল ও। স্যাডলে স্যান্টা বারবারার বিট, দক্ষ হাতে তৈরি স্টিরাপ-এর সামনের ট্যাপাডেরোগুলো বলে দিচ্ছে, ক্যালিফোর্নিয়ার লোক ছিল মৃত মানুষটা।

'বহুদূরে চলে এসেছিলে তুমি মরতে, বন্ধু,' বিড়বিড় করে বলল বেনন। এবার নামল ও ঘোড়া থেকে, চলে গেল মৃত লোকটার ঘোড়ার কাছে।

প্রথমে অপরিচিত লোক দেখে ভয় পেয়ে সরে যেতে চাইল সন্দেহপ্রবণ জন্তুটা, তারপর দ্বিধায় পড়ে গেল বেননকে কথা বলতে শুনে। শেষে নাক ছোঁয়াল আগন্তুকের হাতে–সতর্ক, তবে বন্ধুভাবাপন্ন মনোভাব।

মৃত মানুষটা সম্বন্ধে একটা ধারণা পেল বেনন। নীচ মনের খারাপ লোক ছিল না ওই লোক, যে-কারণে কার্পণ্য করেনি চমৎকার ঘোড়াটার উপযুক্ত দেখভাল করতে।

চারপাশের সবকিছু মাথায় গেঁথে নেবার ফাঁকে রোনটার ঘাড় চুলকে দিল বেনন। পোমেলের কাছে ঝুলন্ত কাঁচা চামড়ার রিয়াটা মনোযোগ কেড়ে নিল ওর। আন্দাজ করল, দৈর্ঘ্যে অন্তত পঁচাশি ফুট হবে ওটা। বিড়বিড় করে বলল বেনন, 'বন্ধু, কাউবয় হিসেবে বোধহয় জুড়ি ছিল না তোমার!'

Boighar

সাধারণত পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ ফুট দৈর্ঘ্যের দড়ি ব্যবহার করে টেক্সাসের দক্ষ কাউবয়রা, ফাঁস পরানোর আগে চলে যায় নির্দিষ্ট গরু-বাছুরের যতটা সম্ভব কাছে।

পঁচাশি ফুট দীর্ঘ ল্যাসো ব্যবহার করতে হলে সেই কাউবয়কে রীতিমত শিল্পী হতে হয়। ক্যালিফোর্নিয়ায় শুধু ভ্যাকুয়েরোদের এরকম রিয়াটা ব্যবহার করতে দেখেছে বেনন।

লাশের পাশে হাঁটু মুড়ে বসে পকেটগুলো তল্লাশী করল ও এবার। শার্ট-প্যান্টে পুরু ধুলোর আস্তরণ ওকে বলে দিল, বহু দূরের পথ দ্রুত অতিক্রম করেছিল লোকটা। তার ঘোড়াটাও পরিশ্রান্ত হয়ে আছে। টেক্সাসে কাউবয়রা যে-ধরনের ঘোড়া ব্যবহার করে, মৃত লোকটার ঘোড়া তার চেয়ে ভারী ও উঁচু। দক্ষ হাতে প্রশিক্ষণ দেয়া ভাল জাতের ঘোড়া, মাইলের পর মাইল দ্রুত ছুটতে সক্ষম। ...এবং, ছুটতে হয়েছিল ওটাকে।

মৃত ব্যক্তির চেহারা ভালমত দেখে বেননের মনে হলো না কোনওকিছু থেকে পালানোর মতো লোক ছিল সে। আন্দাজ করল, কারও সঙ্গে দেখা করতে চলেছিল লোকটা।

লাশের পকেটে পাওয়া টুকিটাকি জিনিসগুলো একটা পুটুলির ভিতরে ভরে প্যান্টের পকেটে রেখে দিল ও, তারপর লোকটার অস্ত্র দুটো খুলে নিয়ে ঝুলিয়ে রাখল ওর স্যাডল হর্নের সঙ্গে।

লাশ বয়ে নিয়ে যাবার তুলনায় কাছের শহরটাও অনেক বেশি দূরে। আবার লাশটা এখানে পড়ে থাকলে কয়োটের দল ছিঁড়ে খাবে। বেশিরভাগ সময় একাকী পথ চলতে হয়, যে-কারণে নিঃসঙ্গতা কাটাতে পশ্চিমের আরও অনেকের মতোই নিজের সঙ্গে কথা বলে বেনন। আপন মনে ও বলল, 'চার-পেয়েগুলোর কথা ভাবছি। দু'পেয়ে কয়োটের সাক্ষাৎ তো হয়েই গেছে তোমার সঙ্গে।'

বইঘর.কম

কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর নিচু একটা জায়গায় পছন্দ মত একটা গর্ত পেয়ে গেল বেনন। মাটি ওখানে খুব বেশি শক্ত নয়। গাছ থেকে ডাল ভেঙে গর্তটা আরও বড় ও গভীর করল ও, তারপর সাবধানে গর্তে শুইয়ে দিল লাশটা। এবার নিজের বাড়তি শার্ট দিয়ে মৃতদেহের মুখ ঢেকে আলগা মাটি ফেলল কবরে। গর্তের পাড় খুঁড়ে কবরের উপর মাটির পুরু আস্তরণ দিয়ে মাটির উপর স্তূপ করে রাখল জুনিপারের ভারী ডালপালা ও পাথর।

কাজ সেরে ঘণ্টা দুয়েক বিশ্রাম নিয়ে কালো ঘোড়াটার দড়ি ধরে আবার রওনা হলো ও, এমন একটা ঘুর-পথ বেছে নিল, যে-পথে ঝোপঝাড় ঢাকা সেই বোল্ডারের পাশ দিয়ে যাওয়া যাবে পুবের হ্যাচার শহরে।

এক মিনিটের গভীর পর্যবেক্ষণ খুব অল্পই জানাল ওকে। রওনা হতে গিয়ে আততায়ী যেখানে ঘোড়া রেখেছিল, সে-জায়গাটা দেখতে পেল ও। একটা ব্যাপার চোখে পড়তেই পাথরের রুক্ষ গা আরও মনোযোগ দিয়ে দেখল। কুঁচকে গেল ওর ভ্রূ জোড়া।

ক্ষুরের দাগ থেকে বোঝা যায় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিল ঘোড়াটা। তখনই পাথরে গা ঘষে শরীর চুলকে নিতে চেয়েছিল।

পাথর থেকে কাঠের কিছু চল্টা সংগ্রহ করল বেনন। ওগুলোর একটা পাশ শুকনো ও শক্ত, কিন্তু আরেক পাশে রোদ লাগেনি, কাঁচা। ম্যাচের কাঠির চেয়েও চিকন কয়েকটা চল্টা সাবধানে রেছে নিল বেনন, রেখে দিল ওগুলো সিগারেট পেপারে মুড়িয়ে।

সন্ধ্যার গাঢ় ছায়া যখন হ্যাচার শহরটাকে ঢেকে দিচ্ছে, সে-সময় শহরের ধুলো-ভরা সদর রাস্তা ধরে লিভারি স্টেবলের দিকে এগোল ও। ওর পিছনে দড়ির টানে চলল মৃত লোকটার কালো ঘোড়া।

Boighar
ব্রাতী

একটা সেলুনের বাইরে দেয়ালে চেয়ার হেলিয়ে বসে আছে এক লোক, বেশ আগ্রহ নিয়ে অগ্রসরমান আগন্তুককে দেখল সে। বেনন লিভারি স্টেবলের সামনে থামতেই মুখ ঘুরিয়ে নিল সে, ভিতরের কাউকে বলল কী যেন। কয়েক সেকেন্ড পর খুলে গেল সেলুনের দরজা; সাদা হ্যাট পরা এক লোক বের হয়ে তাকাল স্টেবলের দিকে। স্টেবলের দরজার সামনে স্যাডল থেকে নেমেছে বেনন, ওর উপর স্থির হলো লোকটার কঠোর দৃষ্টি।

স্টেবলের স্টলে রেখে সময় নিয়ে ঘোড়া দুটোর শরীর ডলে দিল বেনন, খাবার ও পানি দিল নিজের হাতে। সর্বক্ষণ চপর-চপর করে তামাক চিবানোর ফাঁকে কৌতূহলী সমালোচকের দৃষ্টিতে ওর কাজ দেখল এক আস্তাবল-কর্মী।

'অনেক দূর থেকে এসেছ?' জিজ্ঞেস করল লোকটা বেশ কিছুক্ষণ পর।

'বলতে পারো,' মুখ তুলে তাকাল না বেনন। 'শহরের অবস্থা কেমন?'

'আর অবস্থা, যেমন-তেমন।' বেননের কঠোর চেহারা ও অস্ত্র দুটো আরেকবার দেখে নিল অসলার। 'কাজ খুঁজছ?'

'হয়তো।'

'লোক নিচ্ছে ডিক এভেরিলস আর জনি গ্রিয়ার। যাদের নিচ্ছে, তাদের হাত যদি অস্ত্রে ভাল হয়, তো খুশিই হবে ওরা।'

'লড়াই তো সবসময় দু'পক্ষে বাধে। আরেকটা পক্ষ কে?'

'পিচফর্ক রানশের জিম মোরেল। ব্যবসায় ভাল করতে শুরু করেছিল ও মাত্র। তবে গানম্যান ভাড়া করছে না মোরেল, সে-টাকা নেই ওর।' কালো ঘোড়াটার দিকে তাকাল অসলার 'সবসময় দুটো ঘোড়া ব্যবহার করো তুমি?'

'কখনও কখনও বেশ কাজে লাগে দুটো ঘোড়া।' সোজা হয়ে

বইঘর.কম

দাঁড়িয়ে অসলারের নীল চোখে নিজের কালো চোখ দুটো রাখল বেনন। 'স্রেফ কৌতূহল বোধ করছ বলে এত প্রশ্ন তোমার, না কেউ পাঠিয়েছে তোমাকে?'

'কৌতূহল।' কালো ঘোড়াটা দেখাল অসলার। 'তোমার পোশাক-আশাক টেক্সানদের মতো, যে স্ট্যালিয়নে চেপে এসেছ, ওটার সাজও টেক্সাসের, কিন্তু কালোটার সাজ টেক্সাসের হতে পারে না।'

মৃদু হাসল বেনন। 'এ নিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে রাতে হয়তো ভালমত ঘুমাতে পারবে না তুমি, ক্লাউডি।'

চমকে গিয়ে বেননের দিকে তাকাল আস্তাবল-কর্মী। 'আমার নাম জানলে কী করে তুমি?'

'জানা থাকা ভাল,' বলল বেনন। 'আমি যখন এলাম, পাউচ থেকে তামাক বের করছিলে তুমি। ওটার গায়ে তোমার নামটা পুড়িয়ে খোদাই করা আছে।'

হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে উঠল অসলার। 'ও, তা-ই তো! মাঝে মাঝে মনেই থাকে না নামটা ওখানে লিখেছিলাম।'

রাস্তায় বেরিয়ে এসে হাঁটতে হাঁটতে অভিজ্ঞ চোখে শহরটা দেখল বেনন।

রূঢ় আবহাওয়ার অত্যাচারে জর্জরিত, নীরব শহর হ্যাচার। হিচিং রেইলগুলোতে দাঁড়িয়ে ঝিমাচ্ছে কয়েকটা ঘোড়া। দু'একটা নেড়ি কুকুর ঘুরঘুর করছে রাস্তায়। অন্তত ছয়টা সেলুন দেখল বেনন সদর রাস্তায়। শুধু একটা ক্যাফে, হোটেল আর সেলুনগুলোতে আলো দেখা যাচ্ছে, এ ছাড়া গোটা শহর ঘুমিয়ে পড়েছে বলে ভ্রম হয়।

এরকম শহর আগেও অনেক দেখেছে বেনন। একটা উল্টোপাল্টা কথায় শান্ত শহরটার বেশিরভাগ মানুষ খেপে উঠে

Boighar

জড়িয়ে পড়তে পারে রক্তাক্ত লড়াইয়ে।

ট্রেইলে খুন এবং অন্তত একটা রানশ গানম্যান ভাড়া করছে–এ দুটো থেকে আন্দাজ করা যায়, প্রথম দেখায় পরিস্থিতি যেরকম স্বাভাবিকটা মনে হচ্ছে, তার চেয়ে অনেক উত্তপ্ত এদিকের অবস্থা।

দোতলা কাঠের দালানে হোটেল। ওখানে রুম বুক করে ক্যাফেতে চলে এলো বেনন, খাবারের অর্ডার দিয়ে বসল লম্বা একটা টেবিলে। সুস্বাদু, কিন্তু সস্তা খাবার খেতে শুরু করল চুপচাপ।

অগোছাল এক মহিলা খাবার দিয়ে গেছে ওকে, বিন্দুমাত্র কৌতূহল বা আগ্রহ দেখায়নি সে লম্বা, সুঠামদেহী, উরুতে জোড়া অস্ত্র ঝোলানো কঠোর চেহারার আগন্তুকের প্রতি। এরকম লোক আগেও দেখেছে মহিলা। তারা চলে যাবার পর ফিউনারেলের জন্য লাশ সাজাতে করোনারকে সাহায্য করতে হয়েছে তাকে তিক্ত মনে।

যে-কারণে এখানে আসা, খাওয়ার ফাঁকে সে-সমস্যাটা নিয়ে চিন্তা করল বেনন। হ্যাচার শহরে কোথাও লুকিয়ে আছে এক গরু-চোর, ঠাণ্ডা মাথার নারী হত্যাকারী–অ্যাল ডায়মন্ড। টেক্সাসে খোঁজা হচ্ছে তাকে অ্যাম্বুশ করে প্রতিপক্ষকে হত্যার অভিযোগে।

ট্র্যাক লুকিয়ে এখানে এসেছে অ্যাল ডায়মন্ড। বেশ আগের কথা সেটা, তারপর থেকে কয়েকজন রেঞ্জার ও পিঙ্কারটন এজেন্ট তাকে খুঁজে বের করে আইনের সামনে দাঁড় করাতে ব্যর্থ হয়েছে। অ্যাসাইনমেন্ট হাতে পেয়ে প্রায় দু'মাস অনেক খোঁজ-খবর করে অ্যাল ডায়মন্ডের আস্তানা কোথায় হতে পারে আঁচ করতে পারে বেনন। সে-জন্যই এখানে, এই হ্যাচার শহরে এসেছে ও।

খাওয়া শেষে কফির মগে চুমুক দিচ্ছে বেনন, এমন সময়

বইঘর.কম

ক্যাফেতে ঢুকল ক্লাউডি, বসল একই টেবিলের উল্টোদিকে। বেননের মতোই তার চেহারাও নিস্পৃহ। পট তুলে মগে কালো রঙের গরম কড়া কফি ঢেলে নিল সে। চোখ না তুলেই বলল, 'কয়েকজন ভদ্রলোক আস্তাবলে গিয়ে তোমার কালো ঘোড়াটা দেখছে। ভাবলাম, জানা দরকার তোমার। তাদের একজন রিচমন্ড হেইন্স, জে-এ রানশের ভাড়া করা গানহ্যান্ড, অন্যজন কার্ল পিটার্স, ওই রানশেরই ফোরম্যান।'

'খবরটা জানানোর জন্যে ধন্যবাদ,' টেবিল ছাড়ল বেনন। 'কোথায় আড্ডা মারে ওরা?'

'কার্টহুইল সেলুনে, বেশিরভাগ সময়। সাইডওয়াইন্ডার সাপের মতো বিপজ্জনক কিন্তু ওরা। সাবধান, মিস্টার, নিজের ভাল-মন্দের দিকে খেয়াল রেখো। আইনহীন এ এলাকারই মানুষ ক্লাউডি, আরেকবার দেখে নিল সে রক বেননের উরুতে ঝোলানো পুরোনো হোলস্টার ও অস্ত্র দুটোর মসৃণ বাঁট। আগন্তুক দরজার কাছে চলে যাবার পর দ্বিধান্বিত স্বরে বলল, 'অথবা নিজেদের ভাল-মন্দের দিকে খেয়াল রাখা উচিত হয়তো ওদেরই!'

কার্টহুইল সেলুনে কয়েকটা টেবিলে জমে উঠেছে পোকার খেলা। দু'চারজন পাঞ্চার ফারো খেলছে অলস ভাবে। বার কাউন্টার-এ দাঁড়িয়ে আছে চারজন লোক। তাদের মধ্যে দু'জন মনোযোগ কাড়ল বেননের

একজন অন্যদের চেয়ে লম্বা, মাথায় সাদা হ্যাট, পরনে রেঞ্জের পরিষ্কার পোশাক আরেকজন একটু বেঁটেমত, মোটা ধাঁচের; কর্কশ কাপড়ের পোশাক পরে আছে সে। দাড়ি না-কামানো চেহারায় বদরাগ ও নিষ্ঠুরতার ছাপ। গোঁফটা যেন হুলো বিড়ালের লেজ। নিচু ক্রাউনের সমব্রেরো হ্যাট পরে আছে সে, হ্যাটের মাঝখানে ভাঁজ

Boighar
ত্রীতা

বেননকে বারে এসে দাঁড়াতে দেখে পাশ ফিরে নিচু স্বরে লম্বা সঙ্গীকে কী যেন বলল সমব্রেরো হ্যাট। একবার বেননের দিকে তাকানো ছাড়া আর কোনও প্রতিক্রিয়া দেখাল না তার লম্বা সঙ্গী, কথা চালিয়ে গেল।

'সময় থাকতে থাকতে বিক্রি করে দেয়া উচিত মোরেলের। এরকম চলতে থাকলে ফতুর হয়ে যাবে ও।'

ভাঁজওয়ালা সমব্রেরো হ্যাট পরা লোকটা বেননের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করল, 'চমৎকার দুটো ঘোড়া নিয়ে শহরে এসেছ তুমি। আমরা অনেকেই এখন ভাবছি, তোমার কালো ঘোড়াটার আরোহীর কী হলো।'

খুব ধীরে পাশ ফিরে দাঁড়াল বেনন, কনুই রাখল বার কাউন্টারে। ডানহাতে ওর রাই হুইস্কির গ্লাস। সমব্রেরো হ্যাট পরা লোকটার হলদেটে চোখে তাকাল ও। কে যেন ঢোক গিলল, সেলুনের থমথমে নীরবতায় শোনা গেল মৃদু আওয়াজটা। ধোঁয়া-ভরা প্রকাণ্ড ঘরে যেন দানা বাঁধছে আসন্ন ঝড়ের কালো মেঘ

চেহারায় কোনও পরিবর্তন এলো না বেননের, গ্লাসটা তুলে হুইস্কিতে চুমুক দিল ও, তরলটুকু শেষ করে নামিয়ে রাখল গ্লাসটা কাউন্টারের উপর। ঘরের টানটান উত্তেজনা যেন জীবন্ত, সবাইকে স্পর্শ করছে। যারা কী ঘটে দেখছে, তাদের চোখ এড়াল না নবাগত আগন্তুকের সচেতন, মাপা নড়াচড়া।

'আমি বলেছি, অনেকেই জানতে চায় ঘোড়ার আরোহীর কী হলো,' আবারও বলল সমব্রেরো।

নিষ্পলক তাকিয়ে থাকল বেনন লোকটার হলদেটে চোখে তারপর বলল, 'নামটা রিচমন্ড হেইন্স। নিজেকে পরিচয় দিত রিচমন্ড হেইলার নামে নিজেকে ভাবত বড় কোনও গানফাইটার কিন্তু কার সঙ্গে গোলাগুলিতে নামছে সেদিকে খেয়াল রাখত

বইঘর.কম

সবসময়। লিঙ্কন কাউন্টির লড়াইতে মারফি-ডোলান দলের সঙ্গে ছিল। কলোরাডোতে ওকে খোঁজা হচ্ছিল ঘোড়া চুরির অপরাধে। পিছন থেকে গুলি করে এক প্রসপেক্টরকে খুন করেছে বলে সন্দেহ করা হয় তাকে অ্যারিযোনাতে। ভার্জিল আর্প তাকে তাড়িয়ে দেয় টুম্বস্টোন থেকে।'

বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল রিচমন্ড হেইন্স, গোঁফ ঝুলে পড়ল তার। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বেনন আগের কথার সূত্র ধরল, 'আরেকটা কথা এখনও বলা হয়নি, ট্রেইলে যে-লোকের লাশ পাই আমি, তাকেও হত্যা করা হয়েছে পিছন থেকে গুলি করে। মনে হচ্ছে শহরের সবাই বুঝতে পারবে, পিঠে গুলি করাটা কার কীর্তি হবার সম্ভাবনা বেশি

আগন্তুকের মুখে নিজের অতীত শুনে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল রিচমন্ড হেইন্স, এবার ফ্যাকাসে মুখটা আগুনে তপ্ত লোহার মতো লাল হয়ে গেল তার রাগে। তেড়া সুরে জিজ্ঞেস করল সে, 'কথাগুলো কি আমাকে উদ্দেশ্য করে বলছ?'

'কুকুরের দলে যখন কেউ ঢিল ছোঁড়ে, তখন যে-কুকুরটা চেঁচিয়ে ওঠে, বুঝতে হবে সেটার গায়েই ঢিল লেগেছে।'

প্রচণ্ড ক্রোধে রক বেননের দিকে তেড়ে এলো হেইন্স। হাতের ঝাপ্টায় জে-এ ফোরম্যানের হাত দুটো সরিয়ে দিল বেনন, পরক্ষণেই কাঁধের সমস্ত জোর খাটিয়ে ডানহাতি ঘুসি মারল লোকটার চিবুকে। হাঁটুমুড়ে বসে পড়ল রিচমন্ড হেইন্স, তারপর পড়ে গেল মুখ থুবড়ে

এক পা পিছিয়ে তার পড়বার সুবিধা করে দিল বেনন, তারপর বিস্মিত বারটেন্ডারকে বলল, 'আরেকটা ড্রিঙ্ক নেব আমি এতটা পথ ধুলো খেয়ে খসখসে হয়ে গেছে গলা।'

হাঁটুর উপর ভর দিয়ে বসে ভিজা কুকুরের মতো মাথা ঝাঁকাল

রিচমন্ড হেইন্স, তারপর তার সম্মানের কতবড় সর্বনাশ হয়েছে সেটা মাথায় ঢুকতেই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়াল সিক্সগানের দিকে। থমকে গেল পরক্ষণে। মহা বেয়াড়া লোকটার দুটো সিক্সগান একই সঙ্গে তাকিয়ে আছে সরাসরি তার বুকের দিকে!

'গুলি করার মতো খারাপ মেজাজে নেই আমি এখন,' বলল বেনন। 'আর আজ রাতে তোমার কপালটাও ভাল যাচ্ছে না। তুমি বরং ঘোড়া নিয়ে জে-এ রানশের দিকে রওনা হয়ে যাও।'

বেননের দিকে তাকাল জে-এ রানশের ফোরম্যান কার্ল পিটার্স। 'তথ্যগুলোর জন্যে ধন্যবাদ, মিস্টার। আমরা জানতাম না হেইন্সকে আইন খুঁজছে।' বেননের জোড়া অস্ত্রের উপর চোখ স্থির হলো তার। 'মনে হচ্ছে যোগ্য লোক তুমি। কোত্থেকে যেন এসেছ বলছিলে?'

'বলিনি।'

'যদি চাকরির খোঁজে থাকো, তা হলে জে-এ রানশে এসো, লোক দরকার আমাদের।'

'লোক তোমাদের যা আছে, তারা যদি হেইন্সের মতো হয়,' গ্লাসটা খালি করল বেনন, 'তা হলে সত্যিই লোক দরকার তোমাদের।'

কাউন্টারে একটা কয়েন ফেলে ঘুরে দাঁড়িয়ে সেলুন থেকে বেরিয়ে এলো বেনন। বুঝতে পারল, রাগে আড়ষ্ট চেহারায় পিছন থেকে ওকেই দেখছে কার্ল পিটার্স

হোটেলের বারান্দায় উঠতেই খেয়াল করল বেনন, অন্ধকার ছায়া থেকে বেরিয়ে আসছে এক লোক। ওকে তাকাতে দেখে তাড়াতাড়ি করে বলল সে, 'দাঁড়াও! আমি শত্রু নই!' বেঁটেখাটো মানুষ সে. চুলগুলো কাঁচা সোনার মতো সোনালী। বুটজুতো

জোড়া বোধহয় তার আপন দাদা পায়ে দিত যৌবনে

'লবিতে এসো,' তাকে বলল বেনন।

লবিতে ঢুকে মুখোমুখি দুটো সোফায় বসল দু'জন। বেনন যে-সোফাটায় বসেছে, সেখান থেকে লবির জানালা ও দরজা দেখা যায় সহজেই।

কোমরে একটা সিক্সগান ঝোলায় যুবক। পরে আছে সাদা-কালো চেক শার্ট ও বোতাম-খোলা ভেস্ট। নিশ্চিন্ত হাসি-খুশি চওড়া চেহারাটায় এখন গভীর চিন্তার ছাপ। একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল সে, 'কালো একটা ঘোড়া নিয়ে এসেছ তুমি শহরে? ক্যালিফোর্নিয়ার সাজ পরানো?'

'হ্যাঁ।'

'ওটার আরোহীর কী হয়েছে?'

'মারা গেছে। মাইল দশেক দক্ষিণে। পিঠে গুলি খেয়েছিল। ...চেনো তাকে?'

'আমার বন্ধু, অ্যাডাম টাগওয়েল। জানতাম আমার বিপদের কথা শোনার পর চলে আসবে ও সাহায্য করতে।' একটু থমকাল যুবক, তারপর বলল, 'আমি পিচফর্কের জিম মোরেল।'

সামান্য বিস্মিত হলো বেনন, সেই সঙ্গে নিজের প্রতি বিরক্ত। আগেই আন্দাজ করতে পারা উচিত ছিল ওর। 'অ্যাডাম টাগওয়েল? ল-ম্যান? ডাকাত মেরে স্কাল মাউন্টেন পরিষ্কার করেছিল যে?'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল জিম মোরেল। 'তবে বুঝতে পারছি না ওকে খুন করতে গেল কেন ওরা। কেউ জানত না ও আসছে। কারও এমনকী এটাও জানা ছিল না যে আমি ওকে চিনি সম্পর্কে অ্যাডামের সম্বন্ধী হই আমি। ওকে বিয়ের কিছুদিনের মধ্যে খুন হলো আমার বোন।'

প্রশ্নটা অপ্রাসঙ্গিক আপাতত, কিন্তু এ থেকে হয়তো বেরিয়ে আসবে অ্যাডাম টাগওয়েলকে হত্যার উদ্দেশ্য, জিজ্ঞেস করল বেনন, 'খুন হয়েছিল তা হলে তোমার বোন? ...কীভাবে?'

'অ্যাডাম রানশে ছিল না, সে-সময় একজন পাঞ্চারকে কাজে নেয় লিল। লোকটা চুরি করছিল, হাতে-নাতে ধরে ফেলে ও। ওকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল' চোরটা। পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পায় লিল, মারা যায় সঙ্গে সঙ্গে। সেই চোরটাকে চিনত অ্যাডাম, অনেকদিন থেকে খুঁজছিল ও বদমাশটাকে।'

'এখানে লড়াইয়ে জড়ালে তুমি কবে থেকে?' সার্বিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে একটা ধারণা পাবার জন্য প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল বেনন। 'একটু খুলে বলবে?'

সামান্য দ্বিধা করে তারপর কাঁধ ঝাঁকাল জিম মোরেল। 'ভালই চলছিল সব, জে-এ রানশের সঙ্গে কোনও গোলমাল ছিল না...' লজ্জায় লাল হয়ে গেল যুবক। 'জনি গ্রিয়ারের মেয়ে ডায়না, ওর সঙ্গেও চমৎকার সম্পর্ক ছিল আমার, ভেবেছিলাম বিয়ে করব ওকে। ...তারপর কার্ল পিটার্স এসে জনি গ্রিয়ারের ফোরম্যানের চাকরি নিল। কয়েকদিন যেতে না যেতেই গ্রিয়ার আর ডিক এভেরিলসকে আমার উপর খেপিয়ে দিল লোকটা। ব্র্যান্ড বদলানো কয়েকটা গরু দেখিয়েছিল সে দুই রানশারকে। কিন্তু কসম খেয়ে বলতে পারি, জীবনে কখনও কারও গরু সরাইনি আমি।

'তারপর... তারপর ডায়না গ্রিয়ারের সঙ্গে মাখামাখি শুরু করল কার্ল পিটার্স। আমাকে আর যেতেই দেয়া হলো না জে-এ রানশের ত্রিসীমানায়।' মুখ নিচু করে কিছুক্ষণ নীরবে কী যেন ভাবল যুবক, তারপর বলল, 'গানফাইটার নই আমি। কার্ল পিটার্স আমার দিকে অস্ত্র তুলেছিল। হয়তো খুনই করে ফেলত আমাকে,

বইঘর.কম

ডায়না তার হাত চেপে না ধরলে। ডায়নার ধারণা, ঝগড়া বেধেছিল আমারই দোষে। আমাকে আর ওদের ওখানে যেতে মানা করে দিয়েছিল ও।'

'কতদিন হলো এখানে এসেছে কার্ল পিটার্স?' জিজ্ঞেস করল বেনন।

'আন্দাজ ছ'মাস। ওর সর্বক্ষণের সঙ্গী রিচমন্ড হেইন্স এসেছে মাসখানেক হলো। তবে আমার ধারণা, রিচমন্ড হেইন্সকে আগে থেকেই চিনত সে।'

'ছ'মাস হলো এসেছে কার্ল পিটার্স?' হতাশ বোধ করল বেনন। ঘড়ি দেখল, বেশ রাত হয়েছে। ক্লান্তিও লাগছে ওর। অথচ কাজে নামতে হতে পারে ওকে যে-কোনও সময়। উঠে দাঁড়িয়ে সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে বলল ও, 'কালকে তোমার রানশে যাব, মোরেল। রাতটা ওখানে থাকতে পারি। অ্যাডাম টাগওয়েলের মতো সাহসী মানুষ না আমি, অস্ত্রে হাতটাও ওরকম চালু না, তবে...

'চলে এসো, মিস্টার!' আন্তরিক খুশি হয়ে বলল যুবক রানশার। 'হাজারবার ধন্যবাদ দেব তোমাকে! সত্যি বলতে, খুব একা লাগে ওখানে আমার।' একটু মিইয়ে গেল যুবকের কণ্ঠস্বর, '...এখন তো আর ডায়নাকে দেখতে যেতে পারি না!' লবির দরজার কাছে গিয়েও ফিরে তাকাল সে। 'মিস্টার, তোমার নাম তো বললে না?'

'বেনন। রক বেনন।'

'বেনন, রক... বড় বড় হয়ে গেল যুবকের নিষ্পাপ চোখ দুটো। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বলল যুবক, 'রক বেনন? সেই রক বেনন? ক্যাম্পফায়ারের ধারে বসে যার মহত্ত্বের গল্প করে বুড়ো কাউবয়রা? যে...

Boighar

ততক্ষণে সিঁড়ির বাঁক ঘুরে নিঃশব্দে দোতলায় উঠতে শুরু করেছে বেনন।

জিম মোরেল হোটেল থেকে বেরিয়ে ঘোড়ায় চেপে চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল হোটেলের ক্লার্ক, তারপর ডেস্কের পিছন থেকে বেরিয়ে এসে চোরের মতো তাকাল এদিক-ওদিক, রাস্তায় কেউ নেই দেখে নিয়েই ছুটল। নিশ্চয়ই ভাল পুরস্কার মিলবে খবরটার বিনিময়ে!

ক্লার্ক লোকটা লবি ছাড়তেই সিঁড়ির বাঁক ঘুরে দ্রুত আবার নেমে এলো বেনন, তারপর অনুসরণ করল ছুটন্ত বার্তাবাহককে।

কয়েক মিনিট পর শহরের আরেকপ্রান্তে ছায়ায় মিশে উল্টোদিকের একটা খোলা জানালার সামনে কার্ল পিটার্স, রিচমন্ড হেইন্স আর মোটা এক লোককে মনোযোগ দিয়ে ক্লার্কের কথা শুনতে দেখল ও।

'ও তা হলে রক বেনন?' বলল কার্ল পিটার্স। 'তার মানে ওকে খতম করে দিতে হবে, না হলে এখানে আমাদের দিন শেষ

ঠোঁট থেকে চুরুট সরাল মোটা লোকটা। 'তা হলে ওকে খতম করে দেব আমরা। সময় নষ্ট করা যাবে না। লোকটা যদি কোনও প্রমাণ পেয়ে যায়, তা হলে রেঞ্জার ক্যাপ্টেন ম্যাকনেলিকে জানিয়ে দেবে সঙ্গে সঙ্গে।' রিচমন্ড হেইন্সের দিকে তাকাল সে। 'অ্যাডাম টাগওয়েলকে খুন করেছে কে?'

কাঁধ ঝাঁকাল রিচমন্ড হেইন্স, প্রতিবাদের সুরে বলল, আমি না!'

'আমি যে না, সেটা জানি,' বলল কার্ল পিটার্স। 'কসম কেটে বলতে পারি জানি না কাজটা কার।'

'এখনই রানশে ফিরে যাবে তুমি, হেইন্স,' নির্দেশ দিল গাছের

বইঘর.কম

গুঁড়ির মতো লোকটা। 'কার্ল আমার সঙ্গে থাকছে। বুড়োকে ব্যস্ত রাখতে হবে, ও যদি টের পায়, তা হলে ঝামেলা বাধাতে পারে।' কথা থামিয়ে কার্ল পিটার্সের দিকে কলা গাছের মতো তর্জনীটা তাক করল সে। 'এখন থেকে বুড়োর দিকে খেয়াল রাখবে তুমি, ওর মেয়ের দিকে না। সামলে না চললে একদিন মেয়েমানুষের কারণেই মরতে হবে তোমাকে।'

লোকগুলো ক্লার্ককে বকশিস দিয়ে জানালা থেকে সরে যাবার পর হোটেলে ফিরল বেনন, পিছনের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে ঢুকে পড়ল ওর ঘরে। বিছানায় শুয়ে ভাবল, জটিল একটা রহস্য উন্মোচিত হচ্ছে ধীরে ধীরে, কিন্তু জটিল রহস্যের সমাধানটা হবে সম্ভবত খুব দ্রুত।

রেঞ্জার চিফ ওকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন একটা খুনিকে ধরে আনতে, অথবা মেরে ফেলতে। লোকটার চেহারার কোনও বর্ণনা জানা ছিল না ওর। শুধু জানত, লোকটা দু'আঙুলে দুটো হিরের আঙটি পরে, হাতে থাকে হিরে বসানো ঘড়ি, সঙ্গে থাকে অসম্ভব দামি চারটে মরগান ঘোড়া–তার একটা স্ট্যালিয়ন, অন্য তিনটে মেয়ার।

শুরু থেকে ট্র্যাকহীন পথে আন্দাজে ভর দিয়ে পিছু নিতে হয়েছে ওকে, তবে একটা কথা জানত–খুনি বিক্রি করেনি তার মরগান ঘোড়াগুলোর একটাও। লোকটা যেখানেই থেকে থাকুক, ঘোড়াগুলো তার সঙ্গেই আছে।

কালকে রানশগুলোয় ঢুঁ মারতে হবে, মনে মনে বলল বেনন।

জে-এ রানশটা হ্যাচার শহর থেকে ছ'মাইল পশ্চিমে। সূর্য উঠবার কিছুক্ষণ পর সিডার গাছে ছাওয়া লম্বা একটা টিলার উপর থেকে নীচের জে-এ রানশ হাউস ও রেঞ্জ দেখতে পেল রক বেনন।

Boighar

উচ্চাকাঙ্ক্ষী রানশাররা এরকম একটা রানশের স্বপ্নই দেখে রানশ হাউসের পিছনে অশান্ত একটা সবুজ সাগরের মতো সবুজ ঘাসে ঢাকা ঢেউ খেলানো জমি ছড়িয়ে আছে মাইলের পর মাইল। অসংখ্য গরু চরছে আপনমনে। কোথাও কোথাও জটলা করে তৃষ্ণা মেটাচ্ছে ঝর্নার পরিষ্কার, স্বচ্ছ নীল পানিতে।

দূরের ছোট ছোট টিলাগুলোর মাঝে সম্ভবত পিচফর্ক রেঞ্জ, আন্দাজ করল বেনন। রওনা হবার আগে ক্লাউডিকে প্রশ্ন করে জেনে নিয়েছে ও পিচফর্কের হালচাল, ফলে জানে, ওখানে কী দেখবে। পিচফর্কের গরুগুলো আছে বিভিন্ন ড্রতে, টিলার ফাঁকে, ছোট ছোট বক্স ক্যানিয়নে।

দুই রানশে গোলমাল শুরু হয়েছে গত বছর। গত বছর থেকেই হারাতে শুরু করেছে জে-এ রানশের গরু, পাওয়া গেছে ব্র্যান্ড বদলানো বাছুর—ডিক এভেরিলস-এর ধারণা জন্মেছে, রাসলিং করছে জিম মোরেল। তারপর এখানে এসে হাজির হয় কার্ল পিটার্স, দক্ষতা দেখিয়ে হয়ে বসে জে-এ রানশের ফোরম্যান। সে আসবার পর অভিযোগের পাহাড় জমে জিম মোরেলের বিরুদ্ধে। কয়েকদিন পর জানা যায়, জিম মোরেলের এক কাউবয় খুন করেছে জে-এ রানশের এক কাউবয়কে।

এদিকের পরিস্থিতি নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করেছে বেনন। রেঞ্জে বড় হয়েছে ও, কাউ পাঞ্চিং কম করেনি, ফলে রেঞ্জের নিয়ম জানে প্রমাণ না থাকলেও অনেক সময় অপছন্দের মানুষকে অভিযুক্ত করতে দ্বিধা করে না কাউবয়রা।

জে-এ রানশের ওই কাউবয়কে খুন হতে দেখেনি কেউ। পিচফর্কের জমির কাছে পাওয়া যায় তার লাশ। পিঠে গুলি করে মারা হয়েছে তাকে কাজেই প্রতিশোধ নিতে জে-এ রানশের কাউবয়রা পিচফর্কের এক রাইডারকে গুলি করে মারে। এরপর

গানম্যানদের চাকরিতে নিতে শুরু করে জে-এ রানশ।

বেনন উপলব্ধি করেছে, এই রেঞ্জে গোলমাল পাকিয়ে তুলতে চাইছে কেউ। কিন্তু প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে বলে দোষ আসলে কার, সে-ব্যাপারে কোনও উপসংহারে পৌঁছুতে সায় দেয়নি ওর মন।

জে-এ রানশের কাউবয়রা রেঞ্জে বের হচ্ছে মাত্র। ঘোড়ার রাশ টেনে ধরে জায়গায় দাঁড়িয়ে তাদেরকে দূরে চলে যেতে দেখল বেনন। রানশ হাউসের কাছে লোক যত কম থাকে, তত ভাল। আরও কিছুক্ষণ পর টিলার ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল ও, স্ট্যালিয়নটাকে হাঁটিয়ে পৌঁছুল রানশ হাউসের উঠানে।

ফুলের বেড থেকে মুরগিগুলোকে তাড়াতে রানশ হাউসের সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে নামল এক স্বর্ণকেশী এক তরুণী, বাতাসে ফুরফুর করে উড়ল তার রেশমী কোমল চুল বেননকে দেখেই থমকে দাঁড়াল মেয়েটা, চোখের উপরে হাত রেখে সূর্যের বিপরীতে দেখতে চাইল, আগন্তুক পরিচিত কেউ কি না।

কাছে গিয়ে ঘোড়া থামাল বেনন, মৃদু হাসল 'হাওডি, ম্যাম। এক মগ কফি হবে তোমাদের এখানে?'

পশ্চিমের আতিথেয়তা বিখ্যাত। মাথা দোলাল তরুণী। 'নিশ্চয়ই হবে। ছেলেরা যখন-তখন ফিরে এসে কফি চায় বলে সারাদিনই চুলোয় কফি রাখি আমরা। এসো

স্যাডল ছেড়ে নেমে স্ট্যালিয়নটাকে হিচিং রেইলে বাঁধল বেনন, তারপর তরুণীকে অনুসরণ করে ঢুকল রানশ হাউসে। কাউবয়রা খেয়ে চলে গেছে বলে বাসন-পত্র ধুচ্ছিল চাইনিয রাঁধুনি, বেননকে দেখে কোনও কথা না বলে লম্বা টেবিলের উপর মগ ভরা কফি, কয়েকটা সেদ্ধ ডিম ও ভাজা গরুর মাংস রাখল সে।

Boighar

'তুমি নিশ্চয়ই ডায়না গ্রিয়ার,' কোনও ভূমিকায় না গিয়েই বলল বেনন।

'হ্যাঁ,' আগের চেয়ে মনোযোগ দিয়ে বেননকে খেয়াল করল তরুণী। 'জানলে কী করে?'

'জানব না?' বিস্মিত হয়ে গেল বেনন, 'এক লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সে বলল তুমি এদিকের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে। একফোঁটা মিথ্যে বলেনি ও।'

'হুঁ?' মৃদু হাসল ডায়না গ্রিয়ার। 'কার্লের সঙ্গে তা হলে দেখা হয়েছে তোমার?'

জবাব দেবার আগে কাঁটা-চামচ দিয়ে ডিমের উপর আক্রমণ চালাল বেনন, এক ঢোক কফি দিলে তারপর বলল, 'না, ম্যাম, ওই লোকের নাম জিম মোরেল।'

'ও,' শীতল হয়ে গেল তরুণীর কণ্ঠ। 'কেমন আছে সে?'

জানবার তেমন কোনও আগ্রহ আসলে নেই, এমন একটা ভাব দেখাতে চেষ্টা করছে তরুণী, কিন্তু বেননের টের পেল, শুধু কৌতূহল নয়, সত্যিকারের আগ্রহও আছে ডায়না গ্রিয়ারের।

'খুব চিন্তিত মনে হলো তাকে,' বলল বেনন নিরাসক্ত স্বরে। 'ভাব দেখে মনে হলো রানশ-টানশ নিয়ে দারুণ সমস্যায় আছে, বা আরও গুরুতর কিছু। ওর বিচলিত ভাবভঙ্গি দেখে আমার তো এমনকী একবার এ-ও মনে হয়েছে যে, ও বোধহয় ভালবাসার মেয়েটিকে হারিয়ে বসেছে।' তরুণী কিছু বলবার আগেই আবার মুখ খুলল বেনন: 'তবে এটাও ঠিক, খুব ঘনিষ্ঠ একজন বন্ধুকে চিরতরে হারিয়েছে ও।'

'তাই? কে হতে পারে সে?'

'যতদূর জানি, অ্যাডাম টাগওয়েল নামের দুর্দান্ত যোগ্য এক ল-অফিসার ছিল মানুষটা। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে এখানে আসছিল

বইঘর.কম

সে জিম মোরেলের সঙ্গে দেখা করতে, কিন্তু পথেই কেউ পিঠে গুলি করে খুন করেছে তাকে।'

'কী ভয়ঙ্কর নীচ কাজ!' ভ্রূ কুঁচকে গেল তরুণী ডায়নার। 'ঠিক ওভাবেই মোরেলের...' দ্বিধায় ভুগে থেমে গেল মেয়েটি।

চুমুক দিয়ে কফির মগটা টেবিলে নামিয়ে রাখল বেনন। 'মোরেলের ব্যাপারে কী যেন বলতে যাচ্ছিলে তুমি, ম্যাম।'

মেয়েদের ভাল বোঝে না ও। অস্পষ্ট ট্র্যাকের চিহ্ন বোঝা মেয়েদের মনের খবর বুঝবার চেয়ে ঢের সোজা। তারপরও বেননের মন বলল, গুরুত্বপূর্ণ কী যেন বলতে গিয়েও থেমে গেছে ডায়না গ্রিয়ার।

'বলতে যাচ্ছিলাম, জিম মোরেলের বাবাও ওভাবে খুন হয়েছিলেন,' দ্বিধা কাটিয়ে উঠে বলল তরুণী। 'কয়েকজন রাসলারকে অনুসরণ করছিলেন, আট মাস আগের ঘটনা। ট্রেইলে পাওয়া যায় ভদ্রলোকের লাশ। পিঠে গুলি করা হয়েছিল।'

চুপচাপ কফিতে চুমুক দিল বেনন।

নীরবতা ভাঙল আবার তরুণী: 'কে তুমি? কাজ খুঁজছ?'

'না, ম্যাম,' বলল বেনন, 'আমি সামান্য একজন টেক্সাস রেঞ্জার। এক লোকের খোঁজে এসেছি এদিকে লোকটা পয়সার লোভে বিয়ে করেছিল এক ধনী বিধবাকে, তারপর মহিলাকে খুন করে তার রানশের সমস্ত গরু নিয়ে পালিয়ে যায় কারও কারও কাছে বলেছিল, পশ্চিমে যাচ্ছে সে, তার স্ত্রী আছে ওয়্যাগনের পিছনে, অসুস্থ। লোকটা পালিয়ে চলে যাবার পর লাশ পাওয়া যায় মহিলার। মহিলার আগের স্বামী হিরের দুটো আঙটি উপহার দিয়েছিল আদরের স্ত্রীকে। সেই আঙটি দুটো মৃতা স্ত্রীর আঙুল থেকে খুলে নিয়ে গিয়েছিল ওই খুনিটা। বিধবার রানশের রেসে জেতা চারটে মর্গান ঘোড়াও সঙ্গে নেয় সে।' একটু থামল বেনন,

Boighar

তারপর বলল, 'এরপর আরেকজন ধনী বিধবা খুন হয়। তবে আমরা নিশ্চিত ভাবে জানি না, ওই লোকই খুনটা করেছে কি না।'

'চারটে ঘোড়া?'

'হ্যাঁ, ম্যাম। একটা স্ট্যালিয়ন, তিনটা ব্রুড মেয়ার। খুবই ভাল ঘোড়া। ...ওরকম কোনও ঘোড়া দেখেছ নাকি তুমি?'

'না। না, দেখিনি।'

বেননের মনে হলো, হঠাৎ করেই অস্বস্তিতে ভুগতে শুরু করেছে তরুণী ডায়না।

চেয়ার ছাড়ল বেনন। 'চারপাশটা একটু ঘুরে দেখলে কিছু মনে করবে, ম্যাম? চমৎকার একটা এলাকায় তোমাদের রানশ।'

'দেখো!' তাড়াতাড়ি করে বলল ডায়না গ্রিয়ার। 'দেখো যত খুশি!'

কথা শেষ করে আর দাঁড়াল না তরুণী, দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। ধীরেসুস্থে মগের কফি শেষ করল বেনন, তারপর বেরিয়ে এলো বাইরের সূর্যালোকে, অলস ভঙ্গিতে চলে এলো আস্তাবলে। রেলিঙের উপরে রাখা স্যাডলগুলো দেখবার পর ঠোঁটে চেপে বসল ওর ঠোঁট। আপনমনে ভাবল ও, রক বেনন, কোথাও না কোথাও তুমি এমন একটা স্যাডল পাবে, যেটাতে ক্যালিফোর্নিয়ায় ব্যবহৃত কাঠের কারুকাজ করা স্টিরাপ আছে। পুরোনো আমলের জিনিস। ইদানীং পাথরে ঘষা খেয়ে স্টিরাপগুলোর একটা থেকে উঠে গেছে কাঠের সামান্য চল্টা।

রেলিঙের স্যাডলগুলোর মধ্যে ও যেটা খুঁজছে, সেটা নেই। ঘুরে দাঁড়াতে যাবে, এমন সময় কর্কশ একটা কাঠ-চেরা কণ্ঠ সকালের নীরবতা ভাঙল। কণ্ঠটা শুনে শিরশির করে দাঁড়িয়ে গেল বেননের ঘাড়ের চুল।

'কে তুমি! এখানে ঘুরঘুর করা হচ্ছে কেন, শুনি?'

বইঘর.কম

'এমনি ঘুরে দেখছি,' ফিরে তাকাল বেনন। 'মিস গ্রিয়ারকে জিজ্ঞেস করেছি, ও বলল কোনও অসুবিধে নেই।'

'অসুবিধে আছে।' অসম্ভব মোটা লোকটাকে ভ্রূ কুঁচকে তাকাতে দেখল বেনন। প্রকাণ্ড কাঁধের উপর লোকটার ঘাড় যেন গাছের গুঁড়ি।

হঠাৎ সতর্ক করে গেল বেনন। ওর সামনের এই লোকটা শুধু অস্বাভাবিক মোটাই নয়, একে ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা স্বভাবের বলেও মনে হলো ওর। ছ'ফুট হবে না লোকটা দৈর্ঘ্যে, কিন্তু ওজন হবে অন্তত দুশো পঞ্চাশ পাউন্ড। তারপরেও নড়াচড়ায় এমন সাবলীল, দ্রুত একটা ভাব আছে যে, বিস্মিত হতে হয়। আবার বলল দানব, 'এই রানশে ঘোরাঘুরি করতে হলে আমার অনুমতি নিতে হয় যে-কাউকে।'

'কিন্তু আমি তো শুনেছিলাম রানশটা ডিক এভেরিলস আর জনি গ্রিয়ারের,' হালকা স্বরে বলল বেনন। ভাব দেখে মনে হলো দ্বিধায় ভুগছে।

'ঠিকই শুনেছ। আমিই ডিক এভেরিলস।'

'তা-ই?' লোকটার মধ্যে কী যেন আছে, বেনন টের পেল, খুব দ্রুত রেগে যাচ্ছে ও। 'কিন্তু যেভাবে কথা বলছিলে, আমার তো মনে হচ্ছিল তুমি একাই ওই দু'জন।'

চেহারায় রাগের ছাপ না পড়লেও দৃষ্টি আরও শীতল হয়ে গেল ডিক এভেরিলসের। বেননের মনে হলো, র‍্যাটল স্নেকের চোখের দিকে খুব বেশি কাছ থেকে তাকিয়ে আছে ও, ছোবল খাবে যখন-তখন।

'আমাকে হোঁৎকা একটা অপদার্থ ভাবছ বোধহয় তুমি,' জিভ বের করে পুরু ঠোঁট ভিজাল এভেরিলস। গা ঘিনঘিন করে উঠল বেননের, মনে হলো, নোংরা কিছু একটা স্পর্শ করে ফেলেছে ও।

Boighar

'তোমার মতো অতি চালাক লোকগুলোকে পিটিয়ে আধমরা করতে ভাল লাগে আমার

'মাথা গরম' করার কোনও দরকার নেই, বস্, ডিক এভেরিলসের পিছনে রানশ হাউসের দরজায় এসে দাঁড়াল কার্ল পিটার্স। 'ও রক বেনন। টেক্সাস রেঞ্জার।'

কথাটা শুনে বেননের দিকে পা বাড়িয়েও থমকে দাঁড়াল ডিক এভেরিলস। তার আকস্মিক পরিবর্তনটা হলো দেখবার মতো। হঠাৎ আন্তরিক হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল পূর্ণিমার চাঁদের মতো গোল চেহারাটা। থ্যাবড়ানো মোটা ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে দেখা দিল অস্বাভাবিক ছোট ছোট খয়েরী দাঁতের সারি।

'রক বেনন? টেক্সাস রেঞ্জার? আরে, আগে বলোনি কেন! আমি তো ভেবেছিলাম তুমি ভবঘুরে কোনও কাউবয়, চুরির মতলবে ঘুরঘুর করছ এখানে! যদি জানতাম তুমি হচ্ছ আইন, তা হলে... রানশ হাউসে এসে বসো... বসবে না?'

'আমন্ত্রণের জন্যে ধন্যবাদ, তবে জরুরি কাজে যেতে হবে আমাকে,' শুকনো স্বরে বলল বেনন। 'অবশ্য তোমার যদি কোনও আপত্তি না থাকে, তা হলে ফেরার সময় এখানে থামব আমি।'

'নিশ্চয়ই থামবে! যখন খুশি! তুমি এলে খুব খুশি হবো আমি।'

স্ট্যালিয়নটার কাছে গিয়ে দড়ি খুলে স্যাডলে উঠে বসল বেনন, জিম মোরেলের রেঞ্জের দিকে স্ট্যালিয়নটাকে রওনা করিয়ে চট্ করে মুছে ফেলল ভ্রূতে জমে ওঠা ঘাম। রানশ হাউস পিছনে ফেলে তারপর নিচু স্বরে বলল, 'মিস্টার বেনন, আরেকটু হলেই বোধহয় প্যাঁদানি খেয়ে হাড়-গোড় ভেঙে পড়ে থাকতে তুমি!'

ডিক এভেরিলসকে সাধারণ কোনও ছিঁচকে অপরাধী মনে

বইঘর.কম

হয়নি ওর। লোকটা আরও বেশি কিছু। একটা দানব... ভয়ানক বিপজ্জনক একটা বীভৎস পিশাচ। এরকম জিনিস কোটিতে বোধহয় একটাও সৃষ্টি করেননি স্রষ্টা। আগে কোথাও এ-ধরনের কোনও খল চরিত্রের পিচ্ছিল লোকের সঙ্গে কখনও দেখা হয়েছিল বলে মনে পড়ল না ওর।

একটা টিলা পার হলো বেনন, জে-এ রানশ হাউস থেকে আর দেখা যাবে না ওকে, এমন সময় দূরে নড়াচড়া চোখে পড়ল ওর। ধূসর রঙের একটা ছোট ঘোড়ায় চেপে অর্ধবৃত্ত তৈরি করে টিলা-টক্করগুলোর দিকে যাচ্ছে মেয়েটা। গাছের আড়াল নিয়ে অনুসরণ করল বেনন। পৌঁছে গেল মেয়েটার ট্র্যাকে, দূরত্ব বজায় রেখে পিছু নিল তারপর।

দ্রুত ঘোড়া ছোঁটাচ্ছে তরুণী। ভাব দেখে মনে হয়, কোথায় যাচ্ছে সেটা জানে ভাল করেই।

হঠাৎ ঘাড়ের কাছে শিরশিরে একটা অনুভূতি হওয়ায় ডায়না গ্রিয়ারের দিক থেকে চোখ সরিয়ে পিছনে তাকাল ও। সতর্ক করতে ভুল করেনি ওর ইন্দ্রিয়। অনেক পিছনে এক অশ্বারোহীকে আসতে দেখল ও। লোকটা অন্য আরেকটা পথ বেছে এগোচ্ছে।

তাড়াতাড়ি গাছের আড়ালে সরে এলো বেনন, অপেক্ষায় থাকল ধৈর্য ধরে। বের হলো না অশ্বারোহী ওকে পার হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত। লোকটা জে-এ রানশের বর্তমান ফোরম্যান, কার্ল পিটার্স।

সামনের ট্রেইলে বেশ ধুলো আছে। ধুলো উড়িয়ে এগোলে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে বলে পাশের ঘাসজমির উপর দিয়ে স্ট্যালিয়ন ছোটাল বেনন। এ-পর্যন্ত ভাগ্যের সহায়তা পেয়েছে ও, নিচু জমি বেছে এগিয়ে চোখের আড়ালে থাকতে পেরেছে। কিন্তু ছোট একটা টিলায় উঠবার পর পাথুরে দেয়ালের গায়ে চওড়া

Boighar

একটা ফাটলের সামনে থামল ডায়না গ্রিয়ার।

এতক্ষণ পরিচিত ট্রেইলে ছিল মেয়েটা, কিন্তু এবার খাদের মতো ফাটলটাতে ঢুকবার আগে তাকে ইতস্তত করতে দেখল বেনন। ভিতরে গিয়ে কী দেখবে ভেবে যেন দ্বিধায় পড়ে গেছে তরুণী। তারপর এগোনোর সিদ্ধান্ত নিল, মাঝে মাঝে থেমে এগিয়ে চলল প্রশস্ত খাদ ধরে।

বনের ভিতরে স্ট্যালিয়নে চুপচাপ বসে থেকে গাছের ফাঁক দিয়ে কার্ল পিটার্সের উপর চোখ রাখল বেনন। ডায়না গ্রিয়ারকে খাদের ভিতরে বেশ কিছুদূর চলে যেতে সময় দিল কার্ল পিটার্স, তারপর নিজেও ঢুকল সে ফাটলের মুখ পেরিয়ে লোকটার ভাবভঙ্গি দেখে বেননের মনে হলো, এর কাছে মোটেই অপরিচিত নয় জায়গাটা।

ডায়না গ্রিয়ার ঢুকবার পর কার্ল পিটার্স যতটা সময় অপেক্ষা করেছে, তার কাছাকাছি সময় অপেক্ষা করে এবার ফাটলে ঢুকে পড়ল বেনন।

ক্রমেই দু'পাশ থেকে চেপে এলো ফাটল, আরও কিছুদূর যাবার পর দু'দিকের পাথরের দেয়ালে ঘষা খেল বেননের স্টিরাপ ও বুট জুতো। তারপর আবার চওড়া হলো ফাটল, কমে এলো মেঝের ঢাল। অনেকটা সামনে তরুণীকে দেখতে পেল বেনন, মেয়েটা সবুজ ঘাসে ছাওয়া চমৎকার একটা বক্স ক্যানিয়নে ঢুকছে। বেশ কিছু কটনউড গাছও আছে বক্স ক্যানিয়নে, সেই সঙ্গে একটা কেবিন। কেবিনের পাশেই করাল। কয়েকটা ঘোড়াও আছে করালে।

বেননের অবচেতন মন বলে দিল, করালে ওগুলো কী জাতের ঘোড়া। সেই সঙ্গে অত্যন্ত সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন বোধ করল বেনন। কার্ল পিটার্স এখন সরাসরি ওর সামনে, ঘোড়ার পেটে

বইঘর.কম

নিষ্ঠুর ভাবে স্পার দাবিয়ে ছুটছে ডায়না গ্রিয়ারকে ধরতে।

খাদের শেষপ্রান্তে পৌঁছে তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়ে বক্স ক্যানিয়ানটার ধার ঘেঁষে ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে দ্রুত এগোল বেনন। ভাঙাচোরা একটা বার্ন দেখে থামল ওটার পিছনে, নেমে পড়ল স্যাডল থেকে। বার্নের কোনা থেকে উঁকি দিয়ে দেখল, চারটে ঘোড়া আছে করালে। চারটেই মর্গান ঘোড়া। নিশ্চিত হয়ে গেল ও, কার্ল পিটার্সই তা হলে সেই... পিটার্সের কড়া কণ্ঠস্বর কানে এলো ওর। 'এ জায়গাটা কী করে চিনেছ তুমি?'

'তোমাকে আসতে দেখেছিলাম এখানে। পরে ওই লোকটাকেও আসতে দেখেছিলাম। জানতাম না কী আছে এখানে, কিন্তু মন বলছিল জানতে চেষ্টা করা উচিত।'

'এখন তো জেনেছ, এবার জলদি চলে যাও। জলদি! ও যদি তোমাকে এখানে দেখে, তা হলে খুন করে ফেলবে।' এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সিদ্ধান্ত পাল্টে বলল পিটার্স, 'ডায়না, চলো; পালিয়ে যাই আমরা। ওর মুখোমুখি হলে বাঁচব না কেউ।'

'পালাব কেন? তা-ও তোমার সঙ্গে?' আপত্তির সুরে বলল ডায়না। 'কখনও বলেছি যে আমি তোমাকে ভালবাসি? ...ভাবলে কী করে যে তোমার সঙ্গে...'

কাঁধ ঝাঁকাল কার্ল পিটার্স। 'না পালালে খুন হয়ে যাবে। বাঁচার উপায় থাকবে না কোনও। কোনও দোষ না করেও ওর হাতে আগেও খুন হয়েছিল...

'কাকে খুন করেছি আমি?'

গলার আওয়াজটা এতো কাছ থেকে হলো যে, চমকে গেল বেনন। ওর মনে হলো, কানের কাছে কুগার ডেকেছে তারপর বুঝতে পারল, ও যে বার্নের পিছনে লুকিয়ে আছে, সেটার ভিতরে রয়েছে লোকটা।

Boighar
ব্রাতা

'ডিক!' আঁৎকে উঠল কার্ল পিটার্স। 'আমি ভেবেছিলাম...

'ভেবেছিলে রানশে বসে আছি,' বার্ন থেকে বের হয়ে কার্ল পিটার্স ও ডায়নার দিকে এগোল ডিক এভেরিলস। 'একবারও ভাবোনি আমি এমন একটা আস্তানা বাছতে পারি, যেটাতে ঢুকবার দুটো পথ থাকতে পারে, কি বলো?'

পার্টনারের মেয়ে ও ফোরম্যানের আরও কাছে চলে গেল এভেরিলস। 'কার্ল, খুব দুর্বল মনের মানুষ তুমি। জানতাম, আগে হোক পরে হোক, খুন তোমাকে করতে হবেই। কখনও আমার তেমন কোনও কাজেও আসোনি তুমি, বরং চুরি-চামারি করতে গিয়ে বারবার ঝামেলা পাকিয়েছ–সুতরাং তোমাকে খুন করলে ক্ষতি নেই আমার। বুড়ো রানশার এখন আর আমার পথে কোনও বাধা না। ওকে ফতুর করে চলে যাবার সময় হয়ে গেছে। ...রিচমন্ডকেও খতম করে দিয়েছি। এবার... তোমার পালা।'

ড্র করল কার্ল পিটার্স, ঝটকা দিয়ে বের করে আনতে চাইল সিক্সগান, কিন্তু প্রতিপক্ষের তুলনায় তার গতি অর্ধেকেরও কম। হোলস্টার থেকে অস্ত্রটা বের করে আনবার আগেই বেল্টের বাকলের সামান্য উপরে তিনটে গুলি খেল পিটার্স।

লাশটা একপলক দেখে বেল্ট থেকে তাজা কার্তুজ বের করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ডিক এভেরিলস।

অস্ত্রটা সে লোড করবার আগেই বার্নের কোনা পাশ কাটিয়ে তার পিছনে চলে এলো বেনন, নিচু স্বরে বলল, 'অস্ত্র ফেলো, ডায়মন্ড! যেখানে দাঁড়িয়ে আছো, সেখানেই ফেলো, তারপর পিছু হটবে!'

আঙুল আলগা করে সিক্সগানটা ছেড়ে দিয়ে নির্দেশমত পিছাল ডিক এভেরিলস, চড়া স্বরে বলল, 'শুধু যদি তোমার হাতে অস্ত্র না থাকত, তা হলে আমি...'

বইঘর.কম

কেন বেনন কাজটা করল তা নিজেও বলতে পারবে না, কিন্তু গানবেল্ট খুলে ওটা ডায়না গ্রিয়ারের হাতে ধরিয়ে দিল ও, বলল, ‘নিজেকে বাঁচানোর দরকার না পড়লে গুলি কোরো না। আমি হয়তো চরম একটা গাধা, কিন্তু এখন যা করব, সেটা আমাকে করতেই হবে।’

অস্ত্র দুটো বেননের হাত থেকে নিয়েই সরে দাঁড়াল আতঙ্কিত তরুণী।

হাসি ফুটে উঠল ডিক এভেরিলসের চেহারায়। এখন সে নিশ্চিত, নিশ্চিন্ত।

দু'জন ওরা মুখোমুখি হবার সঙ্গে সঙ্গে বামহাতে এভেরিলসের থুতনিতে ঘুসি মারল বেনন। জায়গামতই লাগল ওর প্রচণ্ড ঘুসি, কিন্তু বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে আরও কাছে চলে এলো দানব। তৃপ্তির হাসি হাসছে মৃদু মৃদু।

তার ভয়ঙ্কর জোরাল ঘুসিটা হাতুড়ির বাড়ির মতো পড়ল বেননের পাঁজরে। পরমুহূর্তে লোকটার ডানহাতি ঘুসি নামল ওর চোয়ালে। খুলির ভিতরে ঢং-ঢং করে ঘণ্টি বাজবার আওয়াজ শুনতে পেল বেনন। টের পেল, ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাচ্ছে ও। কানে এলো ডিক এভেরিলসের চাপা হাসি।

ধুলোর মধ্যে দু'হাঁটু দিয়ে বসে পড়ল বেনন, তারপর দানবটা একেবারে কাছে চলে আসতেই টান দিয়ে ছেড়ে দেয়া বেতের মতো সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে কাঁধ ঘুরিয়ে ঘুসি মেরে বসল লোকটার গালে। মোচড় দিয়ে সরে গেল পরক্ষণে, ওর বামহাতি ঘুসি লাগল এভেরিলসের ঠোঁট দুটোর উপর। ফেটে গেল পুরু ঠোঁট জোড়া, ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এলো রক্ত।

অস্বাভাবিক দ্রুত পাঞ্চ করতে পারে ডিক এভেরিলস, দু'হাতে দুটো পাঞ্চ করল সে বেননের বুকে। পিছিয়ে গিয়েও আবার

Boighar

সামনে বাড়ল বেনন, ওর মুঠো পাকানো ডানহাত দড়াম করে আছড়ে পড়ল এভেরিলসের থুতনিতে। দমল না দানবটা।

পরবর্তী পাঁচ মিনিট কীভাবে টিকে থাকল বলতে পারবে না বেনন। ওর মাথা, চোয়াল ও কাঁধে একের পর এক ঘুসি মারল ডিক এভেরিলস। কয়েকবার পড়ে যেতে গিয়েও পড়ল না বেনন, ঠিকই দাঁড়িয়ে থাকল, পাল্টা জবাব দিল মারগুলোর। তারপর ওর বিবশ মাথায় ধোঁয়াটে একটা চিন্তা আকৃতি পেল। মার খেয়ে সারাশরীরে অসহ্য ব্যথা করছে ওর ঠিক, কিন্তু শ্বাস নিতে গিয়ে হাপরের মতো হাঁপাচ্ছে ওর প্রতিপক্ষ!

যত শক্তিই থাকুক লোকটার, দৈহিক আকৃতি ওরকম মোটা হবার পরেও যত দ্রুতই সে হোক, রিরাট দেহটার ওজন বহন করতে হচ্ছে পিশাচটাকে। সূর্যটাও তাপ ঢালছে অকাতরে। কায়িক পরিশ্রমের কাজে অভ্যস্ত বলে এক চিলতে চর্বি নেই বেননের দেহে, নিয়মিত খাটুনির ফলে লোহাকাঠ গাছের মতো ঋজু একটা স্প্রিং হয়ে গেছে যেন ও। সন্দেহ নেই, অ্যাল ডায়মন্ড ওরফে ডিক এভেরিলস এতকাল দু'চারটা ঘুসিতেই কাবু করতে পেরেছে তার প্রতিপক্ষদের, কিন্তু একের পর এক ঘুসি হজম করেও এখনও শক্ত দু'পায়ে দাঁড়িয়ে আছে বেনন।

মাথা ঝিমঝিম যতই করুক, মুখের রক্তের স্বাদ যতই থাকুক, বেনন বুঝতে পারল, শেষ পর্যন্ত হয়তো জিততে পারবে ও এই অসম লড়াইয়ে। ব্যথায় ওর মাংসপেশীগুলো ঝনঝন করছে, কিন্তু বুকের গভীর থেকে দৃঢ় প্রত্যয় আদায় করল ও মনের জোরে, একের পর এক পাঞ্চ করল নিজের চেয়ে দেড় গুণেরও বেশি ওজনের প্রতিপক্ষের মুখে।

ওর ডানহাত, বামহাত যেন কোনও স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র–পিছাল, তারপর ছুটে গেল মুঠো পাকানো বাহু। প্রকাণ্ড লোকটার বুক-

বইঘর.কম

পেট-মুখে ঘুসির পর ঘুসি মারল ও, পাল্টা আঘাতগুলো হজম করল নীরবে। অস্পষ্ট ভাবে টের পেল, ডায়মন্ডের ঘুসিগুলোতে আগের সেই ভয়ঙ্কর জোর আর নেই। স্বাভাবিক জোর বোধহয় নেই ওর ঘুসিতেও, টনটনে ব্যথা ভরা হাত দুটো তুলতে কষ্ট হলো ওর। ঝাপসা চোখে দেখতে পেল, বিরাট হাঁ করে শ্বাস নিতে চেষ্টা করবার ফাঁকে ঝড়ে দুলন্ত গাছের মতো দুলছে অ্যাল ডায়মন্ড।

সামান্য সরে ফল্‌স স্টেপ দিল বেনন, সেই সঙ্গে ফেইন্ট করল। প্রতিপক্ষের হাত দুটো উঠে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করে শরীর ঘুরিয়ে ডানহাতি ঘুসি মারল ডায়মন্ডের তলপেটে। দ্রুত সরতে হলো ওকে খামচি মেরে ধরতে চাওয়া হাত দুটোর আওতা থেকে দূরে থাকতে। বারবার হাতের ঝাপ্টায় অ্যাল ডায়মন্ডের মোটা মোটা হাত দুটো সরিয়ে দিল ও, তার ফাঁকে একগুঁয়ে জেদ নিয়ে মেরে চলল ঘুসির পর ঘুসি। কতক্ষণ এরকম চলল বলতে পারবে না বেনন, তারপর হঠাৎই ও দেখল, ওর সামনে কেউ দাঁড়িয়ে নেই। নীচের দিকে তাকাল বেনন। পড়ে আছে পরাজিত প্রতিপক্ষ। কলার চেপে ধরে বদমাশ লোকটাকে টেনে তুলতে ঝুঁকল ও, কিন্তু কয়েকটা হাত শক্ত করে ধরে ফেলল ওকে।

'থামো! মারা যাবে তো ও!'

হাতগুলো বেননকে টেনে পিছিয়ে নিল। বার্নের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে পড়েই থাকল অ্যাল ডায়মন্ড। তার পূর্ণিমার চাঁদের মতো গোল মুখটা ক্ষত-বিক্ষত, থ্যাঁতলানো, রক্তাক্ত। ফাটা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দাঁতহীন রক্তাক্ত মাড়ি বিশ্রী দেখাল।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল বেনন, বুঝতে চেষ্টা করল কে ওকে ঠেকাচ্ছে। অনেক দূর থেকে অনেক কষ্টে তথ্য সংগ্রহ করে শেষ পর্যন্ত ডিক এভেরিলস ওরফে অ্যাল ডায়মন্ডকে খুঁজে বের করেছে

Boighar

ও। এখন কে তাকে গ্রেফতার করতে বাধা দিচ্ছে ওকে?

জিম মোরেল ও ক্লাউডির পরিচিত চেহারা দেখতে পেল বেনন। মনের কোণে দোলা দিয়ে গেল চিন্তাটা: অ্যাল ডায়মন্ডকে খুঁজে বের করেছে ও। গুপ্তঘাতকের স্যাডলটা এখানেই পাওয়া যাবে।

মাথা ঝাঁকাল ও দৃষ্টি পরিষ্কার করতে, আধমিনিট পর কিছুটা সামলে নিয়ে ক্লাউডির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এখানে এলে কী করে?'

'অনেকদিন থেকেই জিম মোরেলের বোনকে বিয়ে করতে চাইছিলাম আমি,' ব্যাখ্যা করল ক্লাউডি, 'কিন্তু আমার আগে ওকে বিয়ে করে ফেলল অ্যাডাম টাগওয়েল। সত্যিকারের ভালমানুষ ছিল ও, ফলে ওর ওপর কোনও রাগ নেই আমার। টাগওয়েল খুন হয়েছে শুনেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, জিম মোরেলের বোনের খুনি এদিকেই কোথাও আছে। এদিকে এসেছিলাম মোরেলকে খুঁজে বের করে খবরটা জানাতে। তারপর গুলির আওয়াজ শুনতে পেয়ে দেখতে এলাম আমরা।'

'ডিক এভেরিলস ওরফে অ্যাল ডায়মন্ড শুধু দুটো খুনই করেনি, আরও বেশ কয়েকটা খুনের আসামী ও,' বলল বেনন। 'মেয়েমানুষ খুনের অভিযোগও আছে ওর বিরুদ্ধে।'

'কিন্তু হাতাহাতি লড়াইয়ে জড়ালে কেন বুঝলাম না,' ক্ষত-বিক্ষত ডায়মন্ডকে কষ্টেসৃষ্টে ওঠানোর ফাঁকে বলল মোরেল। 'অস্ত্রের মুখে ওকে গ্রেফতার করলেই তো পারতে।'

ডায়না গ্রিয়ারের কাছ থেকে গানবেল্ট নিয়ে কোমরে পেঁচাল বেনন, তারপর মারাত্মক আহত অ্যাল ডায়মন্ডকে একপলক দেখে নিয়ে বলল, 'পারতাম, কিন্তু লোকটার বাড়াবাড়ি দেখে মাথা ঠিক রাখতে পারিনি। তা ছাড়া, হারাতে পারি কি না সেটা

বইঘর.কম

দেখাও জরুরি হয়ে পড়েছিল। নইলে নিজেকে কাপুরুষ মনে হতো।'

'বাঁচবে ও,' শেষ পর্যন্ত টলটলায়মান অ্যাল ডায়মন্ডকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে দেখে বলল ক্লাউডি। 'একটু সুস্থ করে নিয়ে ফাঁসি দিতে আর কোনও অসুবিধে রইল না।'

'অনেকগুলো অতৃপ্ত আত্মা শান্তি পাবে,' বিড়বিড় করল জিম মোরেল।

বন্দিকে নিয়ে করালের দিকে পা বাড়াল ওরা সবাই। মরগানগুলো সতর্ক হয়ে উঠল, অপেক্ষায় থাকল কান খাড়া করে।

বেননের দিকে তাকাল জিম মোরেল। 'রেসের ঘোড়াগুলো মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে আবার চলে এসো না কেন তুমি এখানে, বেনন? চারপাশে রানশ করার মতো জায়গার অভাব নেই। সত্যিকারের সাহসী, পরিশ্রমী পুরুষমানুষ অনেক উন্নতি করতে পারবে... যদি ভাল বউ থাকে তার পাশে।' চট্ করে তাকাল মোরেল ডায়না গ্রিয়ারের চোখে, তারপর বলল, 'যদি ভাল বউ পায়।'

'হয়তো পাবে,' ডায়নার অপূর্ব সুন্দর, নিষ্পাপ, সজল দু'চোখ সরল না মোরেলের চোখ থেকে।

'আমি জানি, পাবেই,' জোর দিয়ে বলল বেনন। 'জিম, পরে তোমাকে খুলে বলব কার্ল পিটার্সকে ভীষণ বিপজ্জনক পরিস্থিতিতেও সোজা কথায় কীভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল ডায়না। আপাতত শুধু জেনে রাখো, হতভম্ব করে দিয়েছিল ও হতাশ পিটার্সকে।'

'আচ্ছা!' আন্তরিক খুশির ছাপ পড়ল জিম মোরেলের সরল-সাদাসিধে চেহারায়। ডায়নার দিক থেকে অনিচ্ছসত্ত্বেও চোখ সরিয়ে বেননের দিকে আবারও তাকাল ও। 'ফিরে আসবার

Boighar
এীতা

ব্যাপারে কিছু বললে না যে?'

'এখনও কোথাও থিতু হয়ে জীবন কাটাবার সময় আসেনি আমার,' নরম স্বরে বলল বেনন। 'আমার জীবনেও ডায়নার মতো ভাল কোনও মিষ্টি মেয়ে আসুক, তখন পথচলা ছেড়ে দিয়ে বসত গড়ার কথা চিন্তা করব।'

দীর্ঘশ্বাস চাপল ও, মনে মনে বলল, আসেনি কখনও সেরকম কোনও মেয়ে, আসবে কি না আমি জানি না! মন অন্যদিকে সরাতে অ্যাল ডায়মন্ডকে বাঁধতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ও। খুনি পিশাচটাকে হ্যাচার শহরে নিয়ে যেতে হবে।

***

বইঘর.কম

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য মজার আলোচনা, মতামত কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, ঠিকানা অসম্পূর্ণ বা বিষয়বস্তু পুরনো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা. আ. হোসেন।

আ খ ম খায়রুল আলম

মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

দাম যাই হোক, এই আকালের বাজারে ২৭৭ পৃষ্ঠার বই, ভাবা যায়! সত্যিই কাজীদা, একটি পূর্ণাঙ্গ সুখপাঠ্য ওয়েস্টার্ন সায়েম সোলায়মানের 'পরিবর্তন' খুবই ভাল লেগেছে! লেখককে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। আরেক সুলেখক কাজী মায়মুর হোসেনের ওয়েস্টার্ন অনেকদিন হলো বের হচ্ছে না—কাজীদা, এর কারণ কি? লেখকের কাছ থেকে রক বেননের কাহিনি আশা করি।

☆এই তো পেয়ে গেলেন। ...আপনার আন্তরিক ধন্যবাদ পৌঁছে গেল সায়েম সোলায়েমানের কাছে।

সজীব আহমেদ

বগুড়া।

গোলাম মাওলা নঈমের 'রক্ষা' বইটি পড়লাম। বইটি খুবই ভাল লেগেছে। ক্যালকিনকে আমার ভাল লাগে। বিশেষ করে 'পতন' বইটি বেশি ভাল লেগেছিল। ক্যালকিনকে নিয়ে সিরিজ লেখার জন্য লেখককে অনেক ধন্যবাদ।

ওয়েস্টার্নের সাথে অনুবাদও পড়ি। তাই অনুবাদ সম্পর্কেও কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। বিশেষ করে পুরাতন বইগুলো যারা নতুন পড়ি, তাদের প্রশ্ন থাকতেই পারে। কিন্তু, কাজিদা কোথায় প্রশ্ন করব? সেবাতে তো আর নতুন অনুবাদ বের হচ্ছে না। রিপ্রিন্ট বেরোলেও তাতে আলোচনা বিভাগ থাকে না। তাই এখানেই করছি। প্রশ্নটা হচ্ছে কাজি মাহবুবের পিশাচ কাহিনী 'উত্তরাধিকার' সম্পর্কে। বই-এর শেষ পাতায় দেখা যাচ্ছে যে ম্যাগি পিটকে অভিশপ্ত আঙটিটি পরাল এবং পিট ছয়জন আঙটিধারীর প্রথমজন নির্বাচিত হলো। তার মানে কি ম্যাগিও 'মাউন্টওলিভের' মত ছয়জনকে নির্বাচিত করে তার আঙটিগুলো পরাবে এবং পরে ছয়জনের মধ্যে পাঁচজনকে হত্যা করে বাকি একজনকে তার সকল ক্ষমতা বা উত্তরাধিকার দিয়ে যাবে? যাকে দিবে সে অবশ্যই ম্যাগির বংশের হবে। অর্থাৎ পিট পরে ম্যাগির হাতেই মারা পড়বে। ভাবতেই খারাপ লাগে যাকে

Boighar

এত্তো ভালবাসে পিট, তার ভালবাসার ছলনায়, তার হাতেই মৃত্যু হবে ওর। আমার ধারণা কি সঠিক? লেখকের কাছ থেকে জেনে নিয়ে এটুকু স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিবেন, দয়া করে। বড় চিঠির জন্য দুঃখিত।

✯লেখকের কাছ থেকে জেনে জানানোর সুযোগ নেই। কাজি মাহবুব হোসেন গত বছর মারা গেছেন।

মোঃ শাওন হোসেন (রাজু)

পোঃ বোয়ালমারী, জেলাঃ ফরিদপুর। মোবাইলঃ ০১৭১৭-৯৮২০২৩

সেবা প্রকাশনীর সঙ্গে জড়িত সবাইকে জানাই বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা। আমার শুভেচ্ছার প্রতীক হচ্ছে বিশাল সবুজের বুকে লালের সমাহার। শুভেচ্ছাটি ভাল লেগেছে তো?

কাজী মায়মুর হোসেনের লেখা ওয়েস্টার্ন 'শিকড়' খুব ভাল লেগেছে। ক্লার্ক ফাওল, ক্লিভ হেস্টিংস, লিজা ও নায়ক রন মার্লো এবং সুন্দর শহর পিস্তল ফ্ল্যাট সহ সব মিলিয়ে বইটির কাহিনি খুবই জমজমাট হয়েছে। সুন্দর ওয়েস্টার্নটি উপহার দেবার জন্য লেখককে শুভেচ্ছা ও চমৎকার প্রচ্ছদের জন্য রনবীর আহমেদ বিপ্লব ভাইকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। কাজী দা, কাজী শাহনূর হোসেন ওয়েস্টার্ন লিখছেন না কেন? ওঁকে লিখতে বলবেন।

✯আচ্ছা। ... অভিনন্দন পৌঁছে গেল লেখক ও শিল্পীর কাছে। আপনার জন্য আমাদের সবার শুভেচ্ছা রইল।

পি.এ.

বগুড়া।

কাজী মাহবুব হোসেনের লেখা ওয়েস্টার্নগুলোর মধ্যে আমার প্রিয় বই হচ্ছে 'নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী'। সত্যিই ভাল বইটি। নাম না জানা, লেখক তাঁর অশ্বারোহীকে কেন নিঃসঙ্গ করেছেন, জানি। লেখক চেয়েছেন যাতে বইটি পড়ে কষ্ট পায় পাঠকরা। তাঁর ইচ্ছা পূরণ হয়েছে। কিন্তু আপনারা শুধু কষ্টই দিবেন? আনন্দ দিবেন না?

আর অন্তত একবার আপনি লেখককে তাঁর অশ্বারোহীকে ফিরিয়ে আনতে বলুন। সুন্দর হবে বইটি, যদি লেখেন। 'ওয়ানিতার' মির‍্যাক্‌ল্ প্রার্থনা কী পূরণ করবেন লেখক? ফিরে আসবে কি নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী?

✯না। আর কোনওদিনই আসবে না।

জোবায়ের আহমেদ

৫/৪ সি, মণিপুরীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা।

ওয়েস্টার্ন কাহিনীর গোলাম মাওলা নঈম এর খুব বেশি বই আমি পড়িনি। দূরের পাহাড়-১-এর অসাধারণ প্রচ্ছদ দেখে কিনেছিলাম কিন্তু পড়ে তেমন আকর্ষিত হইনি। কিন্তু 'খেসরাত' পড়ে আমার খুবই ভাল লেগেছে। তাই লেখককে আমার অকুণ্ঠ ভালবাসা দিবেন।

কাজি মাহবুব হোসেন মারা যাওয়ায় তাঁর অবিস্মরণীয় নায়ক এরফানও শেষ। লেখক যদি ক্যালকিন ও এরফান একসাথে চালিয়ে যান তবে আমি বাধিত থাকব। লেখককে অনুরোধ করবেন কী? শুভেচ্ছা নিবেন।

✯কাজের চাপে লেখক ক্যালকিন লেখারই সময় পাচ্ছেন না, এরফান তো বহু দূরের কথা। তবু, আপনার অনুরোধ তাঁকে জানানো হলো।

বইঘর.কম

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনও কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি-অর্ডার যোগে ১০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সব কটি সিরিজ বা যে-কোনও এক বা একাধিক সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। যতদিন টাকা শেষ না হয়, ততদিন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বই পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। টাকা শেষ হয়ে এলে অবশিষ্ট টাকা ফেরত নিতে পারবেন, অথবা আরও টাকা পাঠাবেন। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ১৬ পৃষ্ঠার মূল্য তালিকার জন্য ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।**

ভি. পি. পি. যোগে কোনও বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ২০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। কেবলমাত্র টাকা পেলেই ভি. পি. পি. যোগে বই পাঠানো যাবে।

আগামী বই

১৮/০৬/০৭ মোসাদ চক্রান্ত+বিপদসীমা (রানা ভলিউম) কাজী আনোয়ার হোসেন
২৪/০৬/০৭ জিন্দালাশের পিছে+অগ্নিগিরি অভিযান+গবলিনের কবলে (তিন গোয়েন্দা ভলিউম-৯২) শামসুদ্দীন নওয়াব

জিন্দালাশের পিছে: তিন গোয়েন্দার কাছে একটা রহস্যময় কেস নিয়ে এল রবার্ট সিমন্স। ওদের বাড়িতে আগুন দিতে চেষ্টা করছে জিন্দালাশ। ঠেকাতে হবে তাকে। তদন্তে নামল কিশোর, মুসা ও রবিন। জড়িয়ে গেল প্রতিশোধপরায়ণ চোর-ডাকাত আর জিন্দালাশের জটিল রহস্যে। ওদের ওপর আসতে শুরু করল একের পর এক ভয়ঙ্কর বিপদ! প্রাণ বাঁচানোই দায়!

অগ্নিগিরি অভিযান: আগ্নেয়গিরি বিশেষজ্ঞ ডক্টর রফিক আহমেদের সঙ্গে জাহাজে করে এবার অভিযানে চলেছে তিন গোয়েন্দা। কল্পনাও করতে পারেনি ওরা কত বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হবে। চলে এসো না, চলে এসো তুমিও তিন গোয়েন্দার সঙ্গে এবারের শ্বাসরুদ্ধকর অভিযানে।

গবলিনের কবলে: বন্ধু রিচির বাসায় হাজির হয়েছে তিন গোয়েন্দা। বড়রা কেউ নেই। সন্ধ্যার পর শুরু হলো উপদ্রব। গবলিনরা দল বেঁধে হামলা করল। রিচির ছোট বোন রিটাকে ধরে নিয়ে গেল জঙ্গলে। ওকে উদ্ধার করতে ছুটল ওরা। শুরু হলো বিচিত্র এক অ্যাডভেঞ্চার।

আরও আসছে